Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com
৯ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা
জুন ২০০৬

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১
মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

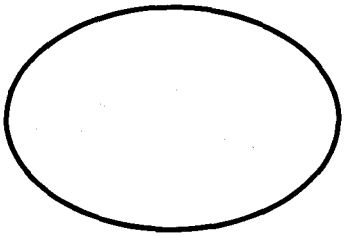

مجلة "التحريك" الشهرية علمية وأدبية و دينية
جلد : ٩ عدد : ٩ ، جمادي الثاني و رجب ١٤٢٧ هـ/ يونيو ٢٠٠٦ م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ স্টেট মসজিদ, কোটা-কিনাবুলু, মালয়েশিয়া।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-**o**rdinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. ResearchArticles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378, 761741. Mobile: 0175 002380
E-mail: tahreek@librabd.net

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	৯ম সংখ্যা
জুমাঃ ছানী-রজব	১৪২৭ হিঃ
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়	১৪১৩ বাং
জুন	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়াঃ–১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- প্রবন্ধঃ
  - জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *(৬ষ্ঠ কিস্তি)* ০৩
    - ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান? ০৭
    - আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম
  - কারা নির্যাতনে ইউসুফ (আঃ) ১০
    -আবু তাহের
  - পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোন দিন সফল হবে না ১৬
    -মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান
- মহিলা ছাহাবীঃ ১৯
  - উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)
    -মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- মনীষী চরিতঃ ২৩
  - নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)
    -নূরুল ইসলাম
- নবীনদের পাতাঃ ২৭
  - আল্লাহ্র রাস্তায় দানের গুরুত্ব ও ফযীলত
    -মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ৩১
  (ক) ধারণা (খ) মহান আল্লাহ্র অস্তিত্ব
  -খাদীজা পারভীন ও মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ
- ক্ষেত-খামারঃ ৩২
  - (ক) বর্ষাকালীন শসা চাষের সহজ পদ্ধতি
    (খ) ছাগল পুষে লাভবান হউন
- কবিতাঃ ৩৪
  (১) বলে গেল কমরেড (২) মক্কা বিজয়
  (৩) মা (৪) আহ্বান (৫) আল্লাহ্র মদদ
- সোনামণিদের পাতাঃ ৩৬
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৭
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- পাঠকের মতামত ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

মাসিক আত-তাহরীক, রাজশাহী | সম্পাদকীয় | ৯ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা জুন ২০০৬

গার্মেন্টস শিল্পে নগ্ন হামলাঃ দেশের অর্থনীতিকে পঙ্গু করার গভীর ষড়যন্ত্র

২২-২৪ মে বাংলাদেশের ইতিহাসে আরেকটি ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছে দেশবাসী। দেখেছে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক বিদ্রোহ। প্রত্যক্ষ করেছে সারা দুনিয়া। বিদেশী পত্র-পত্রিকায়ও শিরোনাম হয়েছে বিষয়টি। উচ্ছৃংখল শ্রমিকরা আকস্মিক ঢাকা ইপিজেডসহ সাভার, গাযীপুর, আশুলিয়া ও অন্যান্য এলাকার গার্মেন্টস কারখানায় বর্বরোচিত হামলা চালিয়ে ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছে। ভাংচুর ও ভস্মীভূত করেছে প্রায় তিন শতাধিক গার্মেন্টস। লুটে নিয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ, পুড়িয়ে দিয়েছে হাযার হাযার বেল সুতা। লাখ লাখ পিচ তৈরী পোষাক লুট করে নিয়ে উল্লাস করেছে ওরা। প্রায় শতাধিক যানবাহনেও এরা ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। এতে নিহত হয়েছে ১ জন ও আহত হয়েছে প্রায় দু'শতাধিক। প্রথমে সাভার, আশুলিয়া ও ইপিজেড কেন্দ্রিক সংঘর্ষ হ'লেও পরবর্তীতে তা ঢাকা ও আশপাশের বিভিন্ন গার্মেন্টসেও ছড়িয়ে পড়ে। এদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিপণিবিতান, দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি বাসাবাড়ীও। সহিংসতায় সর্বমোট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫শ' কোটি টাকা ছড়িয়ে যাবে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, ঢাকার আশুলিয়া থানার ইউনিভার্স নিটিং গার্মেন্টস লিমিটেডের শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধিসহ ১১ দফা দাবী নিয়ে আন্দোলন করছিল বেশ কিছুদিন ধরে। দাবীগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল বকেয়া মজুরী ও ওভারটাইম পরিশোধ, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৮ ঘন্টা কাজ, সপ্তাহে একদিন ছুটি ঘোষণা ইত্যাদি। উক্ত দাবী-দাওয়াকে উপলক্ষ্য করে প্রথমত ইউনিভার্স নিটিং গর্মেন্টসের শ্রমিকরা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ মিছিল শুরু করলেও পরক্ষণে তাদের সাথে অন্যান্য গার্মেন্টস শ্রমিকদেরকেও যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। মাইকিং করে শ্রমিকদের গার্মেন্টস থেকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয়। অনেক ক্ষেত্রে জোর করে শ্রমিকদের বের করে আনা হয়। সহিংসতা মুহূর্তে গোটা সাভার-আশুলিয়া-বাইপাইল ছড়িয়ে পড়ে। আতঙ্কিত নারী শ্রমিকরা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে। চলে ইতিহাসের সর্বাধিক ঘৃণিত ও বর্বরোচিত তাণ্ডব। চলে নৈরাজ্যের বহ্নিশিখায় দেশের জীবনীশক্তি শিল্প-কারখানা জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করার মহোৎসব।

দেশের বৃহত্তম রফতানী খাত পোষাক শিল্পকে নিয়ে সৃষ্ট এই লোমহর্ষক নৈরাজ্যকে ঘিরে দানা বেঁধেছে একরাশ জ্বলন্ত প্রশ্ন। এই হামলার সাথে কি শুধুই শ্রমিকরা জড়িত, নাকি পিছনে কোন বৃহৎ শক্তি ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছে? গার্মেন্টস শিল্পের শতকরা ৮০ ভাগ নারী শ্রমিক তো এই সহিংসতায় অংশগ্রহণ করেনি। তবে কারা প্রকৃত হামলাকারী? এটি কি প্রকৃতার্থে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের আন্দোলন, নাকি দেশের পোষাক শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য কোন পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র?

ঘটনার বিবরণ ও বিভিন্ন আলামত পর্যালোচনা করে পর্যবেক্ষকগণ এ অভিমত পোষণ করেছেন যে, এটি স্রেফ শ্রমিক বিদ্রোহ নয়। এটি ছিল দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাজারে অত্যন্ত সুনামের সাথে অগ্রগামী দেশের সর্বাধিক ৭৬ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী তৈরী পোষাক শিল্পকে ধ্বংস করার নিমিত্তে এবং সর্বোপরি বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার জন্য পূর্বপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। যেমনটি ঘটেছিল একদিন শ্রীলংকার গার্মেন্টস শিল্পে। যার ফলশ্রুতিতে শ্রীলংকার পোষাক শিল্পের সূর্যাস্ত হয়েছিল। অনুরূপভাবে বাংলাদেশেও ইউনিভার্স নিটিং গার্মেন্টসের শ্রমিকদের দাবী-দাওয়াকে কেন্দ্র করে এই ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত ঘটানো হয়। পরবর্তীতে বহিরাগত সন্ত্রাসীরাই নীল নকশা অনুযায়ী এই ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পোষাক শিল্পের দু'টি অন্যতম সংগঠন 'বাংলাদেশ তৈরী পোষাক প্রস্তুতকারক ও রফতানীকারক সমিতি' (বিজিএমইএ) এবং 'বাংলাদেশ নীটওয়ার প্রস্তুতকারক ও রফতানীকারক সমিতি' (বিকেএমইএ)-এর নেতৃবৃন্দ তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ সম্মেলন করে এরকমই অভিযোগ করেছেন। তাদের মতে, দশ দিন আগেই একটি গোয়েন্দা সংস্থার জনৈক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা গার্মেন্টস কারখানায় এ ধরনের নাশকতা হ'তে পারে বলে জানিয়েছিলেন। ঘটনাস্থলে ঢাকা থেকে কয়েক ট্রাক ভর্তি করে সন্ত্রাসীদের নিয়ে যাওয়া হয় বলেও তারা অভিযোগ করেন। শুধু তাই নয়, ঘটনাটি এমন এক সময় সংঘটিত হ'ল যখন জার্মানীর একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবসায়ী দল বাংলাদেশ সফরে ছিলেন। এমনকি তাদের কয়েকজন সে সময় সাভারের বিভিন্ন কারখানা পরিদর্শনও করছিলেন। অপরদিকে বাংলাদেশ ও ভারত থেকে পণ্য আমদানীকারী ফ্রান্সের 'লারা উড' নামক অপর একটি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সেসময় যখন দিল্লী সফর করছিলেন তখন দিল্লীর রফতানীকারকরা তাকে বাংলাদেশে না আসতে এবং বাংলাদেশ থেকে পোষাক সংগ্রহ না করতে পরামর্শ দেন। এতদ্ব্যতীত আক্রান্ত গার্মেন্টসগুলোর কোনটিই ভারত বা অন্যান্য দেশের মালিকানাধীন নয়। যদিও সেখানে বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত বা সম্পূর্ণ বিদেশী মালিকানাধীন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া শ্রমিকদের মজুরী যথাসময়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রদান করা হয় এবং ওভারটাইমসহ অন্যান্য চাহিদাও যথাসম্ভব পূরণ করা হয়। এমন সুপরিচালিত গার্মেন্টসই ছিল আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দু। অতএব এটি যে দেশের পোষাক শিল্পের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এবং এর পিছনেও রয়েছে বড় ধরনের চক্রান্ত, এ বিষয়ে আর কি কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে? মূলতঃ বাংলাদেশের ধ্বংস যাদের হৃদয়ের চাওয়া, বাংলাদেশের সর্বনাশ যাদের একমাত্র প্রত্যাশা সেই ধ্বংসের পূজারীরাই পরিকল্পিতভাবে তাদের এদেশীয় দোসরদের দিয়ে এই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। কেননা কোন শ্রমিক তাদের রুটি-রুযির একমাত্র অবলম্বন স্বীয় কর্মস্থলে আগুন জ্বালিয়ে নিজেকে স্থায়ী বেকারত্বের মুখে ঠেলে দিতে পারে না।

তবে একথা অনস্বীকার্য যে, বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প দেশের বৃহত্তম রফতানী খাত হ'লেও এই খাতে শ্রমিকদের মজুরীই সর্বনিম্ন। এরপরও বকেয়া মজুরী, ওভারটাইম সঠিকভাবে না দেওয়া, নিরাপত্তারক্ষীদের দ্বারা শ্রমিক অপমানিত হওয়া, নারী শ্রমিকদের প্রতি যৌন হয়রানি ইত্যাদি অভিযোগও নতুন নয়। নির্ধারিত ৮ ঘণ্টার পর আরও ৫ থেকে ৬ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করা হয় এবং মাসে ১৫০ থেকে ২০০ ঘণ্টা অতিরিক্ত কাজ করিয়ে মাত্র ৮০ থেকে ১০০ ঘণ্টার মজুরী দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী নিয়ে যে 'মে দিবসে'র জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশের পোষাক শিল্পে এসে তা থমকে দাঁড়িয়েছে। যদিও আমাদের দেশে খুব উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে উক্ত দিবস পালন করা হয়।

আমরা দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড গার্মেন্টস শিল্পে বর্বরোচিত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই। গোয়েন্দা তথ্য আমলে না নেওয়া এবং দীর্ঘ দু'দিন ব্যাপী সংঘাত দমনে সরকারের ব্যর্থতারও ধিক্কার জানাই। সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ অথচ সর্বাধিক অবহেলিত এই শিল্পকে সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং শ্রমিকদের ন্যায্য দাবী মেনে নেওয়ার জোরালো আহ্বান জানাই। দাবী জানাই দেশের নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের পৃথক কর্মস্থল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এবং বিশ্ব শ্রমিক দিবসের দাবী অনুযায়ী দৈনিক ৮ ঘণ্টা মজুরী নির্ধারণের। পরিশেষে বলব, চলমান শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কল-কারখানা বন্ধ করে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বরং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মাধ্যমেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্ভব। অতএব যেকোন মূল্যে সকল ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে দেশের সর্ববৃহৎ রফতানীমুখী তৈরী পোষাক শিল্পকে বাঁচাতে হবে। আর এটি ক্ষমতাসীন সরকারেরই দায়িত্ব। আল্লাহ আমাদের সহায়

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৬ষ্ঠ কিস্তি)

জাল হাদীছ প্রতিরোধে মুহাদ্দিছগণের ভূমিকা

জাল হাদীছ রচনায় স্বার্থদুষ্টরা যে পরিমাণ তৎপর ছিল, জাল হাদীছ প্রতিরোধে তার চেয়ে অধিক তৎপর ছিলেন হক্বপন্থী মুহাদ্দিছগণ। একথা অনস্বীকার্য যে, জাল হাদীছ রচয়িতাদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক পর্যায় থেকে মুহাদ্দিছগণের প্রতিরোধ ব্যূহের ফলেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ হাদীছ সংমিশ্রণমুক্ত সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সগর্বে টিকে আছে। জাল হাদীছগুলিকে পৃথক পৃথক গ্রন্থে সন্নিবেশ করে সহজে ছহীহ ও জাল চিহ্নিত করার যে অপূর্ব খিদমত তাঁরা আঞ্জাম দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয়। এক্ষেত্রে তারা যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা ছিল পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে হাদীছ যাচাই এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের সর্বাপেক্ষা মযবূত পথ। তাঁদের এ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার ফলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে রক্ষা পায়। জাল হাদীছ প্রতিরোধে মুহাদ্দিছগণের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে তুলে ধরা হ'ল।-

(১) সনদ সংযুক্তকরণঃ

জাল হাদীছ প্রতিরোধে মুহাদ্দেছীনে কেরামের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ ছিল হাদীছের মতনের সাথে সনদ সংযুক্ত করা। যখন ফিৎনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, লোকেরা জাল হাদীছ ও বানাওয়াট কল্প-কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে লাগল, তখন মুহাদ্দিছগণ হাদীছের সাথে সনদ বর্ণনাকে বাধ্যতামূলক করে দিলেন এবং সনদবিহীন হাদীছ গ্রহণ থেকে বিরত থাকলেন। উল্লেখ্য যে, ছাহাবায়ে কেরামের প্রাথমিক যুগে সনদ অনুসন্ধানের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা তখন জনসাধরণের মধ্যে মিথ্যার প্রচলন ছিল না। এ প্রসঙ্গে খ্যাতনামা তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ)-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, لَمْ يَكُوْنُوْا يَسْأَلُوْنَ عَنِ الْإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوْا سَمُّوْا لَنَا رِجَالَكُمْ, فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلاَ يُؤْخَذُ حَدِيْثُهُمْ- 'লোকেরা ইতিপূর্বে কখনো হাদীছের সনদ বা সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করত না। কিন্তু যখন ফিৎনার যুগ শুরু হ'ল তখন তারা বলতে লাগল, আগে তোমরা বর্ণনাকারীদের পরিচয় বল। অতঃপর যদি দেখা যেত যে, বর্ণনাকারী 'আহ্লুস-সুন্নাহ্র' অন্তর্ভুক্ত, তাহ'লে তাদের বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত। কিন্তু 'আহলুল বিদ'আর' অন্তর্ভুক্ত হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণ করা হ'ত না'।[১৬২]

মুসলিম শরীফের মুক্বাদ্দামায় মুজাহিদ হ'তে এরকম আরেকটি ঘটনা বর্ণিত আছে যে, একদা বশীর ইবনু কা'ব আল-আদাভী নামক ব্যক্তি ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর নিকটে এসে হাদীছ বর্ণনা করতে লাগলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ বলেছেন। ইবনু আব্বাস (রাঃ) তাকে হাদীছ শুনাতে অনুমতি দিলেন না এবং তার দিকে দৃষ্টিপাতও করলেন না। তখন বশীর বললেন, হে ইবনু আব্বাস! আপনার কি হ'ল যে, আপনি আমার হাদীছের প্রতি কর্ণপাত করছেন না, অথচ আমি আপনার নিকটে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ বর্ণনা করছি? তখন ইবনু আব্বাস (রাঃ) বললেন, এমন এক সময় ছিল যখন কোন ব্যক্তি বললেই আমরা শুনতাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন শুনামাত্রই সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতাম এবং তার প্রতি কান পেতে রাখতাম। কিন্তু লোকেরা যখন কঠোরতা এবং শিথিলতার (সত্য ও মিথ্যা) পথে চলতে থাকল, তখন আমরা একমাত্র তাঁর নিকট থেকেই হাদীছ গ্রহণ করে থাকি, যাকে আমরা চিনি'।[১৬৩]

সনদের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ ইবনুল মুবারক (রহঃ) (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন,

اَلْإِسْنَادُ مِنَ الدِّيْنِ وَ لَوْلاَ الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ-

'সনদ হচ্ছে দ্বীনের অঙ্গ। যদি সনদ না থাকত তাহ'লে যার যা ইচ্ছা তাই বলত'।[১৬৪]

হিশাম ইবনু উরওয়া (রহঃ) বলেন,

إِذَا حَدَّثَكَ رَجُلٌ بِحَدِيْثٍ فَقُلْ عَمَّنْ هَذَا-

'তোমাকে কেউ হাদীছ বর্ণনা করলে তুমি বল, এটা কার কাছ থেকে বর্ণিত'।[১৬৫]

আওযাঈ (রহঃ) বলেন,

مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ إِلاَّ ذَهَابُ الْإِسْنَادِ-

---

১৬২. *ছহীহ মুসলিম, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামাহ, পৃঃ ৪৪।*

১৬৩. *মূল আরবীঃ*

عن مجاهد أن بشيرا العدوى جاء إلى ابن عباس فجعل يحدث و يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا، و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم كذا. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه و لا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس مالى أراك لا تسمع لحديثى، أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا تسمع؟ فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول: قال رسول الله ابتدرته أبصارنا و أصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف.

দ্রঃ মুসলিম, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ৩৯।

১৬৪. *মুসলিম, মুক্বাদ্দামা পৃঃ ৪৭; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯১; আল-হাদীছুন নববী, পৃঃ।*

১৬৫. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত-তাদবীন, পৃঃ ২২৩।*

'সনদের বিলুপ্তি হওয়া ইলমের (দ্বীনের) বিলুপ্তির নামান্তর'।[১৬৬]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন,

اَلْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ-

'সনদ মুমিনের জন্য অস্ত্র স্বরূপ। যদি তার সাথে অস্ত্র না থাকে তবে সে কি দিয়ে যুদ্ধ করবে'?[১৬৭]

শু'বাহ (রহঃ) (মৃঃ ১৬০ হিঃ) বলেন,

كُلُّ حَدِيْثٍ لَيْسَ فِيْهِ أَنَا وَ ثَنَا فَهُوَ خَلٌّ وَ بَقَلٌ-

'যেসব হাদীছে 'আখবারানা' (অমুক আমাদেরকে খবর দিয়েছে) ও 'হাদ্দাছানা' (অমুক আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছে) উল্লেখ না থাকে, সেগুলি সিরকা ও সবজির ন্যায়'।[১৬৮]

তিনি আরো বলেন,

كُلُّ حَدِيْثٍ لَيْسَ فِيْهِ حَدَّثَنَا وَ حَدَّثَنَا فَهُوَ مِثْلُ الرَّجُلِ بِالْفَلَاةِ مَعَهُ الْبَعِيْرُ لَيْسَ لَهُ خِطَامٌ-

'যেসব হাদীছে 'হাদ্দাছানা' 'হাদ্দাছানা' উল্লেখ না থাকে সেগুলি নির্জন মরুভূমিতে অবস্থানরত ঐ লোকের ন্যায়, যার সাথে উট আছে কিন্তু তার লাগাম নেই'।[১৬৯]

বাহয ইবনু আসাদ বলেন,

لَا تَأْخُذُوْا الْحَدِيْثَ عَمَّنْ لَا يَقُوْلُ ثَنَا-

'যিনি 'হাদ্দাছানা' বলেন না, তার কাছ থেকে তোমরা হাদীছ গ্রহণ করো না'।[১৭০]

(২) আসমাউর রিজাল-এর গোড়াপত্তনঃ

হাদীছ জালকরণের এই ঘৃণিত পথ রুদ্ধ করার জন্য মুহাদ্দেছীনে কেরামের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে 'আসমাউর রিজাল' তথা রাবীগণের জীবনী সংক্রান্ত পৃথক গ্রন্থ প্রবর্তন ছিল অনন্যসাধারণ সময়োপযুগী পদক্ষেপ। কারণ হাদীছের সাথে সনদ সংযুক্তকরণের ফলে জাল হাদীছ রচনা কিছুটা দমিত হ'লেও তা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। বরং যারা এ অন্যায় কর্মে জড়িত ছিল তারাও তাদের তৈরীকৃত মিথ্যা কথার সাথে সনদ জুড়ে দিয়ে সেটাকে হাদীছ বলে চালিয়ে দেওয়ার নতুন কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে পূর্ণাঙ্গভাবে সংরক্ষণের জন্য মুহাদ্দিছগণ রাবীগণের দোষ-গুণ বিচারের উদ্দেশ্যে হিজরী তৃতীয় শতকে 'আসমাউর রিজাল'[১৭১] নামে লক্ষ লক্ষ রাবীর জীবনী সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বিধৃত হয়েছে। বিশেষ করে রাবীর জন্ম-মৃত্যু, নাম-উপাধী, বংশ পরিচয়, শিক্ষা-দীক্ষা, ছাত্র-শিক্ষক, দেশ-বাসস্থান, আমানতদারী ও পরহেযগারিতা, স্মৃতি ও ধী-শক্তি, সুস্থতা-অসুস্থতা, নির্ভরযোগ্যতা, অনির্ভরযোগ্যতা এক কথায় তাঁদের জীবনের এমন কোন দিক নেই, যা উক্ত শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি কোন বর্ণনাকারী যৌবনে স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু বার্ধক্যে স্মৃতিশক্তি লোপ পেলে তার সম্পর্কেও 'আসমাউর রিজালে' উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁর বর্ণিত কেবল সেই সব হাদীছই গ্রহণ করা যাবে, যা তিনি স্মরণশক্তি বর্তমান থাকাবস্থায় বর্ণনা করেছেন।[১৭২]

তাবেঈ বিদ্বান মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন (রহঃ) (৩৩-১১০ হিঃ) যথার্থই বলেছেন,

إِنَّ هٰذِهِ الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ-

'নিশ্চয়ই এ ইলম হ'ল দ্বীন, অতএব তোমরা কার নিকট হ'তে দ্বীন গ্রহণ করছ, তা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে নিবে'।[১৭৩]

ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈ মুহাদ্দিছগণের এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এতে আলেমগণ কঠোর সাধনা করেছেন। তাঁরা সূক্ষ্ম বিচারের পর পার্থক্য করেছেন ছহীহ ও মিথ্যা হাদীছের মধ্যে, শক্তিশালী ও দুর্বল হাদীছের মধ্যে। এ ব্যাপারে তাঁরা যে পরীক্ষা চালিয়েছেন তা ছিল উত্তম পরীক্ষা। তাঁরা তন্ন তন্ন করে রাবীগণের তথ্য নিলেন, পাঠ করলেন তাঁদের জীবনী, তাঁদের ইতিহাস, তাঁদের চরিত কথা, তাঁদের গোপন ও প্রকাশ্য তথ্যাবলী। এতে তাঁরা নিন্দাকারীর নিন্দাকে ভয় করেননি। রাবীগণের দোষ-ত্রুটি বিচার করতে ছাড়েননি। আবার যারা পরহেযগারিতে মশহূর তাও তাঁরা তুলে ধরতে কছুর করেননি। যেমন ইয়াহইয়া ইবনু সাঈদ আল-কাত্ত্বানকে বলা হয়েছিল, তুমি কি ভয় কর না, যাদের হাদীছ তুমি গ্রহণ করনি, তারা যদি রোজ ক্বিয়ামতে

---

১৬৬. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৩।
১৬৭. পূর্বোক্ত, পৃঃ ২২৩।
১৬৮. বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৫৪।
১৬৯. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।
১৭০. পূর্বোক্ত, পৃঃ ৫৪।

১৭১. আসমাউর রিজাল (ل –এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবূ ত্বাইয়িব সাইয়িদ ছিদ্দীক হাসান আল-কানূজী (রহঃ) (মৃঃ ১৩০৭ হিঃ) বলেন,
ن العلم بـها
لحديث
'হাদীছে উল্লিখিত ছাহাবী, তাবেঈ ও সকল বর্ণনাকারীর জীবনী সংক্রান্ত জ্ঞান। আর এ জ্ঞান হচ্ছে হাদীছ সম্পর্কিত জ্ঞানের অর্ধেক'।
দ্রঃ 'আল-হিত্ত্বাহ ফী যিকরিছ ছিহাহ আস-সিত্তাহ (বৈরূতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ৮৬; ডঃ ছুবহি ছালিহ বলেন,
هو علم يعرف به رواة الحديث من حيث أنهم رواة للحديث
'এটি এমন এক বিদ্যার নাম, যার দ্বারা হাদীছের বর্ণনাকারীদের পরিচয় হাদীছের বর্ণনাকারী হিসাবে জানা যায়'।
দ্রঃ 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহু, পৃঃ ১১০।
১৭২. হাদীস বিজ্ঞান, পৃঃ ২০৮।
১৭৩. বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৫৩।

আল্লাহ্‌র দরবারে তোমার জন্য অভিযোগকারী হন? তিনি উত্তরে বললেন, তারা আমার জন্য অভিযোগকারী হউক তা ভাল, তবু যেন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই বলে আমার বিপক্ষে অভিযোগকারী না হন যে, কেন তুমি আমার হাদীছকে মিথ্যা হ'তে মুক্ত করলে না?'[১৭৪]

আসমাউর রিজাল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে খৃষ্টান পণ্ডিত ডঃ স্প্রিংগার (Sprenger) বলেন, 'মুসলমানদের আসমাউর রিজাল-এর মত এত বিরাট ও ব্যাপক চরিত বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে পেরেছে এমন কোন জাতি দুনিয়াতে কোন দিন ছিল না, বর্তমানেও এরূপ কোন জাতির অস্তিত্ব নেই। এ বিজ্ঞানের সাহায্যেই আজ পাঁচ লক্ষ হাদীছ বর্ণনাকারীর বিস্তারিত জীবন চরিত সুষ্ঠু ও নির্ভরযোগ্যভাবে জানা যায়'।[১৭৫]

(৩) হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনঃ

জাল হাদীছ প্রতিরোধে মুহাদ্দিছগণের তৃতীয় পদক্ষেপ হিসাবে আমরা হাদীছ সংগ্রহ ও সংকলনকে উল্লেখ করতে পারি। উল্লেখ্য যে, পবিত্র কুরআনের সাথে সংমিশ্রণের আশংকায় প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

لاَ تَكْتُبُوا عَنِّىْ وَ مَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْآن فَلْيَمْحُــــهُ، وَ حَدِّثُوْا عَنِّىْ وَ لاَ حَرَجَ و مَنْ كَذِبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَــوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ–

'তোমরা আমার নিকট থেকে হাদীছ লিপিবদ্ধ করো না। যে আমার নিকট থেকে কুরআন ব্যতীত কিছু লিপিবদ্ধ করেছে, সে যেন তা মুছে ফেলে। তবে তোমরা আমার কাছ থেকে হাদীছ বর্ণনা করো। এতে কোন দোষ নেই। আর যে ব্যক্তি আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে নির্ধারণ করে নেয়'।[১৭৬]

উক্ত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে ইমাম নববী (রহঃ) বলেন,

وَ كَانَ النَّهِىُ فِى أَوَّلِ الْأَمْرِ قَبْلَ اِشْتِهَارِ الْقُرْآنِ لِكُلِّ أَحَــدٍ فَنَهْىُ عَنْ كِتَابَةِ غَيْرِهِ خَوْفًا مِّنْ اِخْتِلاَطِهِ وَ إِشْتِبَاهِهِ فَلَمَّـــا اِشْتَهَرَ وَ أُمِنَتْ تِلْكَ الْمَفْسِدَةِ أُذِنَ فِيْهِ–

'হাদীছ লিপিবদ্ধ করতে প্রথমে নিষেধ করা হয়েছিল। কুরআন পরিচিত হওয়ার পূর্বে এ নিষেধাজ্ঞা ছিল সকলের জন্য। তখন কুরআন ব্যতীত অন্য সবকিছুই লিখে রাখতে নিষেধ করা হয়েছিল কুরআনের সাথে তার সংমিশ্রণ এবং তদ্দরুন সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকায়। পরবর্তীতে যখন কুরআন সর্বজন পরিচিত হয় এবং এই আশংকার কারণ হ'তে নিরাপত্তা লাভ করে তখন তা লিপিবদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয়'।[১৭৭]

ইমাম খাত্ত্বাবী (রহঃ) বলেন,

يُشْبِهُ أَنْ يَّكُوْنَ النَّهِىُ مُتَقَدِّمًا وَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ الْإِبَاحَةُ وَ قَــدْ قِيْلَ إِنَّهُ إِنَّمَا نَهَى أَنْ يُّكْتُبَ الْحَدِيْثَ مَــعَ الْقُــرْآنِ فِــىْ صَحِيْفَةٍ وَاحِدَةٍ لِئَلاَّ يَخْتَلِطَ بِهِ وَ يَشْتَبِهُ عَلَى الْقَارِىْ.

'সম্ভবতঃ হাদীছ লিখতে নিষেধ করা প্রথম যুগের ব্যাপার ছিল। পরবর্তীকালে তা জায়েয করা হয়েছে। আর নিষেধ করা হয়েছিল কুরআনের সাথে একই কাগজে হাদীছ লিখতে। কেননা এর ফলে কুরআন ও হাদীছ সংমিশ্রিত হয়ে যেত এবং তা পাঠকদের পক্ষে বড় সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত'।[১৭৮]

উক্ত নিষেধাজ্ঞার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম বলেন, 'কুরআনকে যদি কোন একজন সাহাবীও হাদীসের সঙ্গে একত্র করিয়া লিখিয়া রাখিতেন, তাহা হইলে উত্তরকালে উহা কুরআন মজীদের নির্ভরযোগ্যতার বিরুদ্ধে এক চ্যালেঞ্জ হইয়া দাঁড়াইত। কুরআন মজীদকে বর্তমানের ন্যায় খালিসভাবে অবিকৃত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক মহান গ্রন্থ হিসাবে দুনিয়ার মানুষ কিছুতেই লাভ করিতে পারিত না; আল্লাহ্‌র কালাম এবং রাসূলের কথা ও কাজের বিবরণকে আলাদা আলাদা ভাবে জানিতে ও চিহ্নিত করিতে সমর্থ হইত না। এই কারণে প্রথম পর্যায়ে নবী করীম (স) কুরআন ব্যতীত অন্য কিছু লিপিবদ্ধ করিতে সহাবাগণকে স্পষ্ট ও তীব্র ভাষায় নিষেধ করিয়াছিলেন'।[১৭৯]

অবশ্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে সে সময়েও কোন কোন ছাহাবী হাদীছ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর সংকলিত 'আছ-ছহীফাতুছ ছাদিক্বাহ' গ্রন্থটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইবনুল আছীর (রহঃ)-এর বর্ণনানুসারে এতে এক হাযার হাদীছ স্থান লাভ করেছে। অতঃপর ছাহাবীগণ যখন কুরআনের বৈশিষ্ট্যের সাথে সুপরিচিত হয়ে উঠেন এবং আয়াত তেলাওয়াতের সাথে সাথেই তা পবিত্র কুরআন বলে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তখন নবী করীম (ছাঃ) হাদীছ লিপিবদ্ধ করার সাধারণ অনুমতি প্রদান করেন। অথবা এর কারণ এই হ'তে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামের স্মরণশক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রয়োজনীয় কাজে

---

১৭৪. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৯২।*
১৭৫. *হাদীস বিজ্ঞান, পৃঃ ২২৬।*
১৭৬. *ছহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪২২।*
১৭৭. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬০।*
১৭৮. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬১।*
১৭৯. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৯।*

প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। তাই তিনি প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন ছাহাবীগণকে হাদীছ মুখস্থ পরিত্যাগ করে কেবল লেখনী শক্তির উপর নির্ভরশীল হ'তে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু যাঁরা স্মরণশক্তি ও লেখনি উভয় শক্তির ব্যবহার করতে চেয়েছেন, তাদেরকে তিনি হাদীছ লিখতে নিষেধ করেননি।[১৮০]

এ প্রসঙ্গে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীছটি প্রণিধানযোগ্যঃ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ أَنْ أَرْوِى حَدِيثًا فَأَرَدْتُّ أَنِّى أَسْتَعِيْنُ بِكِتَابِ يَدِىْ مَعَ قَلْبِى إِنْ رَأَيْتُ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنْ كَانَ حَدِيْثِى فَاسْتَعِيْنْ بِيَدِكَ مَعَ قَلْبِكَ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন পূর্বক বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি হাদীছ বর্ণনা করতে ইচ্ছা পোষণ করছি। এজন্য আমি স্মরণশক্তির পাশাপাশি লেখনীর সাহায্যও গ্রহণ করতে চাই, যদি আপনি পসন্দ করেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমার হাদীছ লিখতে চাইলে স্মরণ রাখার সাথে সাথে লিখে রাখতে পার'।[১৮১]

এভাবে ছাহাবায়ে কেরামের বক্ষে এবং বিক্ষিপ্তভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখার মাধ্যমে হাদীছ সংরক্ষণ করা হ'লেও তখনো তা গ্রন্থাকারে সংকলন করা হয়নি। কিন্তু পরবর্তীতে ফিৎনার যুগ শুরু হ'লে লোকেরা যখন মিথ্যা কল্প-কাহিনীর সাথে সনদ জুড়ে দিয়ে তা হাদীছ বলে চালিয়ে দিতে শুরু করে, এমনকি প্রসিদ্ধ ছাহাবীগণের ইন্তিকালে ইলমে হাদীছ বিলুপ্ত হওয়ারও আশংকা দেখা দেয় তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে গ্রন্থাকারে সংকলনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। চক্রান্তকারীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছকে গলা টিপে হত্যা করার যে নীল নকশা অঙ্কন করেছিল তার বিরুদ্ধে এটি ছিল মুহাদ্দেছীনে কেরামের সময়োপযোগী গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

খলীফা ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (মৃঃ ১০১ হিঃ) ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর রাষ্ট্রীয় ফরমান জারীর মাধ্যমে সর্বপ্রথম হাদীছ সংকলনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি রাষ্ট্রের বিভিন্ন কেন্দ্রে নিম্নোক্তভাবে ফরমান লিখে পাঠান যে,

اُنْظُرُوْا حَدِيْثَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاجْمَعُوْا-

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং তা একত্রিত কর'।[১৮২] বিশেষ করে মদীনার শাসনকর্তা ও কাযী আবূবকর ইবনু হাযমকে তিনি লিখে পাঠান,

اُنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَاكْتُبْهُ فَإِنِّى خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَ ذِهَابِ الْعُلَمَاءِ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যে সমস্ত হাদীছ আছে অর-প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর এবং তা লিপিবদ্ধ করে রাখ। কেননা আমি ইলমে হাদীছের বিলুপ্তি এবং আলেমগণের অন্তর্ধানের আশংকাবোধ করছি'।[১৮৩]

ওমর ইবনু আব্দুল আযীযের এ নির্দেশ জারীর পর মুহাদ্দিছগণ হাদীছ সংকলনে গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন। বিক্ষিপ্তভাবে সংরক্ষিত হাদীছগুলিকে তারা একত্রিত করতে শুরু করেন। এক্ষেত্রে যিনি সর্বাধিক অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তিনি হচ্ছেন হিজায ও সিরিয়ার প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব যুহরী আল-মাদানী (রহঃ) (মৃঃ ১২৪ হিঃ/৭৪২ খৃঃ)।[১৮৪] এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে যারা এ কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে **মক্কায়ঃ** ইবনু জুরায়জ (মৃঃ ১৫০ হিঃ) ও ইবনু ইসহাক্ব (মৃঃ ১৫১ হিঃ); **মদীনায়ঃ** সাঈদ ইবনু আবূ আরুবা (মৃঃ ১৫৬ হিঃ), রাবী ইবনু সুবীহ (মৃঃ ১৬০ হিঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) (মৃঃ ১৭৯ হিঃ); **বছরায়ঃ** মুহাম্মাদ ইবনু সালমান (মৃঃ ১৬৭ হিঃ); **কূফায়ঃ** সুফিয়ান ছাওরী (মৃঃ ১৬১ হিঃ); **সিরিয়ায়ঃ** আবূ আমর আওযাঈ (মৃঃ ১৫৭ হিঃ); **ওয়াসিত্বেঃ** হাশিম (মৃঃ ১৭৩ হিঃ); **খুরাসানেঃ** 'আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (মৃঃ ১৮১ হিঃ); **ইয়ামনেঃ** মা'মার (মৃঃ ১৫৪ হিঃ); **রায়-এঃ** জারীর ইবনু আব্দুল হামীদ (মৃঃ ১৮৮ হিঃ) এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৮৫]

অতএব তাঁদের এই অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে সমৃদ্ধ হয় হাদীছশাস্ত্র, রচিত হয় হাদীছের বিশাল বিশাল গ্রন্থ এবং ব্যর্থ হয় চক্রান্তকারীদের চক্রান্ত। হিজরী তৃতীয় শতকে এসে তা পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করল। তাই এ শতাব্দীকে হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ বলা হয়। এ শতাব্দীতেই ছহীহায়ন সহ প্রধান ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ রচিত হয়। এগুলি হচ্ছেঃ (১) ছহীহ বুখারী (২) ছহীহ মুসলিম (৩) সনানু আবী দাউদ (৪) সুনান নাসাঈ (৫) জামে' আত-তিরমিযী ও (৬) সুনানু ইবনে মাজাহ। এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ গ্রন্থাকারে সংকলিত হওয়ার মাধ্যমে দুষ্টচক্রের কবল থেকে তা হেফাযত লাভ করে।

[চলবে]

---

১৮০. *হাদীস সংকলনের ইতিহাস, পৃঃ ১৬১;*
১৮১. *সুনান আদ-দারেমী, পৃঃ ৬৭।*
১৮২. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা; পৃঃ ১০৪।*
১৮৩. *পূর্বোক্ত, পৃঃ ১০৪; আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছুন, পৃঃ ২৪৪; 'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহু, পৃঃ ৪৫।*
১৮৪. *'উলূমুল হাদীছ ওয়া মুছত্বালাহুহু, পৃঃ ৪৬।*
১৮৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ১০৫।*

আল্লাহ কি নিরাকার ও সর্বত্র বিরাজমান?

*আখতারুল আমান বিন আব্দুস সালাম**

আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহ পাক নিরাকার। তিনি সর্বত্র সবকিছুতে বিরাজমান। অধিকাংশ আলেমই উক্ত বিষয়ে ফৎওয়া দিয়ে থাকেন। দেশের একটি প্রভাবশালী ইসলামী মাসিক পত্রিকায় এরকমই ফৎওয়া প্রদান করা হয়েছে, যা কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা বিরোধী। উক্ত বিষয়ে সঠিক তথ্য মুসলিম সমাজে তুলে ধরা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। তাই সঙ্গত কারণেই আমরা এ বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হ'লাম।

প্রকৃতপক্ষে উক্ত বক্তব্যের পিছনে কোন দলীল নেই। কুরআন-হাদীছের কোন স্থানেই এ কথা পাওয়া যাবে না যে, আল্লাহ পাক নিরাকার, তাঁর কোন আকার-আকৃতি নেই, তিনি পৃথিবীর সকল স্থানে সকল বস্তুর মধ্যে বিরাজ করছেন। কারণ এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, ভাল-মন্দ সকল বস্তু এবং সকল স্থানেই মহান আল্লাহ বিদ্যমান। মানুষ-জিন, গরু-ছাগল, কুকুর-শূকর, মসজিদ-মন্দির, উপাসনালয়-বেশ্যালয় ইত্যাদি সবই এর অন্তর্ভুক্ত। মূলতঃ উক্ত কথাটি ইবনুল আরাবী, মনছূর হাল্লাজ প্রমুখ বেদ্বীন ছূফীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ সকল ছূফীদের বক্তব্য হ'ল- وَمَا الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيْرُ إِلاَّ إِلَهُنَا وَمَا رَبُّنَا فِيْ الْكَنِيْسَةِ رَاهِبٌ- অর্থাৎ 'কুকুর-শূকর এগুলি মূলতঃ আমাদেরই উপাস্য। আর গির্জায় অবস্থানকারী পাদ্রী আমাদের প্রতিপালক ছাড়া আর কিছুই নয়'। ইবনুল আরাবীর বক্তব্য হ'ল- اَلْعَبْدُ رَبٌّ وَالرَّبُّ عَبْدٌ يَا لَيْتَ شِعْرِيْ مَنِ الْمُكَلَّفُ؟ 'বান্দা রব হ'ল রব আর রবই বান্দা। হায়! আমি যদি জানতাম কে আদেশপ্রাপ্ত'।[১] তাই তো আজকাল কোন কোন ছূফী দরবেশ বলে থাকে 'যত কাল্লা তত আল্লাহ'। অর্থাৎ সব কাল্লার মধ্যেই আল্লাহ বিদ্যমান' (নাঊযুবিল্লাহ)।

আলেম তো দূরের কথা সুস্থ বিবেকসম্পন্ন সামান্য জ্ঞানের অধিকারী একজন সাধারণ মুসলিম ব্যক্তিও উক্ত আক্বীদা পোষণ করতে পারেন না। কারণ এধরনের বিশ্বাস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহেদীনের আক্বীদা বিরোধী। এ লক্ষ্যেই আমরা 'আল্লাহ নিরাকার কি-না' তিনি কোথায়?' এ বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীন তথা যুগের শ্রেষ্ঠ মহাপণ্ডিতগণের বক্তব্য ও আক্বীদাহ দলীলসহ আলোচনা করার প্রয়াস পাব।

আল্লাহ কি সত্যিই নিরাকার?

আল্লাহকে নিরাকার জ্ঞান করা হিন্দু দর্শন থেকে গৃহীত। হিন্দু ধর্ম শিক্ষায় বলা হয়েছেঃ ভগবান নিরাকার।[২] মুসলমানদের মধ্যে অন্যতম বিদ'আতী দল জাহমিয়া ও মু'তাযিলারা সর্বপ্রথম এই বিশ্বাস স্থাপন করে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কেউই এই ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণ করেননি। আল্লাহ সাকার একথাই কুরআন-হাদীছ ও সালাফে ছালেহীন থেকে সুপ্রমাণিত।

(ক) আল্লাহ্র আকার প্রমাণে কুরআন থেকে দলীলঃ

১. **আল্লাহ্র চেহারাঃ** আল্লাহ বলেন, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ- 'অবিনশ্বর শুধু আপনার প্রতিপালকের চেহারা (সত্তা), যিনি মহিমাময়, মহানুভব' *(আর-রহমান ২৭)*।

২. **আল্লাহ্র দুই হাতঃ** আল্লাহ বলেন, يَا إِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 'হে ইবলীস! কিসে তোকে বাধা দিল ঐ ব্যক্তিকে সিজদা করতে, যাকে আমি আমার দুই হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছি' *(ছোয়াদ ৭৫)*। তিনি আরো বলেন, بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ 'বরং তার হাঁত দু'টি প্রসারিত রয়েছে, যেভাবে তিনি চান সেভাবে ব্যয় করে থাকেন' *(মায়েদাহ ৬৪)*।

৩. **আল্লাহ্র আগমনঃ** আল্লাহ বলেন, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا '(ক্বিয়ামতের দিন) আপনার প্রতিপালক ও ফেরেশতাগণ কাতারবন্দী হয়ে আগমন করবেন' *(ফাজর ২২)*।

৪. **আল্লাহ্র দিদার লাভঃ** আল্লাহ বলেন, وُجُوْهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ- إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ 'কতক চেহারা সেদিন তরুতাজা হয়ে থাকবে। স্বীয় প্রতিপালকের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধকারী হবে' *(ক্বিয়ামাহ ২২, ২৩)*।

(খ) আল্লাহ্র আকার প্রমাণে হাদীছ থেকে দলীলঃ

১. **আল্লাহ্র পাঃ** আল্লাহ যখন জাহান্নামকে বলবেন, তুমি কি পরিপূর্ণ হয়েছ? তখন সে বলবে আরো বেশী আছে কি? তখন মহান আল্লাহ জাহান্নামে তাঁর পা রাখবেন। জাহান্নাম তখন বলবে, যথেষ্ট হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে।[৩]

২. **আল্লাহ্র দিদার লাভঃ** জান্নাতে মুমিনগণের নিকট আল্লাহ্র দিদার লাভ সর্বাধিক প্রিয় হবে। অর্থাৎ তারা আল্লাহ্র দর্শন লাভে সবচেয়ে বেশী খুশী হবেন।[৪] আল্লাহ্র দিদার লাভ সম্পর্কিত আরো হাদীছ রয়েছে।[৫]

---

* লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; রাণীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও।

১. *আল-ফিক্বরুছ ছূফী (সিরিয়াঃ মাকতাবাতু দারুল ফায়হা), পৃঃ ৬৯।*

২. *দ্রঃ হিন্দু ধর্ম শিক্ষা।*

৩. *বুখারী 'তাফসীর ও তাওহীদ' অধ্যায়, মুসলিম 'জান্নাত' অধ্যায় হা/৩৫, ৩৭, ৩৮।*

৪. *দ্রঃ মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, হা/২৯৭।*

৫. *বুখারী ১৩/৩৫৬-৩৫৭; মুসলিম, হা/৬৩৩।*

উল্লেখ্য, কুরআন-হাদীছে আল্লাহ তা'আলার আকার সম্পর্কে আরো শত শত প্রমাণ রয়েছে।

উল্লেখ্য যে, আল্লাহ নিরাকার হ'লে মুমিনগণ কিভাবে তাকে জান্নাতে দেখতে পাবেন? কারণ যা নিরাকার তা দেখা সম্ভব নয়। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এটাই বিশ্বাস যে, মুমিনগণ জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার দিদার লাভে ধন্য হবেন। আল্লাহ্র এই দিদারকে কেবল মাত্র বিদ'আতপন্থী মু'তাযিলা, খারেজী এবং কতিপয় মুর্জিয়া অস্বীকার করে অথচ ইহা প্রকাশ্য ভুল ও জঘন্যতম মূর্খতা। কারণ এ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ ও সমস্ত সালাফে ছালেহীনের ঐক্যমত্য রয়েছে।[৬]

আল্লাহ কি সর্বত্র বিরাজমান?

সমগ্র জাহানের প্রতিপালক ও সংরক্ষক মহান আল্লাহ সপ্তাকাশের উপর অবস্থিত সুমহান আরশে সমাসীন। তিনি সর্বত্র বিরাজমান নন। তবে তাঁর ক্ষমতা অসীম ও সর্বব্যাপী। তিনি সবকিছু দেখেন এবং শোনেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়। তিনি আরশে আযীম থেকেই সবকিছু সুচারুরূপে পরিচালনা করেন। যেমন-

(১) আল্লাহ বলেন, اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান (আল্লাহ) আরশে সমাসীন' *(ত্বহা-৫)*। এ কথায় কোনই সন্দেহ নেই যে, আরশ আকাশের উপরে অবস্থিত, যমীনে নয়।

(২) মহান আল্লাহ এরশাদ করেন, إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, যিনি আকাশ সমূহ এবং পৃথিবীকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছেন' *(আ'রাফ ৫৪)*।

(৩) আল্লাহ অন্য স্থানে এরশাদ করেন, أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ أَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ. 'তোমরা কি নিরাপদ হয়ে গেছ যে, যিনি আকাশে অবস্থান করছেন তিনি তোমাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দিবেন না' *(মুল্ক ১৬)*। এছাড়া বহু আয়াতে আল্লাহ পাক নিজের পরিচয় তুলে ধরে বলেছেন যে, তিনি আকাশের উপর মহান আরশেই রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াতগুলিও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য *(ইউনুস-৩, রা'দ-২, ফুরক্বান-৫৯, সাজদাহ-৪, হাদীদ-৪)*।

(৪) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَلاَ تَأْمَنُوْنِىْ وَأَنَا أَمِيْنُ مَنْ فِى السَّمَاءِ يَأْتِيْنِىْ خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَّمَسَاءً. 'তোমরা কি আমাকে আমানতদার মনে কর না, অথচ যিনি আসমানে আছেন আমি তাঁর আমানতদার। আমার কাছে সকাল-সন্ধ্যায় আসমানের খবর আসে'।[৭]

(৫) মু'আবিয়া বিন হাকাম আস-সুলামী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জনৈক দাসীকে প্রশ্ন করছিলেন যে, 'আল্লাহ কোথায়?' উত্তরে সে বলল, আল্লাহ আসমানে। অতঃপর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে? সে বলল, আপনি আল্লাহ্র রাসূল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার মনিবকে বললেন, 'তাকে মুক্ত করে দাও। কেননা সে ঈমানদার'।[৮]

ঐ দাসী যদি আমাদের দেশের আক্বীদা অনুযায়ী জবাব দিত তবে অবশ্যই সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট অমুসলিম সাব্যস্ত হ'ত। কেননা তার ঈমান পরীক্ষা করার জন্যই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনুরূপ প্রশ্ন করেছিলেন।

(৬) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْأَرْضِ يُرْحَمْكُمْ مَنْ فِىْ السَّمَاءِ. 'যারা যমীনে আছে তোমরা তাদের প্রতি দয়াবান হও, তাহ'লে যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়াবান হবেন'।[৯]

(৭) মি'রাজের প্রসিদ্ধ ঘটনাও এ কথাই প্রমাণ করে যা বুখারী-মুসলিম সহ বহু হাদীছ গ্রন্থে বিধৃত আছে। আল্লাহ যদি সর্বত্র, সবকিছুতেই বিরাজমান থাকেন, তবে মি'রাজের কি দরকার ছিল? মি'রাজের রাত্রে বোরাক্বে চড়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সপ্তাকাশের উপর গমন এবং আল্লাহ্র সাথে কথোপকথনই তো প্রমাণ করে যে, মহান আল্লাহ সাত আসমানের উপর অবস্থিত আরশেই রয়েছেন।

সালাফে ছালেহীনের আক্বীদাঃ

(৮) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, 'আল্লাহ আরশে আছেন একথা যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, কিন্তু সন্দেহ করে যে, আরশ আকাশে আছে, না যমীনে তবে সে কাফের বলে গণ্য হবে'। *(দ্রঃ আল-ফিক্বহুল আবসাত)*।

(৯) ইমাম আওযাঈ (রহঃ) বলেন, নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে রয়েছেন। তাঁর গুণাগুণ সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে আমরা সবাই তা বিশ্বাস করি'।[১০]

(১০) ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, اَللّٰهُ فِىْ السَّمَاءِ وَعِلْمُهُ فِىْ كُلِّ مَكَانٍ لاَيَخْلُوْ مِنْهُ شَىْءٌ. 'আল্লাহ আসমানে রয়েছেন এবং তাঁর ইলম সর্বস্থানে পরিব্যপ্ত, তাঁর জ্ঞান থেকে কোন স্থান খালি নেই'।[১১]

৬. *ইমাম নববী, শরহে মুসলিম (কায়রো, দারুর রাইয়ান), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৫।*

৭. *বুখারী হা/৪৩৫১; 'মাগাযী' অধ্যায়, মুসলিম হা/১৪৪ 'যাকাত' অধ্যায়।*

৮. *মুসলিম, মিশকাত হা/৩৩০৩।*

৯. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, আহমাদ, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে হা/৩৫২২; মিশকাত হা/৪৯৬৯।*

১০. *আলবানী, মুখতাছার উলূ, পৃঃ ১৩৭।*

১১. *ঐ, পৃঃ ১৪০।*

(১১) ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'আমি যে তরীক্বার উপর প্রতিষ্ঠিত ও যাদেরকে ঐ তরীক্বার উপর পেয়েছি যেমন- সুফিয়ান ছাওরী, মালেক প্রমুখগণ এ কথার স্বীকৃতি দেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোন হক্ব মা'বূদ নেই এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্র রাসূল। তিনি আরশে সমাসীন। তিনি বান্দার নিকটবর্তী হন যেভাবে ইচ্ছা করেন এবং যেভাবে চান ঠিক সেভাবেই দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন...'।[১২]

(১২) ইমাম আহমাদ (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আল্লাহ কি সপ্তাকাশে উপরে আরশে রয়েছেন? তিনি কি সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক আছেন? তার কুদরত ও ইলম কি সকল স্থানে পরিব্যপ্ত? উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তিনি স্বীয় আরশে রয়েছেন। কিন্তু কোন বস্তু তার ইলমের বাইরে নয়'।[১৩]

(১৩) ইবনু খুযায়মা (রহঃ) বলেন,

مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِأَنَّ اللهَ عَلَى عَرْشِهِ اسْتَوَى فَوْقَ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ فَهُوَ كَافِرٌ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلاَّ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَأُلْقِيَ عَلَى مَزْبَلَةٍ لِئَلاَّ يَتَأَذَّى بِرِيْحِهِ أَهْلُ الْقِبْلَةِ وَأَهْلُ الذِّمَّةِ-

'যে ব্যক্তি স্বীকার করে না যে, আল্লাহ তা'আলা সপ্তাকাশের উপরে স্বীয় আরশে সমুন্নত এবং সৃষ্টিজগত হ'তে সম্পূর্ণ আলাদা, সে কাফের। তাকে তওবা করার নির্দেশ দিতে হবে। তওবা না করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। অতঃপর তার লাশ ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতে হবে, যাতে করে ক্বিবলাধারী মুসলমানগণ এবং কর প্রদানকারী অমুসলিমগণ তার দুর্গন্ধে কষ্ট না পায়'।[১৪]

(১৪) 'বড় পীর' হিসাবে খ্যাত আবদুল ক্বাদের জিলানী (রহঃ) স্বীয় 'গুনিয়াতুত ত্বালেবীন' নামক গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহ পাক আরশে সমাসীন আছেন। রাজত্ব নিজ আয়ত্বে রেখেছেন। সমস্ত বস্তুকে বেষ্টন করে রেখেছেন। .... আর এভাবে তাঁর পরিচয় দেয়া জায়েয নয় যে, তিনি প্রত্যেক স্থানে বিরাজমান; বরং বলতে হবে তিনি আরশে রয়েছেন। যেমনটি তিনি নিজেই বলেছেন, اَلرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى 'রহমান (আল্লাহ) আরশে সমুন্নত' *(ত্বাহা ৫)*। একথা স্বাভাবিকভাবেই বলতে হবে, কোন প্রকার অপব্যাখ্যা করে নয়। তিনি যে আসমানে আছেন একথা নবী-রাসূলগণের প্রতি নাযিলকৃত প্রত্যেক কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে। তবে আরশে তিনি কিভাবে রয়েছেন তার পদ্ধতি কারো জানা নেই'।

(১৫) মানুষের সৃষ্টিগত ফিৎরাতও একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ তা'আলা আসমানেই রয়েছেন, সর্বস্থানে নয়। এর প্রমাণে আপনি আপনার স্নেহের কচি শিশুকে প্রশ্ন করুন 'আল্লাহ কোথায়'? দেখবেন তার মুখ থেকে জবাব বেরুবে, 'উপরে' বা সে তার আঙ্গুল উঠিয়ে উপরের দিকেই ইশারা করবে।

সম্মানিত পাঠক! কুরআন-হাদীছ এবং সালাফে ছালেহীনের আক্বীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে সংক্ষেপে উদ্ধৃত বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হ'ল- মহান আল্লাহ আরশে রয়েছেন, তিনি সর্বত্র সবকিছুতে বিরাজমান নন'। আর এটাই হ'ল বিশুদ্ধ আক্বীদা।

সংশয় নিরসনঃ

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ বান্দার 'সাথে' রয়েছেন মর্মে বর্ণিত হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাদের সাথে মিলিত ও সংযুক্ত রয়েছেন। কারণ এরূপ অর্থ পূর্বসূরী বিদ্বানগণের কেউই করেননি। আল্লাহ তা'আলা 'সাথে' থাকার ব্যাখ্যা নিজেই দিয়েছেন। যেমন- তিনি বলেন, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ 'তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্মের সম্যক দ্রষ্টা' *(হাদীদ ৪)*। অর্থাৎ তাঁর দৃষ্টির মাধ্যমে তিনি আমাদের সাথে আছেন, স্বীয় অস্তিত্বে নয়। মূসা ও হারূণ (আঃ)-কে আল্লাহ ফেরাঊনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, إِنَّنِيْ مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى 'আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি, শুনছি ও দেখছি' *(ত্বাহা ৪৬)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ পাক সাথে থাকার অর্থ নিজেই করেছেন দেখা ও শোনার মাধ্যমে। অর্থাৎ আমি তোমাদের সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী। যেমন- সাধারণভাবে আমরা কাউকে উদ্দেশ্য করে বলে থাকি, 'আপনি অমুক কাজটি করুন আমরা আপনার সাথে আছি'। অর্থাৎ আমরা আপনাকে সমর্থন ও সহযোগিতা করব। যেমন- টেলিফোনে কথা বলার সময় একজন অপরজনকে বলে থাকে, 'কে আপনি আমার সাথে'? জবাবে বলে, 'আমি অমুক আপনার সাথে'। অথচ এখানে দু'জন অঙ্গাঙ্গি হয়ে থাকে না, বরং দু'জন দু'দেশ থেকে কথা বলছে। অতএব প্রমাণিত হয় যে, সাথে থাকার অর্থ মিশে থাকা নয়; বরং মহান আল্লাহ সেই আরশে আযীমে থেকেই তাঁর সাহায্য-সহযোগিতা, দেখা-শোনা ও জ্ঞানের মাধ্যমে আমাদের সাথে রয়েছেন। তিনি অসীম ক্ষমতাবান এবং যা চান তাই করতে পারেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হক্ব জানা ও তা মানার তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

১২. ঐ, পৃঃ ১৭৬।
১৩. ঐ, পৃঃ ১৮৯।
১৪. ঐ, পৃঃ ২২৫-২২৬।

কারা নির্যাতনে ইউসুফ (আঃ)

-আবু তাহের*

উপক্রমণিকাঃ

পৃথিবীতে অহি-র দাওয়াত নিয়ে আবির্ভূত নবী-রাসূলগণের সকলেই কমবেশী সমকালীন যুগের প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির কোপানলে পতিত হয়েছিলেন। তাঁদেরকে মানসিক ও শারীরিক উভয় দিক থেকেই নির্যাতন করা হয়েছে। নির্যাতনের কবলে পড়ে বহু নবীকে এই বিশাল পৃথিবীর সবুজ শালবন থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। কেউ বিরুদ্ধবাদীদের ষড়যন্ত্রে রাজরোষে পতিত হয়ে ধুকে ধুকে কারাগারে মানবেতর জীবন যাপন করেছেন। তাঁদের মধ্যে ইউসুফ (আঃ) অন্যতম। তিনি মিসরের অর্থমন্ত্রীর চরিত্রহীন স্ত্রী যুলায়খার গভীর ষড়যন্ত্র ও যালিম সরকারের অত্যাচার যেভাবে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে আন্দোলনের পথে দৃঢ়হিমাদ্রির ন্যায় অটল ছিলেন তা যুগ যুগ ধরে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জন্য মাইলফলক ও অনুপ্রেরণা হয়ে রয়েছে। আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে এগিয়ে যেতে যা অসম্ভব ও অকল্পনীয় বলে প্রতীয়মান হয়, দাওয়াতের কণ্টকাকীর্ণ পথচলায় এসব নির্যাতিত ঘটনাবলী হৃদয়ে জাগরুক থাকলে সেই বিপদ-মুছীবত কর্মীদের মুঠিতলে পরিণত হবে। বিপদের তমসাবৃত আবরণ ছেদ করে অহি-র রাজপথে ধাবমান কর্মীদের পদযুগল অবিচল রাখতে সহায়ক হবে। সেকারণ আলোচ্য নিবন্ধে কারানির্যাতিত ইউসুফ (আঃ)-এর ঘটনাবহুল জীবনের সংক্ষিপ্ত কিছু বর্ণনা উপস্থাপিত হ'ল।-

পরিচয়ঃ ইউসুফ (আঃ) ইয়াকূব (আঃ)-এর পুত্র। ইয়াকূব (আঃ)-এর ২ স্ত্রীর ১২ জন পুত্র সন্তান ছিল। প্রথম স্ত্রী লাইয়ালা বিনতু লাইয়্যানের গর্ভে ১০ জন পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তার মৃত্যুর পর ইয়াকূব (আঃ) স্বীয় শ্যালিকা রাহীলাকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে দু'পুত্র ইউসুফ ও বেনিয়ামিন জন্মগ্রহণ করেন। ইউসুফকে আল্লাহ তা'আলা নবী হিসাবে মনোনীত করেন।

ইউসুফ (আঃ)-এর স্বপ্নঃ

ইউসুফ (আঃ) একদা স্বপ্ন দেখলেন ১১টি তারকা এবং চন্দ্র-সূর্য তাকে সিজদা করছে। কুরআনের ভাষায়-

إِذْ قَالَ يُوْسُفُ لِأَبِيْهِ يَاأَبَتِ إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِيْ سَاجِدِيْنَ-

'যখন ইউসুফ তাঁর পিতাকে বলল, আব্বা! আমি এগারটি নক্ষত্র এবং সূর্য ও চন্দ্রকে স্বপ্নে দেখেছি যে, তারা আমার উদ্দেশ্যে সিজদা করছে' *(ইউসুফ ৪)*।

বিচক্ষণ নবী ইয়াকূব (আঃ) তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই স্বপ্নের বিবরণটি ইউসুফের তার বৈমাত্রেয় দশ ভাই শুনলে তার বিরুদ্ধে এরা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে। তাই তিনি তার ভাইদের নিকটে স্বপ্ন ব্যক্ত করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন,

يَابُنَيَّ لاَ تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوْا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

'হে বৎস! তোমার ভাইদের নিকটে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহ'লে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(ইউসুফ ৫)*।

ভাইদের ষড়যন্ত্রঃ

এদিকে তার দশ ভাই ষড়যন্ত্রের নীলনকশা আঁকা শুরু করল। আল্লাহ বলেন, 'তারা বলল, আব্বা! ব্যাপার কি? আপনি তো ইউসুফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করেন না, অথচ আমরা তার হিতাকাঙ্খী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন- সে তৃপ্তিসহ খাবে এবং খেলাধুলা করবে। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। তিনি বললেন, আমার আশংকা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে। আর তোমরা তার ব্যাপারে উদাসীন থাকবে। তারা বলল, আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি তাকে বাঘ খেয়ে ফেলে, তাহ'লে আমরা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হব' *(ইউসুফ ১১-১৪)*।

কূপে নিক্ষেপঃ

শেষ পর্যন্ত ইয়াকূব (আঃ) ছেলেদের আবেগপূর্ণ কথায় রাযী হয়ে শর্তসাপেক্ষে ইউসুফকে তাদের সঙ্গে ভ্রমণে পাঠিয়ে দিলেন। তারা পিতার সামনে ইউসুফকে কাঁধে তুলে নিয়ে পথ চলতে শুরু করে। কিছু দূর পর্যন্ত ইয়াকূব (আঃ) তাদেরকে বিদায় দেওয়ার জন্য গেলেন। দৃষ্টির আড়াল হওয়ামাত্রই তারা হিংসাত্মকভাবে ইউসুফকে কাঁধ থেকে মাটিতে নামিয়ে দেয়। নিরুপায় হয়ে পায়ে হেঁটে হেঁটে তিনি তাদের সাথে চলতে লাগলেন। তারা এক গভীর ঝোপ-জঙ্গল এলাকায় পৌঁছে গেল। সেখানে তারা ইফসুফকে হত্যার পরিকল্পনা করতে লাগল। সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিল সাপ, বিচ্ছু ও নানা হিংস্র প্রাণীর আশ্রয়স্থল এই গভীর জঙ্গলে অবস্থিত কূপে ইউসুফকে নিক্ষেপ করা হবে। এখানে সে ক্ষুৎ-পিপাসায় ধুকে ধুকে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। তাদের হত্যা পরিকল্পনা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উপস্থাপন করেছেন এভাবে-

فَلَمَّا ذَهَبُوْا بِهِ أَجْمَعُوا وَأَنْ يَّجْعَلُوْهُ فِى غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لاَ يَشْعُرُوْنَ-

* বি.এ (অনার্স) এম. এ (হাদীছ), গ্রামঃ কুন্দপাড়া, পোঃ জুমারবাড়ী, থানাঃ সাঘাটা, যেলা গাইবান্ধা।

'তারা যখন ইউসুফকে জঙ্গলে নিয়ে গেল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হ'ল, তখন আমি তাকে ইঙ্গিত করলাম যে, পরবর্তীতে তুমি তাদের কাছে তাদের এ কাজের কথা ব্যক্ত করবে এমতাবস্থায় যে, তখন তারা তোমাকে চিনতে পারবে না' *(ইউসুফ ১৫)*।

অতঃপর ইউসুফ (আঃ)-এর নিষ্ঠুর ভাইয়েরা তাকে জামা খুলে তা দিয়ে হাত-পা বেঁধে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কূপে নিক্ষেপ করল।

পিতার সঙ্গে তালবাহানাঃ

সন্ধ্যা বেলায় তারা পিতাকে বুঝানোর জন্য ছাগলের রক্ত মাখা জামাসহ ক্রন্দন করতে করতে আসল। আল্লাহ বলেন, وَجَاءُوْا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَّبْكُوْنَ 'তারা রাতের বেলায় কাঁদতে কাঁদতে পিতার নিকট আসল' *(ইউসুফ ১৬)*। তারপর গভীর শোকে মুহ্যমান ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হওয়ার ভাব করে মূল ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে তারা পিতাকে বলল, আমরা আমাদের জিনিসপত্রের কাছে ইউসুফকে রেখে খেলাধুলা করছিলাম। ইতিমধ্যে বাঘ এসে তাকে খেয়ে ফেলেছে। পবিত্র কুরআনে তাদের বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে,

قَالُوْا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِيْنَ-

'তারা বলল, পিতা! আমরা দৌড় প্রতিযোগিতায় গিয়েছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের খাদ্যসামগ্রীর নিকট রেখে গিয়েছিলাম। অতঃপর তাকে বাঘ খেয়ে ফেলেছে। আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না, যদিও আমরা সত্যবাদী' *(ইউসুফ ১৭)*। তারা তাদের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য ইউসুফের রক্তমাখা জামাটি উপস্থাপন করল। আল্লাহ বলেন, وَجَاءُوْا عَلَى قَمِيْصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. 'তারা তার জামায় কৃত্রিম রক্ত মেখে আনল' *(ইউসুফ ১৮)*।

ইয়াকূব (আঃ) অক্ষত জামা রক্তমাখা দেখেই বুঝতে পারলেন এটি নিছক ষড়যন্ত্র। তাই ছেলেদেরকে বললেন, এ বাঘ এতই বুদ্ধিমান ছিল যে, ইউসুফকে খেয়ে ফেলেছে, অথচ জামার কোন অংশ ছিঁড়ে যায়নি। এভাবে তাদের ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচিত হ'ল। আল্লাহ বলেন,

قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُوْنَ-

'ইয়াকূব (আঃ) বললেন, এটা কখনই নয়; বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন ছবর করাই আমার পক্ষে উত্তম। তোমরা যা বর্ণনা করছ সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল' *(ইউসুফ ১৮)*।

কূপ থেকে মুক্তি লাভঃ

আল্লাহ তা'আলা এই বিপদজনক স্থানেও ইউসুফ (আঃ)-কে একেবারে নিরাপদ রেখেছেন এবং কূপ থেকে উদ্ধার করেছেন। ঘটনাক্রমে একদল লোক সিরিয়া থেকে মিসর যাচ্ছিল। তারা রাস্তা ভুলে এই জনমানবহীন গহীন জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়। দলপতি ইবনু দোবার পানি উঠানোর জন্য উক্ত কূপে বালতি নিক্ষেপ করল। ইউসুফ (আঃ) ঐ বালতির রশি শক্ত করে ধরলেন। পানির পরিবর্তে বালতির সাথে একটি সুন্দর মুখমণ্ডল সামনে ভেসে উঠল। অপ্রত্যাশিতভাবে কূপের তলদেশ থেকে ভেসে ওঠা এই অল্পবয়স্ক অপরূপ ও বুদ্ধিদীপ্ত কিশোরকে দেখে মালেক ইবনু দোবার উল্লাসে চিৎকার করে উঠল। আল্লাহ বলেন,

وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوْا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَابُشْرَى هَذَا غُلَامٌ-

'একটি দল আসল। অতঃপর তাদের পানি সংগ্রাহককে প্রেরণ করল। সে বালতি ফেলল এবং বলল, কি আনন্দের কথা! এতো একটি কিশোর' *(ইউসুফ ১৯)*। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ইউসুফকে কূপের ভিতর আসন্ন মৃত্যুর কোল থেকে রক্ষা করলেন।

ইউসুফ (আঃ)-কে বিক্রিঃ

অতঃপর দলটি মিসরে পৌঁছে তাকে বিক্রির ঘোষণা দিল। ঘোষণা শুনে ক্রেতারা উপস্থিত হয়ে প্রতিযোগিতামূলক দাম বলতে শুরু করল। অবশেষে মিসরের অর্থমন্ত্রী ইউসুফ (আঃ)-এর ওযনের সমপরিমাণ স্বর্ণ, মৃগনাভি ও রেশমী পোষাকের বিনিময়ে তাঁকে ক্রয় করলেন। আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْ اشْتَرَاهُ مِنْ مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِيْ مَثْوَاهُ

'মিসরে যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করল, সে তার স্ত্রীকে বলল, একে সম্মানে রাখ' *(ইউসুফ ২১)*। মহান আল্লাহ ইউসুফ (আঃ)-কে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করে নিরাপদ জীবন যাপনের সুযোগ করে দিলেন এবং তিনি এখানেই লালিত-পালিত হ'তে লাগলেন।

পাপাচারের প্রস্তাব ও ইউসুফ (আঃ)-এর প্রত্যাখ্যানঃ

ইউসুফ (আঃ) ছিলেন পৃথিবীর সর্বাধিক সুন্দর মানুষ। সেকারণ মিসরীয় অর্থমন্ত্রী ইফতীর স্ত্রী যুলায়খা তাঁর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। ইউসুফ (আঃ)-এর সাথে জৈবিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যুলায়খা ঘরের দরজা বন্ধ করে তাঁর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এসময়ে ইউসুফ (আঃ)-এর হৃদয়ে আল্লাহর ভয় এত বেশী জাগ্রত হয় যে, ভরা যৌবনেও

জগতের যাবতীয় ভোগ-বিলাস তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়। আল্লাহর ভয়ে নির্জন কক্ষে রূপসী নারীর নাগপাশ ছিন্ন করে তিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে থাকেন। আল্লাহ বলেন,

وَرَاوَدَتْهُ الَّتِيْ هُوَ فِيْ بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللهِ، إِنَّهُ رَبِّيْ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ-

'সে যে মহিলার ঘরে ছিল, সে তাকে ফুসলাতে লাগল এবং দরজা সমূহ বন্ধ করে দিল। মহিলা বলল, তোমাকে বলছি এদিকে আস। সে বলল, আল্লাহ রক্ষা করুন। তিনি আমার মালিক। তিনি আমাকে সযত্নে থাকতে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীরা সফল হয় না' *(ইউসুফ ২৩)*। পরকালের চিন্তা ও আল্লাহভীতি ইউসুফ (আঃ)-কে এহেন কুপ্রস্তাব থেকে রক্ষা করল।

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি নারী নির্যাতনের অভিযোগঃ

যুলায়খা স্বীয় স্বার্থ হাছিলে ব্যর্থ হয়ে অনুপম চরিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র ইউসুফ (আঃ)-এর বিরুদ্ধে জঘন্য অপবাদ দিয়ে নারী নির্যাতনের অভিযোগ আরোপ করে পরাজিত আত্মার হিংস্র আক্রমণে পরিতৃপ্ত হ'ল। আল্লাহ বলেন,

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَ قَدَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَّ أَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ ط قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوْءًا إِلَّآ أَنْ يُّسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'তারা উভয়ে ছুটে দরজার দিকে গেল এবং মহিলা ইউসুফের জামা পেছন দিক থেকে ছিঁড়ে ফেলল। উভয়ে মহিলার স্বামীকে দরজার কাছে পেল। মহিলা বলল, যে ব্যক্তি তোমার পরিজনের সাথে কুকর্মের ইচ্ছা করে তাকে কারাগারে পাঠানো অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া ছাড়া আর কি শাস্তি হ'তে পারে'? *(ইউসুফ ২৫)*।

চতুর যুলায়খা অনাকাংখিতভাবে তার স্বামীর সামনে পড়ে যাওয়ায় তৎক্ষণাৎ নিজের দোষ ইউসুফের উপর চাপিয়ে দিয়ে সে আত্মরক্ষার কৌশল অবলম্বন করল। মন্ত্রীর নিকটে তাই সাথে সাথেই উপরোক্ত ভাবে বিচার দাবী করল। কিন্তু ইউসুফ (আঃ) দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তাঁর প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বললেন, আমি অপরাধী নই; বরং যুলায়খা তার কুকর্মের বোঝা আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, قَالَ هِيَ رَوَادَتْنِيْ عَنْ نَفْسِيْ - 'ইউসুফ বলল, যুলায়খা আমাকে আত্মসংবরণ না করার জন্য ফুসলিয়েছে' *(ইউসুফ ২৬)*।

অভিযোগ তদন্ত ও নীতি নির্ধারণঃ

ইউসুফ (আঃ)-এর প্রতি আরোপিত অভিযোগের তদন্ত শুরু হ'ল এবং নীতি নির্ধারণ করা হ'ল যে, যদি ইউসুফ (আঃ)-এর জামার সামনে ছেঁড়া থাকে তাহ'লে তিনি অপরাধী। আর যদি পিছনে ছেঁড়া থাকে তাহ'লে যুলায়খা অপরাধী। আল্লাহ বলেন,

إِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، وَإِنْ كَانَ قَمِيْصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ-

'যদি তাঁর জামা সামনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তবে মহিলা সত্যবাদী এবং তিনি মিথ্যাবাদী। আর যদি তাঁর জামা পেছনের দিকে ছেঁড়া থাকে, তাহ'লে মহিলা মিথ্যাবাদী এবং তিনি সত্যবাদী' *(ইউসুফ ২৬)*।

নির্দোষ প্রমাণিতঃ

তদন্তে প্রমাণিত হ'ল ইউসুফ (আঃ) নির্দোষ। কেননা তাঁর জামা পিছন দিকে ছেঁড়া ছিল। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ইউসুফ (আঃ) যুলায়খার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে যাওয়ার সময় যুলায়খা পিছন থেকে টেনে ধরেছিল। আর সেকারণে তার জামা পিছন দিকে ছিঁড়ে গিয়েছিল। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا رَأَى قَمِيْصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيْمٌ- يُوْسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِيْ لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِيْنَ-

'অতঃপর সে (গৃহস্বামী) যখন দেখল যে, তাঁর জামা পেছনের দিক থেকে ছেঁড়া, তখন বলল, নিশ্চয়ই এটা তোমাদের ষড়যন্ত্র। তোমাদের ষড়যন্ত্র খুবই মারাত্মক। হে ইউসুফ! তুমি এই প্রসঙ্গটি ভুলে যাও। আর হে মহিলা! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তুমি ছিলে পাপাচারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(ইউসুফ ২৮-২৯)*।

কারাগারে ইউসুফ (আঃ)ঃ

অতঃপর লোকসমাজে সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে নিজের মান-সম্মান টিকিয়ে রাখার স্বার্থে মন্ত্রী উল্টো ইউসুফ (আঃ)-কেই অভিযুক্ত করে কারাভ্যন্তরে নিক্ষেপ করে। অপরদিকে চরিত্রহীনা যুলায়খা অপরাধী প্রমাণিত হওয়ার পরও নির্বিঘ্নে বিলাসবহুল মন্ত্রীপ্রাসাদে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনে মত্ত থাকে। মানবপ্রসূত আইন ও অহি-র জ্ঞানশূন্য নেতৃত্বের এই হ'ল বাস্তব চিত্র। ইউসুফ (আঃ)-এর আর্তনাদ এদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেনি। নিরপেক্ষ তদন্ত রিপোর্ট ক্ষমতার দাপটের কাছে কোন কাজে আসেনি। ইউসুফ (আঃ)-কে জীবনের মূল্যবান সাতটি বছর ধুকে ধুকে অতিবাহিত করতে হ'ল মিসরের কারাগারে *(ইউসুফ ৩৫)*।

কারাগারে দাওয়াতঃ

ইউসুফ (আঃ) কারাভ্যন্তরে তাওহীদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন। তাঁর দাওয়াতের একাংশ আল্লাহ কুরআন মজীদে এভাবে উল্লেখ করেছেন,

إِنِّيْ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ- وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِيْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُّشْرِكَ بِاللهِ مِنْ شَيْئٍ ط ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَشْكُرُوْنَ- يَاصَاحِبَيِ السِّجْنِ أَرَبَابٌ مُّتَفَرِّقُوْنَ خَيْرٌ أَمِ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ- مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ أَسْمَآءً سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَ اٰبَآؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّٰهِ ط أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوْآ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ-

'আমি ঐসব লোকের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি, যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না এবং আখেরাতকে অস্বীকার করে। আমি আপন পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক্ব ও ইয়াকূবের দ্বীন অনুসরণ করছি। আমাদের জন্য শোভা পায় না যে, কোন বস্তুকে আল্লাহর সাথে অংশীদার করি। এটা আমাদের প্রতি এবং অন্যসব লোকের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ। কিন্তু অধিকাংশ লোক অনুগ্রহ স্বীকার করে না। হে কারাগারের সাথীরা! ভিন্ন ভিন্ন প্রতিপালক ভাল, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে নিছক কতগুলি নামের ইবাদত কর, যেগুলি তোমরা এবং তোমার বাপ-দাদারা সাব্যস্ত করে নিয়েছ। আল্লাহ এদের কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত কর না। এটাই শাশ্বত দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না' *(ইউসুফ ৩৭-৪০)*।

ইউসুফ (আঃ) অহি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিলেন। তাঁর জ্ঞান ছিল নির্ভুল, চিত্ত ছিল নিঃসংশয়, যুক্তি ছিল শাণিত। কারানির্যাতন তাঁর দাওয়াতকে স্তব্ধ করতে পারেনি। বরং তাঁর আপোষহীন দাওয়াতে মিসরের পার্লামেন্ট প্রকম্পিত হয়েছিল। একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর দিকে দাওয়াতই তাঁকে দ্রুত কারামুক্ত করে মিসরের মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত করেছিল।

স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান ও কারাগার হ'তে মুক্তি লাভঃ

এক রাতে বাদশা নিম্নোক্ত স্বপ্ন দেখেনঃ

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّيْ أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَّأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَّسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَّ أُخَرَ يَابِسَاتٍ-

'বাদশা বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম সাতটি মোটাতাজা গাভী, যাদেরকে সাতটি শীর্ণ গাভী খেয়ে ফেলছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অন্যগুলি শুষ্ক' *(ইউসুফ ৪৩)*।

বাদশা উক্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা রাজপরিষদের সদস্যদের নিকট জানতে চাইলেন এভাবে-

يَاأَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُوْنِيْ فِيْ رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُوْنَ-

'হে পরিষদবর্গ! তোমরা আমাকে আমার স্বপ্নের ব্যাখ্যা বল, যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যার পারদর্শী হয়ে থাক' *(ইউসুফ ৪৩)*। পরিষদবর্গ স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হ'ল। অবশেষে তারা ইউসুফ (আঃ)-এর শরণাপন্ন হ'লে তিনি বললেন, তোমরা সাত বছর উত্তমরূপে চাষাবাদ করবে। অতঃপর যা কাটবে তার সামান্য পরিমাণ তোমরা খাবে। তাছাড়া অবশিষ্ট শস্য শীষ সমেত রেখে দিবে। এরপর আসবে দুর্ভিক্ষের সাত বছর। তোমরা এ দিনের জন্য যা রেখেছিলে তা খেয়ে ফেলবে, কিন্তু অল্প পরিমাণ ব্যতীত, যা তোমরা তুলে রাখবে। এরপরেই আসবে এক বছর, এতে মানুষের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হবে এবং রস নিংড়াবে *(ইউসুফ ৪৭-৪৯)*। উল্লেখ্য যে, স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের কারণে ইউসুফ (আঃ)-কে কারামুক্ত করা হয়।

খাদ্যমন্ত্রী ও বাদশাহ হিসাবে ইউসুফ (আঃ)ঃ

অবশেষে আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় ইউসুফ (আঃ) মিসরের মন্ত্রীরূপে সমাসীন হন। আল্লাহ বলেন,

وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوْسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيْبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَّشَاءُ وَلاَنُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ-

'এমনিভাবে আমি ইউসুফকে সে দেশের বুকে প্রতিষ্ঠা দান করেছি। সে তথায় যেখানে ইচ্ছা স্থান করে নিতে পারত। আমি স্বীয় রহমত যাকে ইচ্ছা তাকে দিয়ে থাকি এবং আমি পুণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করি না' *(ইউসুফ ৫৬)*। অতঃপর মিসরের বাদশাহ রাইয়ান-এর মৃত্যুর পর ইউসুফ (আঃ) মিসরের বাদশাহ হিসাবে মনোনীত হন *(ইউসুফ ১০১)*।

ভাইদের মিসরে আগমনঃ

ইউসুফ (আঃ)-এর ষড়যন্ত্রকারী ভাইয়েরা মিসরে খাদ্য বিতরণের সংবাদ পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। ইউসুফ (আঃ) তাদেরকে চিনতে পারেন, কিন্তু তারা তাকে চিনতে পারল না। আল্লাহ বলেন,

وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُوْنَ-

'ইউসুফের ভ্রাতারা আগমন করল, অতঃপর তাঁর কাছে উপস্থিত হ'ল। সে তাদেরকে চিনল, কিন্তু তারা তাকে চিনল না *(ইউসুফ ৫৮)*।

বেনিয়ামিনকে আনয়ন ও আটকাদেশঃ

ইউসুফ (আঃ) তার ভাইদেরকে চিনতে পেরে জানতে চান, তোমাদের অন্য কোন ভাই আছে কি? জবাবে তারা ইউসুফ (আঃ)-এর আপন ভাই বেনিয়ামিনের কথা স্বীকার করল। ইউসুফ (আঃ) পরবর্তী তারিখে তাকে আনতে বলেন, অন্যথা তাদের বরাদ্দ বাতিলের হুমকি দেন। তারা যথারীতি বেনিয়ামিনকে নিয়ে আসলে ইউসুফ (আঃ) কৌশলে তাকে চুরির অভিযোগে আটকাদেশ দেন। তারা বলল, এর ভাই ছিল এইরূপই চোর। আল্লাহ বলেন, 'তারা বলতে লাগল, যদি সে চুরি করে থাকে, তবে তার এক ভাইও ইতিপূর্বে চুরি করেছিল। তখন ইউসুফ (আঃ) প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে রাখলেন এবং তাদেরকে জানালেন না। মনে মনে বললেন, তোমরা লোক হিসাবে নিতান্তই মন্দ। আল্লাহ খুব জ্ঞাত রয়েছেন, যা তোমরা বলছ' *(ইউসুফ ৭৭)*।

পরিচয় দানঃ

বেনিয়ামিনকে রেখে ভাইয়েরা মিসর ত্যাগ করতে না চাইলে অবশেষে ইউসুফ (আঃ) তাদের কাছে নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন। ভীত ও লজ্জিত ষড়যন্ত্রকারী ভাইয়েরা তখন তার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের জানা আছে কি, যা তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে করেছ, যখন তোমরা অপরিণামদর্শী ছিলে? তারা বলল, তবে কি তুমিই ইউসুফ! বললেন, আমিই ইউসুফ এবং এ হ'ল আমার সহোদর ভাই। আল্লাহ আমাদের উপর অনুগ্রহ করেছেন। নিশ্চয়ই যে তাক্বওয়া অবলম্বন করে এবং ছবর করে, আল্লাহ সেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না। তারা বলল, আল্লাহ্র কসম! আমাদের চাইতে আল্লাহ তোমাকে পসন্দ করেছেন এবং আমরা অবশ্যই অপরাধী ছিলাম। তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মেহেরবান *(ইউসুফ ৮৯-৯২)*।

ইয়াকূব (আঃ)-এর দৃষ্টিশক্তি লাভঃ

পুত্র হারানোর শোকে মুহ্যমান হয়ে দীর্ঘ জীবন অশ্রু বিসর্জনে ইয়াকূব (আঃ) অন্ধ হয়ে যান। আল্লাহ্র রহমতে ইউসুফ (আঃ)-এর জামার বদৌলতে তিনি পূর্ণ দৃষ্টি ফিরে পান। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيْرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيْرًا-

'অতঃপর যখন সুসংবাদ দাতা পৌঁছল, সে জামাটি তাঁর মুখে রাখল। তখনি তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন' *(ইউসুফ ৯৬)*।

সুখময় জীবন যাপনঃ

অতঃপর ইউসুফ (আঃ) তার পিতা ও ভাইদের নিয়ে রাজ পরিবারে সুখময় জীবন-যাপন করতে লাগলেন। আল্লাহ বলেন,

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَى يُوْسُفَ اٰوَى اِلَيْهِ اَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوْا مِصْرَ اِنْ شَاءَ اللهُ اٰمِنِيْنَ- وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوْا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْ اِذْ اَخْرَجَنِيْ مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِيْ وَبَيْنَ اِخْوَتِيْ إِنَّ رَبِّيْ لَطِيْفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ-

'অতঃপর যখন তারা ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে পৌঁছল, তখন তিনি পিতা-মাতাকে নিজের কাছে জায়গা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ চাহেন তো শান্তচিত্তে মিসরে প্রবেশ করুন। তিনি পিতা-মাতাকে সিংহাসনের উপর বসালেন এবং তারা সবাই তাঁর সামনে সেজদাবনত হ'ল। তিনি বললেন, পিতা! এই হচ্ছে আমার ইতিপূর্বের স্বপ্নের বর্ণনা। আমার রব এটিকে সত্যে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমাকে জেল থেকে বের করেছেন এবং আপনাদেরকে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছেন শয়তান আমার ও আমার ভাইদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়ার পর। আমার রব যা চান, কৌশলে সম্পন্ন করেন। নিশ্চয়ই তিনি বিজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(ইউসুফ ৯৯-১০০)*।

ফলকথাঃ

ইউসুফ (আঃ)-এর জীবনীতে মানব জীবনের উত্থান পতনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। তাঁর জীবনীতে রয়েছে মানবজাতির জন্য অনুপম আদর্শ। তাই আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এই জীবন বৃত্তান্তকে 'আহসানুল ক্বাছাছ' বা সর্বোত্তম কাহিনী বলেছেন। আল্লাহ বলেন,

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِيْنَ-

'আমি আপনার নিকট সর্বোত্তম কাহিনী বর্ণনা করেছি, যেমনিভাবে আমি এ কুরআন আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি। আপনি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন' *(ইউসুফ ৩)*।

মানবতার মুক্তির সংবিধান পবিত্র কুরআনে যেসব কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তন্মধ্যে ইউসুফ (আঃ)-এর কাহিনী সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক। এতে রয়েছে আমাদের জন্য বহু শিক্ষণীয় বিষয়। মিলনের আনন্দ, বিচ্ছেদের করুণ

হা-হুতাশ, জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের নিরংকুশ সাধনা ও অহি-র রাজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ।

অতএব হে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের কর্মী ভাই! অলসতার চাদর কেন তোমার ঘাড়ে? কারানির্যাতনের ভয় কেন তোমার হৃদয়ে? বাতিলের হুংকারে কেন তুমি শংকিত? তুমি তো ইউসুফ (আঃ)-এর যোগ্য উত্তরসূরী। যিনি কঠিন কারাজীবনের গ্লানি দু'পায়ে দলে সিংহের মত নির্ভীক চিত্তে দ্বীনের দাওয়াত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ময়দানে। জেনে রাখ! প্রকৃত দাঈ ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তো সেই, যার লক্ষ্য আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার প্রস্তুতি এবং উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাত। দাওয়াতী কার্যক্রমের ক্ষেত্র প্রস্তুত খাঁটি মুসলিম তৈরী হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অন্যতম লক্ষ। তাই অজ্ঞভাবে কারু স্বার্থের ক্রীড়নক না হয়ে অহি-র সমাজ গড়ার দাওয়াত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড় ময়দানে।

হে যুবক! ইউসুফ (আঃ)-এর মত সচ্চরিত্রবান হও। সচ্চরিত্র বলেই মানুষ মহত্ত্বের অধিকারী হয়। সচ্চরিত্র ও উত্তম আদর্শই হ'ল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বড় হাতিয়ার এবং নেতৃত্ব লাভের মূল চাবিকাঠি। চরিত্রহীন মানুষ পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট। পশু যেমন প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি লাভকেই সার জ্ঞান করে, তেমনি চরিত্রহীন মানুষ প্রবৃত্তির বশে চালিত হওয়াকেই শ্রেয় মনে করে। এদের নিকটে দেশের সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকেরও কোন সম্মান নেই। আদর্শহীন নেতৃত্বের যাতাকলে পিষ্ট হয়ে মাযলূম নর-নারী, শিশু-কিশোর শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য আজ অশ্রু বিসর্জন করছে। কিন্তু এতেও তাদের চিত্তস্পর্শ করেছেন।

সেকালে যেমন নবী ইফসুফ (আঃ) সহ অসংখ্য নিরপরাধ মানুষ কারাবরণ করেছিলেন, একালের যুলায়খারূপী শাসক ও ইতফীর ন্যায় মন্ত্রীদের যুলুমের যাতাকলে আহলেহাদীছ আন্দোলনের অনেক নিরপরাধ নেতৃবৃন্দকে কারাবরণ করতে হচ্ছে। ইউসুফ (আঃ)-এর সৎ ভাইদের ন্যায় একালের ইসলামের বিমাতা ভাইয়েরা তাদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিহাস তার নিজস্ব গতিতে ধাবমান। ইতিহাস যেমন যুলায়খাকে অপরাধী ও সৎ ভাইদেরকে ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে চিহ্নিত করে ইউসুফ (আঃ)-কে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করে মিসরের মন্ত্রী পদে আসীন করেছিল। সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এ জাতি আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে ইউসুফ (আঃ)-এর ন্যায় নির্দোষ জেনে আদর্শ নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে ইনশাআল্লাহ॥

লেখকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কোন দিন সফল হবে না

*মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান**

হক্ব ও বাতিলের সংঘর্ষ চিরন্তন। পৃথিবীর শুরু থেকে আজ পর্যন্ত বাতিল সর্বদাই প্রচেষ্টা চালিয়েছে হক্বের কণ্ঠ চেপে ধরে হত্যা করতে। এই প্রচেষ্টায় বাতিল সাময়িকভাবে সফল হ'লেও চূড়ান্ত বিজয় হক্বেরই পদচুম্বন করেছে। আল-কুরআনের বিরুদ্ধে কাফেরদের ষড়যন্ত্রের অব্যাহত ধারা ইতিহাসের চরম বাস্তবতারই সাক্ষী হয়ে রয়েছে।

পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার প্রথম থেকেই শত্রুরা একে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে। কুরআনের যুগান্তকারী প্রভাব দেখে তারা দিশেহারা হয়ে গেছে। হেরার আলোর দ্যুতিতে অন্ধকার দূরীভূত হ'তে দেখে অন্ধকার জগতের জীবেরা আতংকিত হয়ে পড়ে। আবু জাহল, আবু লাহাবরা হতবাক হয়ে দেখতে থাকে যে, পবিত্র কুরআন শ্রবণ করে তাদেরই দলের নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ওমর, হামযাহ (রাঃ) ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে। এতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তারা লোকদেরকে কুরআন শ্রবণ থেকে বিরত রাখার ষড়যন্ত্র শুরু করে এবং জনসাধারণের নামে একটি অর্ডিন্যান্স জারী করে। পবিত্র কুরআনে তাদের এই হীন প্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়েছে এভাবে-

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَتَسْمَعُوْا لِهذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ-

'কাফেররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করবে না, আর যখন ইহা শুনানো হয়, তখন তাতে গণ্ডগোলের সৃষ্টি কর। আশা করা যায় এইভাবেই তোমরা জয়ী হবে' *(হা-মীম সাজদাহ ২৬)*। কিন্তু শত্রুদের এই কুপ্রচেষ্টার উল্টো ফল ফলতে শুরু হয় এবং লোকেরা কুরআনের প্রতি আরো বেশী আগ্রহী হয়ে উঠে। ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হ'তে দেখে শত্রুরা বেপরোয়া হয়ে উঠে এবং 'না থাকে বাঁশ, না বাজে বাঁশী' সূত্রানুযায়ী কুরআনের বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কেই হত্যার সিদ্ধান্ত নেয়। কুরআনের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রোপাগান্ডা শুরু করে দেয়। প্রথমতঃ তারা পবিত্র কুরআনকে আল্লাহ্র অবতীর্ণ গ্রন্থের পরিবর্তে মুহাম্মাদ (ছাঃ) রচিত বলে গোয়েবলসীয় প্রচারণা আরম্ভ করে। কারণ কুরআনকে ঐশী গ্রন্থ মানলে তার বাহক মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে রাসূল মানতে হয়। আর মুহাম্মাদকে রাসূল মানলে ইসলামকে সত্য ধর্ম বলে স্বীকার করতে হয়। তাই তারা কুরআনকে পুরানো জাতি সমূহের কাহিনী সম্বলিত মুহাম্মাদ কর্তৃক রচিত গ্রন্থ বলে সর্বাত্মক প্রচারণা শুরু করে। তাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا إِنْ هٰذَآ اِلَّآ إِفْكٌ افْتَرٰهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُوْنَ فَقَدْ جَاءُوْ ظُلْمًا وَّزُوْرًا- وَقَالُوْٓا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلٰى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَّأَصِيْلاً-

'কাফেরেরা বলে, এটা হচ্ছে এক মনগড়া জিনিস যা এ ব্যক্তি নিজেই রচনা করেছে এবং অপর কিছু ব্যক্তি এ কাজে সহযোগিতা করেছে। বড়ই যুলুম এবং অতীব মিথ্যা এই কথা, যাতে তারা লিপ্ত হয়েছে। তারা বলে এ প্রাচীন লোকদের কল্পকাহিনী, যাকে সে রচনা করেছে। ইঁহা সকাল-সন্ধ্যা তাকে শুনানো হচ্ছে' *(ফুরকান ৩-৪)*।

তারা কুরআনকে কখনো মুহাম্মাদ (ছাঃ) রচিত গ্রন্থ, আবার কখনো কবির কাব্যগ্রন্থ, কখনো একজন যাদুকরের যাদু, কখনো পাগলের পাগলামী বলে প্রচারণা শুরু করে দেয়। এই ধরনের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এবং কুরআনের সামনে তাদের অসহায়ত্বর প্রকটরূপে প্রকাশ হয়ে যায়। কিন্তু ইবলীসের এজেন্টরা রণেভঙ্গ দিতে রাযী হয়নি। সকল প্রকার অপপ্রচার, প্রোপাগান্ডা ব্যর্থ হ'তে দেখে তারা কুরআনকেই নিঃশেষ করে দিতে সচেষ্ট হয়। এ লক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তারা বিভিন্ন যুদ্ধে কুরআনের হাফেয ছাহাবীগণকে টার্গেট করে এবং ইয়ামামার যুদ্ধে প্রায় সত্তর জন হাফেযকে হত্যা করে। শত্রুদের এই ভয়াবহ ষড়যন্ত্র দূরদর্শী ও বিচক্ষণ ওমর (রাঃ)-এর নিকট ধরা পড়ে। তাই তিনি আবুবকর (রাঃ)-কে অবিলম্বে কুরআনকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করার পরামর্শ দেন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আবুবকর (রাঃ) ওমর (রাঃ)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং কিছু ছহীফা প্রস্তুত করেন। অতঃপর ওছমান (রাঃ)-এর শাসনামলে কুরআনের একাধিক কপি মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন গর্ভনরের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

এরূপ নানামুখী ষড়যন্ত্রে আল্লাহ তা'আলা দুইভাবে কুরআন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন- লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে। ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ পবিত্র গ্রন্থ সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ-

'এই কুরআনকে আমিই অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর হিফাযতকারী' *(হিজর ৯)*।

লিখিতভাবে কুরআন সংরক্ষণের একটি উদাহরণ হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ ছাপাখানাগুলির মধ্যে অন্যতম 'বাদশাহ ফাহদ কুরআন শরীফ প্রিন্টিং কমপ্লেক্স'। যেখানে প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় লক্ষাধিক কুরআন ছাপিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া বিশ্বের অন্যান্য প্রেসেও প্রতিনিয়তই লাখ লাখ কুরআন ছাপা হচ্ছে। তবে শুধু গ্রন্থাকারেই নয় আজ মুসলিম

* *ফযীলত, শেষ বর্ষ, জামিয়া দারুস সালাম, ওমরাবাদ, তামিলনাড়ু, ভারত।*

দুনিয়ার লক্ষ লক্ষ কচিকাঁচা শিশুদের হৃদয়েও কুরআন সংরক্ষিত হয়ে আছে এবং হচ্ছে। প্রতি বছর বিশ্বের অগণিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে হাযার হাযার কুরআনের হাফেয তৈরী হচ্ছে।

ইবলীসের অনুচরেরা কুরআনকে ধ্বংস করা সম্ভব নয় দেখে বর্তমানে তারা নতুন পলিসি গ্রহণ করেছে। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান দু'টি দিক রয়েছে। প্রথমতঃ এরা গোয়েবলসীয় কায়দায় প্রচারণা চালিয়ে বিশ্ববাসীকে কুরআনের প্রতি সন্দিহান করে তুলতে চায়। কুরআনকে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর রচিত গ্রন্থ প্রমাণ করার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাচ্যবিদরা আদাজল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়ে। যেমন ডাঃ গ্রোরাব, ব্রোকেলমান, সাফারি তাদের লিখিত গ্রন্থ সমূহে এবং মন্টগোমারি ওয়াট তার নামক গ্রন্থে দাবী করেছে যে, কুরআন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর লিখিত গ্রন্থ। এছাড়া শিরোনামে ইন্টারনেটের মাধ্যমে কুরআনের বিরুদ্ধে ত্রিশটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এক স্থানে লিখা হয়েছে- 'কুরআন পারস্পরিক বৈপরীত্যে ভরা একটি গ্রন্থ। তাই এটা ঐশী গ্রন্থ হ'তে পারে না; বরং কোন ব্যক্তির খামখেয়ালিপনা ও প্রতারণার ফসল অথবা বিভিন্ন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে এটা রচনা করেছে'।[১] কুরআন মজীদের চ্যালেঞ্জ

وَإِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ-

'যদি তোমরা আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ আমার গ্রন্থের ব্যাপারে সন্দেহ কর, তাহ'লে তার মত একটি সূরা রচনা কর' *(বাক্বারাহ ২৩)*। আল্লাহ্র উক্ত ঘোষণার মোকাবিলায় আবু জাহল, আবু লাহাবের উত্তরসূরীরা চারটি সূরা রচনা করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে। যেমন- 'সূরা ঈমান' (سورة الإيمان) দশ আয়াত, 'সূরা মুসলিমীন' (سورة المسلمين) এগারো আয়াত, 'সূরা ওছাইয়া' (سورة الوصايا) ষোল আয়াত এবং 'সূরা তাজাস্সুদ' (سورة التجسد) পনেরো আয়াত।[২]

এছাড়া সম্প্রতি আমেরিকায় কুরআনের বিরুদ্ধে 'ফুরকানুল হক্ব' (فرقان الحق) নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই উপদেশবাণী শোনানো হয়েছে যে, মুসলমানরা যেন তাদের পুরাতন কুরআনকে পরিত্যাগ করে এই নতুন কুরআন (?) অনুযায়ী আধুনিক যুগ সমস্যার সমাধান করে।

সম্মানিত পাঠক! শুধু ইন্টারনেটের এই যুগেই নয়, বরং অতীত ইতিহাসেও কুরআনের অনুকরণে অনেকগুলি সূরা রচনার উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন নূরী তবরসী নামক জনৈক শী'আ আলেম তার লিখিত 'ফাছলুল খিতাব' (فصل الخطاب) গ্রন্থে 'আল-ওলায়াত' (الولاية) নামে দশ বাক্যের একটি সূরা রচনা করে দাবী করে যে, এটাও কুরআনের অংশ।[৩]

কুরআন মাজীদের সূরার ছন্দে, তার শব্দের অনুকরণে কয়েকটি বাক্য রচনা করা আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ কোন ব্যক্তির পক্ষে সে যুগে যেমন অসম্ভব কাজ ছিল না, আজকের যুগেও নয়। প্রকৃতপক্ষে কুরআন মাজীদে যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তার মর্মার্থ হচ্ছে- যে গ্রন্থ পাঠ করলে শরীরের লোম শিউরে ওঠে, হৃদয় কেঁপে ওঠে, চোখ থেকে অবিরত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হয়, অন্তর ভক্তি, শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ে, চিন্তা-চেতনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে, যাকে সকাল-সন্ধ্যা পাঠ করা লোকেরা নেকী ও পুণ্যের কাজ মনে করে, যার শিক্ষানুযায়ী আমল করাকে দুনিয়ায় সম্মান ও আখিরাতে মুক্তির পথ বলে বিশ্বাস করে, যাকে পাঠ করে পাথর হৃদয় বিগলিত হয়, যা মানব জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়, যাকে পাঁচ-দশ বছরের শিশুরা আগাগোড়া মুখস্থ করে গর্ব অনুভব করে, রাত-দিন সর্বদাই যা তেলাওয়াত করা হয়, সেই কুরআনকে যদি তোমরা মানবরচিত মনে করো তাহ'লে তোমরাও কুরআনের সূরার মত কোন সূরা রচনা করে দেখাও।

প্রকৃতপক্ষে এই হচ্ছে পবিত্র কুরআনের চৌদ্দশ' বছর পূর্বের বজ্রনিনাদ চ্যালেঞ্জ, যার জবাব দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা অতীত কালের ন্যায় এই যুগেও করা হয়েছে। কিন্তু শত্রুরা অতীতের মত এখনও ব্যর্থ হচ্ছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত ব্যর্থ হ'তেই থাকবে ইনশাআল্লাহ। শত বছর পূর্বে যে সূরা রচনা করা হয়েছিল তা আজ পাঠকারী তো দূরের কথা স্মরণ করারও কেউ নেই। তেমনি আজ যে সূরা বাজারে ছাড়া হচ্ছে তার পরিণতিও অদূর ভবিষ্যতে অনুরূপ হবে ইনশাআল্লাহ। মহান আল্লাহ বলেন,

لَا يَأْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ-

'বাতিল কুরআনের উপর না সামনের দিক হ'তে আসতে পারে, না পিছন দিক হ'তে। এ এক মহাজ্ঞানী ও প্রশংসিত সত্তার অবতীর্ণ গ্রন্থ' *(হা-মীম সাজদা ৪২)*।

কুরআন সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা ছড়ানোর জন্য তার বিকৃত অনুবাদও করা হয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে ইংরেজী ও

১. *WWW..Flex.com/satyame vajayate koyam.ntn.*
২. *http/ WWW. dialspace dial. pipex.com.*
৩. *মাওলানা মনযূর নোমানী, ইরানী ইনক্বিলাবঃ ইমাম খোমেইনী ও শী'আবাদ, পৃঃ ২৬১।*

Contents

ইবরানী ভাষায় কুরআনের বিকৃত অনুবাদ করে প্রকাশ করা হয়েছে।[৪]

কুরআন মজীদের বিরুদ্ধে শত্রুদের ষড়যন্ত্রের দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে- কুরআনকে Book of Fundamentalism, Book of Violence এবং Book of Terrorism অর্থাৎ মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের গ্রন্থ হিসাবে প্রচার চালিয়ে মনুষকে কুরআন হ'তে দূরে রাখা। ১৯০৮ সালে ব্রিটেনের এক মন্ত্রী 'নওআবাডিয়াট'-এর একটি বিবৃতি ছিল- 'যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের নিকট পবিত্র কুরআন থাকবে ততদিন পর্যন্ত তারা আমাদের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে থাকবে। সুতরাং আমদের কাজ হচ্ছে তাদের জীবনকে কুরআন হ'তে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা'।[৫] অবিভক্ত ভারতের ইউপি রাজ্যের গভর্ণর ইউলিয়াম মুর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবন চরিতের উপর লেখা একটি গ্রন্থে উল্লেখ করেছে, 'দু'টি বস্তু মানবতার সবচেয়ে বড় দুশমন- মুহাম্মাদের কুরআন এবং তাঁর তলোয়ার'।[৬]

কুরআনকে মানবতার শত্রু হিসাবে প্রচার করার চেষ্টা করলেও ১১ সেপ্টেম্বরের নাটকের পর শত্রুদের এই প্রোপাগান্ডা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। মস্তিষ্কহীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বক্তব্য- 'আমরা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াই করে চলেছি এবং মশা (মুজাহিদ) উৎপাদনকারী ড্রেন (মাদরাসা) গুলি আমরা বন্ধ করে দিব'।[৭] এরপর সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে কুরআনের প্রতি বিদ্বেষ ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
Terrorism অর্থাৎ 'সন্ত্রাসের গ্রন্থ' নামে কুরআনের বিরুদ্ধে লিফলেট ছাপানো হয়। মুসলিম শাসক এবং ইসলামী সংগঠনগুলির নিকট আবেদন করা হয় যাতে কুরআন থেকে জিহাদের আয়াতগুলি বাদ দেওয়া হয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا-

'হে মানব সম্প্রদায়! আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও নারী হ'তে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর বিভিন্ন গোত্র ও জাতিগোষ্ঠী বানিয়েছি যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পার' (*হুজুরাত ১৩*)। সম্মানিত পাঠক! যে কুরআন উক্ত বাণীর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দিয়েছে তাকেই আজ বিভেদ সৃষ্টিকারী বলা হচ্ছে।

যে কুরআন বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছে

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا-

'যে ব্যক্তি কোন নিরীহ ব্যক্তিকে হত্যা করল অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই হত্যা করল। আর যে ব্যক্তি কোন প্রাণ রক্ষা করল সে যেন সমগ্র মানব জাতিকেই রক্ষা করল' (*মায়েদাহ ৩২*)। যে কুরআন সন্ত্রাসবাদের মূলোৎপাটনের শিক্ষা দিয়েছে, আজ তাকেই সন্ত্রাসের উৎসমূল বলে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

তবে শত্রুদের ষড়যন্ত্র কেবল মৌখিক প্রচার-প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং তাদের কর্মেও শত্রুতার প্রতিফলন ঘটেছে। তাদের হিংস্র জিঘাংসার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কখনো দিল্লীর রাজপথে আল্লাহ্র এই গ্রন্থকে জ্বালানোর মাধ্যমে, কখনো রাশিয়ায় তাকে ইসতিনজার কাজে ব্যবহারের মাধ্যমে, আবার কখনো গুয়ানতোনামো বে জেলে বেহুরমতির মাধ্যমে। ন্যায়-ইনছাফের শিক্ষা দানকারী এই ঐশী গ্রন্থের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে ও ফ্রান্সে মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তাকে আদালতের কাঠগড়ায় আসামীর মত দাঁড় করানো হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বিরুদ্ধে শত্রুদের এই পৈশাচিক প্রতিশোধ স্পৃহা ও শত্রুতার জবাবে আল্লাহ তা'আলার এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণাই যথেষ্ট-

قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ،

'নিশ্চয়ই তাদের মনের প্রতিহিংসা তাদের মুখনিঃসৃত এবং তারা যা কিছু অন্তরে লুকিয়ে রেখেছে, তা এর চেয়েও তীব্রতর' (*আলে ইমরান ১১৮*)। তাই ইবলীসের অনুচররা হাযার প্রচেষ্টার পরও কুরআন থেকে বিশ্ববাসীকে দূরে রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। তাদের সমস্ত ষড়যন্ত্র মাকড়সার জালের মত ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْرِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ-

'তারা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহ্র নূরকে নির্বাপিত করতে চায়। আর আল্লাহ তাঁর নূরকে পরিপূর্ণর করবেন, মুশরিকদের পক্ষে তা যতই অসহনীয় হউক না কেন' (*ছফ ৮*)।

জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন- 'ইসলামের প্রকৃতি এমনই যে, একে যতই দমন করার চেষ্টা করা হবে তা ততই ফুলে ফেঁপে উঠবে'।

---

৪. *মুহাম্মাদ ইকবাল কিলানী, আলামাতে কিয়ামাত, পৃঃ ১০।*
৫. *মরিয়ম জামীলা, ইসলাম এক নযরীয়া, এক তাহরীক, পৃঃ ২২০।*
৬. *মুহাম্মাদ আকরাম, মাওজে কাওছার, পৃঃ ১৬৩।*
৭. *সাপ্তাহিক তাকবীর, করাচী, ডিসেম্বর ২০০১ সংখ্যা।*

উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

মহানবী (ছাঃ)-এর প্রিয় পত্নীদের অন্যতম উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিনতু জাহ্শ (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টভাষিণী, সত্যবাদিনী এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একনিষ্ঠ অনুসারী এক বিদুষী মহিলা। নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারিণী যয়নাব (রাঃ) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে হিজরত করেছিলেন। ইসলামের বুনিয়াদী ফরয সমূহ আদায়ের সাথে সাথে অত্যধিক নফল ইবাদত পালনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর স্ত্রীদের মধ্যে বংশ মর্যাদায় অতি সম্ভ্রান্ত এবং আত্মীয়তার দিক দিয়ে মহানবী (ছাঃ)-এর অতি নিকটবর্তী যয়নাব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও সীমাহীন দানশীলা রমণী। উদারহস্তে তিনি দরিদ্রদের দান করতেন এবং নিঃস্ব ও আশ্রয়হীনদের আশ্রয় দিতেন। এজন্য তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' (দরিদ্রদের মা) বলে অভিহিত করা হ'ত।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার বিবাহকে কেন্দ্র করে তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়। তাঁর ওলীমার দিন ইসলামের পর্দার বিধান প্রবর্তিত হয়। অতুলনীয়া দ্বীনদার, মানুষের কল্যাণকামী ও পরহেজগারিতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপনকারিণী যয়নাব (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এ নিবন্ধে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর নাম যয়নাব। পূর্বে তাঁর নাম ছিল বাররা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই নাম পরিবর্তন করে তার নাম রাখেন যয়নাব। তাঁর পিতার নাম জাহ্শ ও মাতার নাম উমাইমাহ। তিনি ছিলেন মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ফুফাত বোন।[১] পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ পরিচয় হচ্ছে যয়নাব বিনতু জাহ্শ ইবনে রিয়াব ইবনে ইয়া'মার ইবনে ছবরা ইবনে মুররা ইবনে কাছীর ইবনে গানাম ইবনে দূদান ইবনে আসাদ ইবনে খুযাইমাহ।[২] মাতার দিক দিয়ে তাঁর বংশ পরিচয় হচ্ছে, যয়নাব বিনতু উমাইমাহ বিনতে আব্দুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আমর ইবনে আবদে মানাফ।[৩] তাঁর উপাধি ছিল 'উম্মুল মাসাকীন' অর্থ 'দরিদ্রদের মা'।[৪] তাঁর উপনাম ছিল 'উম্মুল হাকাম'।[৫]

জন্ম ও শৈশবঃ

কত সালে যয়নাব (রাঃ) জন্মগ্রহণ করেছেন তা জানা যায় না। তবে ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন যে, তিনি ২০ হিজরী সালে ৫৩ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।[৬] সে হিসাবে তাঁর জন্ম ৫৮৯ খ্রিষ্টাব্দে। আবার জীবনীকারগণ আরো উল্লেখ করেছেন যে, ৫ম হিজরী সনে ৩৫ বছর বয়সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে তার বিবাহ হয়।[৭] সে হিসাবে তাঁর জন্ম সাল হয় ৫৯২ খ্রিষ্টাব্দ। মোটকথা তিনি নবুঅতের পূর্বে ৫৮৯ বা ৫৯২ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশব ও কৈশোর সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

ইসলাম গ্রহণ ও হিজরতঃ

যয়নাব (রাঃ) স্বীয় ভাই আব্দুল্লাহ, ওবায়দুল্লাহ ও বোন হামনার (রাঃ)-এর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮] তিনি ঐসব সৌভাগ্যবতীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় হিজরত করে ধন্য হয়েছিলেন।[৯] তিনি 'আস-সাবিকুনাল আউয়ালুনা' (প্রথম অগ্রবর্তী দল)-এর মধ্যে শামিল ছিলেন।[১০] যাঁদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَالسَّابِقُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا أَبَدًا ذَالِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ-

---

* *পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৯৯১ খ্রিঃ/১৪১১ হিঃ) ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯।*

২. *হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (মৃত্যু ৮৫২ হিঃ), তাহযীবুত তাহযীব (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৪ খ্রিঃ/১৪১৫ হিঃ), ১২শ খণ্ড, পৃঃ ৩৭১; আল্লামা ইবনু হিশাম 'কাছীর'-এর স্থলে 'কাবীর' উল্লেখ করেছেন। দ্রঃ আস-সীরাতুন নববিয়্যাহ (কায়রোঃ দারুল হাদীছ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৬ খ্রিঃ/১৪১৬ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭১।*

৩. *ইমাম আল-হাকিম নাইসাপুরী (রহঃ), আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯০ খ্রিঃ/১৪১১ হিঃ), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪।*

৪. *হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী (রহঃ), সিয়ারু আলামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় মুদ্রণ, ১৯৮৫ খ্রিঃ/১৪০৫ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৭।*

৫. *হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) (মৃত্যু ৭৭৪ হিঃ), আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, (কায়রোঃ দারুর রাইয়্যান, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৮ খ্রিঃ/১৪০৮ হিঃ), ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, ১৫০ পৃঃ।*

৬. *ইবনু সা'আদ, আত-তাবাকাতুল কুবরা (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯০ খ্রিঃ/১৪১০ হিঃ), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯১।*

৭. *সাইয়েদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম (কায়রোঃ দারুস সালাম, ৪র্থ সংস্করণ ১৯৯০ খ্রিঃ/১৪১০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৪।*

৮. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৯।*

৯. *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮০; আল-মুস্তাদরাক, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪।*

১০. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৫০।*

'আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রস্রবণ সমূহ প্রবাহিত। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হ'ল মহান কৃতকার্যতা' *(তওবা ১০০)*।

বিবাহঃ

মানব জাতি এক আদমের সন্তান। বংশ মর্যাদা খুব ঠুনকো বিষয়। এ মর্যাদা বোধে মানুষের জন্য কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ বেশী হয়। মূলতঃ আল্লাহভীরু ব্যক্তিই আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও মানুষের মধ্যে অধিক সম্মানের অধিকারী। মহানবী (ছাঃ) পৃথিবীতে এরূপ বংশ-গোত্র ও ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ কায়েম করতে চেয়েছিলেন। কেননা বংশ বা গোত্র মর্যাদা নয় বরং আল্লাহভীরু ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট প্রিয় ও অধিক সম্মানিত *(হুজুরাত ১৩)*। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুশরিক স্বাধীন ব্যক্তির উপরে মু'মিন আল্লাহভীরু গোলামকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা আল্লাহ্র নিকট মর্যাদার ক্ষেত্রে মুত্তাক্বী গোলামই উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। সেহেতু বিবাহ-শাদীর ক্ষেত্রেও আল্লাহ মু'মিন-মুত্তাকী নর-নারীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআন কারীমে আল্লাহ বলেন,

وَلاَ تَنْكِحُوْا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنْكِحُوْا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ-

'আর তোমরা মুশরিক নারীদেরকে বিবাহ করো না, যতক্ষণ না তারা ঈমান আনয়ন করে। অবশ্য মুসলমান ক্রীতদাসী মুশরিক নারী অপেক্ষা উত্তম, যদিও তাদেরকে তোমাদের নিকট ভাল লাগে। তোমরা (নারীরা) কোন মুশরিকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ো না, যে পর্যন্ত সে ঈমান না আনে। একজন মুসলমান ক্রীতদাসও একজন মুশরিকের তুলনায় অনেক ভাল, যদিও তোমরা তাদের দেখে মোহিত হও' *(বাক্বারাহ ২২১)*।

নবী করীম (ছাঃ) আল্লাহ্র উক্ত বাণীকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য স্বীয় ফুফাত বোন আরবের অতি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলা যয়নাব বিনতু জাহ্শের বিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আযাদ করা গোলাম যায়েদ বিন হারিছার সাথে দেন। এ বিয়ের ঘটনা ছিল এরূপ-

যয়নাব (রাঃ) বলেন, কুরাইশদের মধ্য হ'তে কয়েকজন লোক আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে আমি আমার বোন হামনাহকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট পরামর্শের জন্য পাঠালাম। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে কে আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত শিক্ষা দেবে? হামনাহ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, (যয়নাবকে কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ শিক্ষা দিতে পারে) এমন যোগ্য ব্যক্তি কে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যায়েদ বিন হারিছা। তখন হামনাহ অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি আপনার ফুফাত বোনকে আপনার গোলামের সাথে বিবাহ দিতে চাচ্ছেন? অতঃপর হামনাহ (রাঃ) ফিরে এসে যয়নাব (রাঃ)-কে এ সংবাদ দিলে তিনিও অত্যন্ত রাগান্বিত হন। তখন এই আয়াত নাযিল হয়-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلاَ مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَمْـرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا-

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও নারীর সে বিয়ে ভিন্নমত পোষণের ক্ষমতা নেই। আর যে 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথ ভ্রষ্টতায় পতিত হয়' *(আহযাব ৩৬)*।

অতঃপর যয়নাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে বলেন, আমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসারী। হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার যা ইচ্ছা করুন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ বিন হারিছা (রাঃ)-এর সাথে যয়নাবের বিবাহ দেন।[১১]

এ বিয়েতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে মহর হিসাবে যয়নাব (রাঃ)-কে ১০টি দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), ৬০টি দেরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), একটি ওড়না, একটি আচ্ছাদন বা চাদর, একট বর্ম, ৫০ মুদ খাদ্যশস্য, ১০ মুদ খেজুর দান করেছিলেন।[১২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহঃ

যয়নাব ও যায়েদ (রাঃ)-এর দাম্পত্য জীবন এক বৎসর বা তার চেয়ে কিছু বেশী দিন স্থায়ী হয়েছিল। এরপর দু'জনের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়।[১৩] উভয়ের মেজাযের বৈপরিত্য এবং যায়েদ (রাঃ)-এর চেয়ে যয়নাব (রাঃ) উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় হওয়ার কারণে তাদের মাঝে বনিবনা হয়নি। যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যয়নাবের বিরুদ্ধে বার

---

১১. *হাফেয আবু নু'আইম আল-ইছফাহানী (রহঃ) (মৃত্যু ৪৩০ হিঃ), হিলইয়াতুল আউলিয়া (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম মুদ্রণ, ১৯৮৮ খ্রিঃ/১৪০৯ হিঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫১-৫২।*

১২. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়া, ২য় খণ্ড, ৪র্থ জুয, পৃঃ ১৪৯।*

১৩. *হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ), তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কুয়েতঃ জমঈয়তু ইহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১ম মুদ্রণ, ১৯৯৬ খ্রিঃ/১৪১৬ হিঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪২।*

বার অভিযোগ পেশ করেন এবং তালাক প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তালাক প্রদান থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করলেন। তাকে বুঝালেন তালাক আল্লাহ্র নিকট পসন্দনীয় কাজ নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উভয়ের মধ্যে মিলমিশ না হওয়ায় তিনি যয়নাবকে তালাক দিতে বাধ্য হ'লেন।[১৪] এ দিকে ইঙ্গিত করে এই আয়াত নাযিল হয়

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ-

'আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তাকে আপনি যখন বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর' *(আহযাব ৩৭)*।

অতঃপর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নির্দেশ দেন যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহ করার জন্য। আল্লাহ কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে যয়নাবকে বিবাহ দেওয়ার পিছনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদ্যমান। যথা-

১. আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যয়নাবকে বিয়ে দিয়ে একটি জাহেলী প্রথাকে চিরতরে উচ্ছেদ করেন। জাহেলী যুগে আরবের মানুষ পালকপুত্রকে আপন পুত্রের সমান মনে করত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নবুঅতের পূর্বে যায়েদ (রাঃ)-কে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাকে যায়েদ ইবনু মুহাম্মাদ বলে ডাকা হ'ত।[১৫] সে সমাজে নিজের ঔরসজাত পুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর মত পালকপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা অবৈধ মনে করা হ'ত।[১৬]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পালক পুত্র গ্রহণের এ প্রথা উচ্ছেদ কল্পে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন।

وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَائَكُمْ اَبْنَائَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ- اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اٰبَائَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا اَخْطَاْتُمْ بِهِ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا-

'আর তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে (আল্লাহ) তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলি তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের দ্বীনী (ধর্মীয়) ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হ'লে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তবে ইচ্ছাকৃত হ'লে ভিন্নকথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু' *(আহযাব ৪-৫)*।

আয়াতটি যায়েদ ইবনু হারিছা (রাঃ) সম্পর্কে নাযিল হয়। আর তাঁর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী যয়নাবের সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ বিবাহকে কেন্দ্র করেই আরবের বহুল প্রচলিত পোষ্যপুত্র গ্রহণের এ সামাজিক আচার উৎখাত হয়।[১৭]

২. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পোষ্যপুত্রের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিবাহ করা বৈধ ঘোষণা করেন এবং এ ব্যাপারে মু'মিনদের সকল দ্বিধা-সংকোচ দূরীভূত করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যয়নাবের বিবাহ দেন।[১৮] আল্লাহ বলেন,

لِكَىْ لاَيَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجِ اَدْعِيَائِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُوْلاً- مَاكَانَ عَلَى النَّبِىِّ مِنْ حَرَجٍ فِيْمَا فَرَضَ اللهُ لَهُ سُنَّةَ اللهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ اَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقْدُوْرًا-

'যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহ্র নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকে। আল্লাহ নবীর জন্য যা নির্ধারণ করেন, তাতে তাঁর কোন বাধা নেই। পূর্ববর্তী নবীগণের ক্ষেত্রে এটাই ছিল আল্লাহ্র চিরাচরিত বিধান। আল্লাহ্র আদেশ নির্ধারিত, অবধারিত' *(আহযাব ৩৭, ৩৮)*।

বিবাহের ঘটনাঃ

একদা মহানবী (ছাঃ) পালকপুত্র যায়েদ (রাঃ)-এর তালাশে তার বাড়ীতে গেলেন। কিন্তু যায়েদ (রাঃ) তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তিনি যায়েদ (রাঃ)-কে ডাকলে যয়নাব (রাঃ) বেরিয়ে আসলেন এবং একটি জায়গার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, ঐ জায়গায় আছে কিংবা বললেন, তিনি বাড়ীতে নেই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিচু স্বরে কিছু উচ্চারণ করলেন, যা যয়নাব (রাঃ) বুঝতে পারলেন না। শুধু এতটুকু শুনতে পেলেন سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ سُبْحَانَ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ 'আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি আল্লাহ্র যিনি মহান,

১৪. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, ৩৫৯ পৃঃ।*
১৫. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬১০।*
১৬. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, ৩৫৯।*
১৭. *ঐ।*
১৮. *তাফসীরুল কুরআনিল আযীম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৪২।*

আমি পবিত্রতা বর্ণনা করছি 'ঐ সত্তার যিনি অন্তরের নিয়ন্ত্রণকারী'। যয়নাব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বাড়ীতে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করলেন। কিন্তু তিনি প্রবেশ না করে ফিরে আসলেন। ইতিমধ্যে যায়েদ (রাঃ) বাড়ী আসলেন। তাঁর স্ত্রী যয়নাব (রাঃ) তাঁদের বাড়ীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আগমন ও যায়েদ (রাঃ)-কে না পেয়ে প্রত্যাবর্তনের সংবাদ দিলেন। তখন যায়েদ (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বসতে বলনি? তিনি বললেন, আমি তাঁকে ঘরে প্রবেশ করতে বললাম, কিন্তু তিনি না বসে চলে গেলেন। তিনি যাওয়ার সময় কি যেন বলছিলেন। কিন্তু আমি তা বুঝতে পারিনি। তবে আমি তাঁকে سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمُ سُبْحَانَ مُصَرِّفَ الْقُلُوْبِ বলতে শুনেছি।

অতঃপর যায়েদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরাবরে এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি শুনলাম যে, আপনি আমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু আপনি আমার ঘরে প্রবেশ করলেন না কেন? ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক। সম্ভবত যয়নাব আপনাকে মুগ্ধ করেছে। সুতরাং আমি তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেব (তালাক দেব)। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ 'তোমার স্ত্রীকে তোমার নিকটে রাখ'। কিন্তু এদিনের পরে পরিস্থিতি এমন হলো যে, তালাক না দিয়ে তাঁর আর কোন উপায় থাকল না। ফলে তিনি আবার রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তাকে তালাক দিতে চাই। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পুনরায় তাকে বললেন, اَحْبِسْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই রাখ'। কিন্তু দু'জনের মধ্যে মিলমিশ না হওয়ায় যায়েদ (রাঃ) স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দিয়ে বিচ্ছিন্ন করেই দিলেন।

যয়নাব (রাঃ) ইদ্দত পালন শেষ করলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদিন আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে কথা বলছিলেন এমন সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অচেতন (অহি নাযিলের অবস্থা) হয়ে পড়লেন। অতঃপর স্বাভাবিক হয়ে মুচকি হেসে বললেন, مَنْ يَّذْهَبُ إِلَى زَيْنَبَ يُبَشِّرُهَا اَنَّ اللهَ قَدْ زَوَّجَنِيْهَا مِنَ السَّمَاءِ؟ 'যয়নাবের নিকট কে সুসংবাদ নিয়ে যাবে যে, আল্লাহ আসমানে আমার সাথে তাকে বিবাহ দিয়েছেন'। এ সময় তিনি এই আয়াত তেলাওয়াত করেন[১৯]

وَاِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِىْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِىْ فِىْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا-

'আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন, তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন। আপনি লোকনিন্দার ভয় করছিলেন অথচ আল্লাহ্কেই অধিক ভয় করা উচিত। অতঃপর যায়েদ যখন যয়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম' *(আহযাব ৩৭)*।

অন্য বর্ণনায় আছে যয়নাব (রাঃ) যখন ইদ্দত পালন শেষ করলেন তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যায়েদ (রাঃ)-কে বললেন,

مَا اَجِدُ اَحَدًا اَمِنُ عِنْدِىْ اَوْ اَوْثَقُ فِىْ نَفْسِىْ مِنْكَ ائْتِ إِلَى زَيْنَبَ فَاخْطُبْهَا عَلَىَّ-

'আমি আমার ব্যাপারে তোমার চেয়ে বিশ্বস্ত বা নির্ভরযোগ্য কাউকে পাচ্ছি না। সুতরাং তুমি যয়নাবের নিকট গিয়ে আমার প্রস্তাব পেশ কর'।

যায়েদ (রাঃ) গেলেন এবং দেখলেন যয়নাব (রাঃ) আটার খামীর (মণ্ড) তৈরী করছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যেহেতু যয়নাবের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছেন তাই তিনি যয়নাবের মর্যাদার কথা ভেবে তার দিকে না তাকিয়ে বরং অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, হে যয়নাব! সুসংবাদ গ্রহণ কর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তখন তিনি উত্তর দিলেন مَا اَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا حَتَّى أُوَامِرَ رَبِّىْ 'আমি আমার প্রতিপালকের নির্দেশ না পেয়ে কোন কিছু করব না'। এ বলে তিনি ছালাতে দাঁড়িয়ে যান। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়।[২০]

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যয়নাবের নিকট গমন করেন তার অনুমতি ছাড়াই। তখন যয়নাব (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ইজাব-কবুল ও সাক্ষী ছাড়াই কি বিবাহ সম্পন্ন হ'ল? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উত্তর দিলেন اللهُ زَوَّجَ وَجِبْرِيْلُ الشَّاهِدُ 'আল্লাহ বিবাহ দিয়েছেন আর জিবরীল (আঃ) স্বাক্ষী'।[২১]

[চলবে]

১৯. *আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৫; আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮০-৮১।*

২০. *আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৮২; ইবনুল জাওযী (রহঃ) (মৃত্যু ৫৯৭ হিঃ), আল-মুন্তাযাম ফী তারিখীল মুলূকি ওয়াল উমাম, (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তা.বি.), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪-২৫।*

২১. *হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২।*

নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ)

নূরুল ইসলাম*

ভূমিকাঃ

উনবিংশ শতকে ভারতবর্ষে অত্যন্ত জোরালোভাবে ইলমে হাদীছ পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন শুরু হয় এবং এ আন্দোলনের তেজোদীপ্ত রশ্মিতে দিল্লী, বিহার, বাংলা, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, সিন্ধু, গুজরাট, ডেকান, সারহাদ (সীমান্ত অঞ্চল), পাঞ্জাব প্রভৃতি আলোকিত হয়ে উঠে। শুধু তাই নয়, এ আন্দোলনের বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি অন্যান্য মুসলিম বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। এ ইলমী ও সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দু'জন বিশ্ববরেণ্য আহলেহাদীছ মনীষী। একজন হ'লেন 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়াঁ নাযীর হুসানই দেহলভী (রহঃ) (১২২০-১৩২০ হিঃ/ ১৮০৫-১৯০২ খৃঃ)। অপরজন হ'লেন অনন্য সাধারণ প্রতিভা, খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, ২২২টি গ্রন্থের অমর রচয়িতা, কবি নওয়াব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী।

'কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ সহ প্রচলিত প্রায় সকল ইলমে গভীর পারদর্শী মিয়া নাযীর হুসাইন পাঠদানের সময় তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের সামনে হাদীছের সহজ-সরল পথ পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিতেন। ফলে ফিক্বহী বিতর্ক হ'তে বেরিয়ে ছাত্ররা সরাসরি কুরআন-হাদীছ অনুসরণে অধিক স্বস্তি লাভ করতেন। এরই ফলশ্রুতি হিসাবে দক্ষিণ এশিয়া ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞানপিপাসু বহু ছাত্র প্রচলিত তাকলীদ ছেড়ে দিয়ে 'আহলেহাদীছ' হয়ে যান। প্রত্যেক ছাত্র নিজ নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে তাঁর শিক্ষা প্রচার করতেন ও তাদের মাধ্যমে অনেকে আহলেহাদীছ হতেন'।[১]

অন্যদিকে নওয়াব ছিদ্দীক হাসান গ্রন্থ রচনা, হাদীছ ও ফিক্বহুল হাদীছের দুর্লভ গ্রন্থাবলী নিজ খরচে ছাপিয়ে ও ক্রয় করে ফ্রি বিতরণ এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও লাইব্রেরীতে অনুদান হিসাবে প্রদান, হাদীছ মুখস্থকরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন, মাসোহারা প্রদান করে ওলামায়ে কেরামকে গ্রন্থ রচনা ও দাওয়াতী কাজে উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতিভাবে সুন্নাহর খিদমত আঞ্জাম দেন। এভাবে গ্রন্থ রচনা ও প্রচার করে চিন্তাজগতে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে তিনি যে নীরব বিপ্লবের সূচনা করেন, তা আহলেহাদীছ আন্দোলনকে ভারতবর্ষ ও বহির্বিশ্বে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ করে দেয়। তাছাড়া ইলমে হাদীছ জনগণের নাগালের মধ্যে এসে যাবার ফলে তারা তাক্বলীদ ও মাযহাবী ফিক্বহের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে খোলা মনে হাদীছ গবেষণা শুরু করেন এবং অগণিত মানুষ সরাসরি হাদীছ অনুযায়ী জীবন গড়ার সুযোগ পেয়ে আহলেহাদীছ হয়ে যান।

নাম, জন্ম ও বংশ পরিচিতিঃ

তাঁর নাম ছিদ্দীক্ব। উপনাম আবুত ত্বাইয়িব।[২] বিদ্বান মহলে তিনি নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী নামে সমধিক পরিচিত ও সম্বোধিত। তিনি ১২৪৮ হিজরীর ১৯শে জুমাদাল উলা মোতাবেক ১৮৩২ সালের ১৪ অক্টোবর ভারতের উত্তর প্রদেশের বাঁসবেরেলীতে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান হুসাইন বংশীয় ছিলেন এবং পিতৃ ও মাতৃ উভয়কুলে খাঁটি কুরায়শী ছিলেন। তাঁর নসবনামা তেত্রিশ পুরুষের মাধ্যমে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। তাঁর বংশ তালিকা নিম্নরূপঃ ছিদ্দীক্ব বিন হাসান বিন আলী বিন লুৎফুল্লাহ বিন আযীযুল্লাহ বিন লুৎফে আলী বিন আলী আছগর বিন সাইয়িদ কাবীর বিন তাজুদ্দীন বিন জালাল রাবে' বিন সাইয়িদ রাজু শহীদ বিন সাইয়িদ জালাল ছালিছ বিন হামেদ কাবীর বিন নাছিরুদ্দীন মাহমূদ বিন জালালুদ্দীন বুখারী ওরফে 'মাখদূম জাহানিয়াঁ জাহাঁগাশত' বিন আহমাদ কাবীর বিন জালাল আযম গুলসুরূখ বিন আলী মুওয়াইয়িদ বিন জা'ফর বিন আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আলী আশক্বার বিন জা'ফর যাকী বিন আলী নক্বী বিন মুহাম্মাদ তাক্বী বিন আলী রিযা বিন মূসা কাযিম বিন জা'ফর ছাদিক বিন মুহাম্মাদ বাকির বিন আলী 'যায়নুল আবেদীন' বিন ইমাম হুসাইন বিন আলী ওয়া ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)।[৪]

নওয়াবের ২৩তম পূর্বপুরুষ আলী আসক্বার মদীনা থেকে বাগদাদে চলে আসেন এবং ২১তম উর্ধ্বতন পুরুষ মুহাম্মাদ বাগদাদ ত্যাগ করে বুখারায় চলে যান। তাঁর ১৭তম উর্ধ্বতন পুরুষ জালাল আযম গুলসুরূখ ৬৫৩ হিজরীতে/১২৫৫ খৃষ্টাব্দে বুখারা থেকে হিজরত করে

---

* আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত সহ (রাজশাহীঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন ১৯৯৬), পৃঃ ৩২২।

২. নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী, ইবক্বাউল মিনান বি-ইলক্বাইল মিহান (আত্মজীবনী) (লাহোরঃ দারুদ দাওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ, ১ম সংস্করণ ১৪০৭ হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), পৃঃ ২৮; ঐ, আর-রাওযাতুন নাদিইয়াহ শারহুদ দুরার আল-বাহিইয়াহ (ছান'আঃ দারুল হিজরাহ, ১ম সংস্করণ ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ খৃঃ), পৃঃ ২৮।

৩. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৩০, ২৯৭; মাওলানা নাযীর আহমাদ রহমানী, আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ২য় সংস্করণ ১৯৮৬), পৃঃ ১৫৬।

৪. ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২৮-২৯; ইমাম খান নওশাহরাবী, তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ (পাকিস্তানঃ মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ, ২য় সংস্করণ ১৩৯১ হিঃ/১৯৮১ খৃঃ), পৃঃ ২৩৬-৩৭)।

মুলতানে উপনীত হন। তারপর তাঁর খান্দানের ১২তম পূর্ব পুরুষ সাইয়িদ জালাল ছালিছ স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর মুলতান থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হন। অতঃপর দিল্লীর তদানীন্তন বাদশাহ বাহলূল শাহ লোদী তাঁকে কন্নৌজে জায়গীর দান করেন। ফলে তিনি দিল্লী থেকে কন্নৌজে চলে আসেন। তারপর থেকে সুদীর্ঘ ৩০০ বছর ধরে তাঁর বংশধরগণ ভারতের প্রাচীন বড় শহর কন্নৌজে বসবাস করতে থাকেন। তাঁর বংশের ৭ম উর্ধ্বতন পুরুষ আলী আছগরের সময় কন্নৌজের সম্পর্ক রাজধানী দিল্লী থেকে ছিন্ন হয়ে লক্ষ্ণৌর সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ায় আলী আছগর লক্ষ্ণৌর নওয়াবদের সরকারী মাযহাব শী'আ মতবাদ গ্রহণ করে শী'আ হয়ে যান। তখন থেকে তাঁর বংশের পাঁচটি পীড়ি অর্থাৎ নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান (রহঃ)-এর দাদা সাইয়িদ আওলাদ আলী খান পর্যন্ত পুরুষগণ শী'আ থাকেন।[৫]

নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসানের দাদা হায়দরাবাদের (দাক্ষিণাত্য) নওয়াবের পক্ষ হ'তে 'নওয়াব আনোয়ার জঙ্গ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন এবং বার্ষিক পাঁচ লাখ টাকা মূল্যমান এলাকার জায়গীর এবং এক হাঁযার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী লাভ করেন। নানা মুফতী মুহাম্মাদ এওয়ায বাঁসবেরেলী সমকালীন শ্রেষ্ঠ আলেম ও তৃতীয় খলীফা ওছমান (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন।[৬] পিতা সাইয়িদ আওলাদ হাসান খান (১২১০-১২৫৩ হিঃ/১৭৯৫-১৮৩৭ খৃঃ) দিল্লীতে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১৫৯-১২৩৯হিঃ/১৭৪৬-১৮২৪খৃঃ) ও শাহ রফীউদ্দীনের (১১৬২-১২৩৩হিঃ/১৭৪৯-১৮১৭খৃঃ) নিকটে ইলমে হাদীছ শিক্ষার পর শী'আ মতবাদ পরিত্যাগ করে সরাসরি হাদীছের অনুসারী হয়ে যান। শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করার পর তিনি আমীর সাইয়িদ আহমাদ ব্রেলভীর (১২০১-১২৪৬ হিঃ/১৭৮৬-১৮৩১খৃঃ) নিকটে বায়'আত গ্রহণ করেন। তিনি খ্যাতিমান আলেম বা-আমল ছিলেন। কলিকাতা হ'তে লাহোর পর্যন্ত সর্বত্র তাঁর পরিচিতি ছিল। তাঁর বক্তব্যের খুবই প্রভাব ছিল। দশ হাযারের বেশী অমুসলিম তাঁর হাতে বায়'আত করে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাছাড়া সুন্নীদের মধ্যে যারা গোরপূজারী ও পীরপূজারী ছিল তারা তাঁর কাছ থেকে সঠিক পথের দিশা লাভ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় বহু মৃত সুন্নাত জীবিত হয় এবং বিদ'আতী আমল সমাজদেহ থেকে বিদূরিত হয়ে যায়।[৭]

৫. *শায়খ আইনুল বারী আলিয়াবী, বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ভারতীয় মনীষী, মাসিক আহলে হাদীস, কলিকাতা, ১২শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ২৮৭-৮৮, গৃহীতঃ মাআছিরে ছিদ্দীক্বী ১/৩৪-৩৬, ৪২, ৪৫; ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৯), ২৪ খণ্ড (২য় ভাগ), পৃঃ ২৯৮)।*

৬. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২৯; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৭।*

৭. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২৯-৩০ আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৪৩-১৪৫; ২০১; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৭।*

শৈশবকাল ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ

৫ বছর বয়সে নওয়াবের বাবা মৃত্যুবরণ করলে স্নেহময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটনের নির্মম কষাঘাতে তিনি লালিত-পালিত হ'তে থাকেন। কতিপয় গ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হন।[৮] স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'বাবার মৃত্যুর পর আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে এমন কেউ ছিলেন না, যিনি আমাকে লালন-পালন করবেন। আমরা দু'ভাই ও তিন বোন ছিলাম। সবাই স্নেহময়ী মাতার তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হই। বাহ্যত আয়েরও কোন উপায় ছিল না। আল্লাহ তা'আলা কেবল তার গায়েবী ভান্ডার থেকে রিযক দিতে থাকেন। বাবার শিষ্য অনেক থাকলেও তাদের কেউই আমাদের অভিভাবক ছিলেন না'।[৯] তিনি আরো লিখেছেন, 'আমি ইয়াতীম হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ পাকের উপর ভরসা করা ছাড়া বাড়ীতে জীবন ধারনের কোন উপায় ছিল না। মানবিক প্রয়োজন সত্ত্বেও কখনো কোন ধনী বা গরীবের কাছ থেকে খাদ্য, পোষাক, টাকা-পয়সা বা অন্য কোন জিনিস চাইনি। আল্লাহ তা'আলা সর্বদা আমাকে এই যিল্লতী থেকে নিরাপদ রেখেছেন'।[১০]

তাঁর মাতা অত্যন্ত বিদূষী ও দ্বীনদার মহিলা ছিলেন। যখন নওয়াবের বয়স ৭ বছর হয় তখন তিনি প্রতিদিন ভোরে তাঁকে ঘুম থেকে জাগিয়ে ওযূ করিয়ে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। কখনো ঘরে ছালাত আদায় করতে দিতেন না। কখনো উঠতে অলসতা করলে চোখে পানি ঢেলে দিতেন। সেকারণ বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে ছালাতের অভ্যাস গড়ে ওঠে। দশ বছর বয়সে মা তাকে ছিয়াম পালনে অভ্যস্ত করেন।[১১]

স্বভাবতঃ এমন ধর্মীয় পরিবেশে লালিত-পালিত নওয়াবের মনে ছিল ইলমে দ্বীন হাছিলের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। স্বীয় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছেন, 'ঘরে বাবার লাইব্রেরী মজুদ ছিল। তাঁর খাদেম শায়খ হুসাইনী যখন কিতাবগুলি রোদে দিতেন তখন নিছক মনের খিয়ালে এক একটি কিতাব খুলে জায়গা জায়গা পড়তাম। কোন জায়গা বুঝতাম, কোন জায়গা বুঝতাম না। কিন্তু কেবল বইয়ের পাতা উল্টানোর উপকারিতা এই হয়েছিল যে, তার বরকতে মনের মধ্যে জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল'।[১২]

যাহোক, গ্রামের মক্তবে তাঁর শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। মীযান-মুনশাঈব থেকে শরহে তাহযীব এবং মুখতাছারুল মা'আনী পর্যন্ত বড় ভাই সাইয়িদ আহমাদ হাসান আরশীর (১২৪৬-১২৭৭ হিঃ/১৮৩১-১৮৬০ খৃঃ) নিকট পড়েন।[১৩]

৮. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ২১৮-১৯, ১৫৭।*
৯. *ঐ, পৃঃ ৪৩।*
১০. *ঐ, পৃঃ ১০২।* ১১. *ঐ, পৃঃ ৪৮।*
১২. *ঐ, পৃঃ ৪৩-৪৪।*
১৩. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৭।*

অতঃপর বাবার শিষ্য সাইয়িদ আহমাদ আলী ফররূখাবাদী তাঁকে ফররূখাবাদে নিয়ে যান। তার তত্ত্বাবধানে তিনি কাফিয়া, শরহে জামী এবং মৌলবী মুহাম্মাদ হুসাইন শাহজাহানপুরীর নিকট কুতবী, মীর কুতবী, উফুকুল মুবীন এবং অন্য শিক্ষকদের নিকট দুর্রে মুখতার ও মিশকাতুল মাছাবীহ অধ্যয়ন করেন। এরপর বাবার কতিপয় শিষ্য তাঁকে কানপুরে নিয়ে যান। সেখানে তিনি মোল্লা মুহাম্মাদ মুরাদ বুখারী এবং মৌলভী মুহাম্মাদ মুহিবুল্লাহ পানিপথীর কাছে কতিপয় পুস্তক অধ্যয়ন করেন।[১৪]

ছোটবেলা থেকেই তিনি ওয়ায শুনতে ভীষণ আগ্রহী ছিলেন। সে সময়কার প্রখ্যাত আলেমগণের ওয়ায-মাহফিলে তিনি অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর ১৮ বছর বয়সে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর সেনানী, মর্দে মুজাহিদ মাওলানা বেলায়েত আলী (১২০৫-৬৯ হিঃ/১৭৯০-১৮৫২খৃঃ) ও এনায়েত আলী (১২০৭-১২৭৪ হিঃ/১৭৯২-১৮৫৮খৃঃ) সপরিবারে কন্নৌজ আগমন করেন ও কয়েক জুম'আ সেখানে ওয়ায করেন। বিদায়ের সময় বেলায়েত আলী তাঁকে 'বুলূগুল মারাম' অধ্যয়ন করার উপদেশ দিয়ে যান।[১৫]

উচ্চশিক্ষার জন্য দিল্লী গমনঃ

১৯ বছর বয়সে আল্লামা ছিদ্দীক হাসান উচ্চশিক্ষার উদগ্র বাসনায় কানপুর থেকে দিল্লী গমন করেন এবং সেখানে প্রায় দু'বছর (১ বছর ৮ মাস) অবস্থান করে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর ছাত্র মুফতী ছদরুদ্দীন খানের (১২০৪-১২৮৫ হিঃ) নিকট মুখতাছারুল মা'আনী, শরহে বেক্বায়া, হেদায়া, তাওযীহ ও তালবীহ, কুতবী ও মীর কুতবী, সুল্লামুল উলূম, মুল্লা হাসান, হামদুল্লাহ, কাযী মুবারক, শামসে বাযেগাহ, মীর যাহেদ, শরহে মাওয়াকিফ, মুল্লা জালাল, শরহে মাতালে', মাক্বামাতে হারীরী, দীওয়ানে হামাসা, দীওয়ানে মুতানাব্বী, সাব'আ মু'আল্লাকা, শরহে আক্বায়িদে নাসাফী, তাফসীরে বায়যাভী, ছহীহ বুখারী প্রভৃতি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন।[১৬] দু'বছর পর কন্নৌজে ফিরে শায়খ যয়নুল আবেদীন, ইমাম শাওকানীর ছাত্র আব্দুল হক বেনারসী (মৃঃ ১২৮৬ হিঃ), শায়খ হুসাইন আরব ইয়ামানী (মৃঃ ১৩২৭ হিঃ) প্রমুখ বিদ্বানের নিকটে ইলমে হাদীছে অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভীর দৌহিত্র মাওলানা মুহাম্মাদ ইয়াকুব 'মুহাজিরে মাক্কী' (১২০০-১২৮৩ হিঃ/১৭৮৫-১৮৬৭ খৃঃ)-এর নিকটে চিঠি লিখে অলিউল্লাহ পরিবার থেকেও ইলমী সনদ লাভ করেন।[১৭]

জীবিকার সন্ধানে ভূপাল যাত্রাঃ

২১ বছর বয়সে ইলম শিক্ষা সমাপ্ত করার পর তিনি দিল্লী থেকে কন্নৌজে ফিরে আসেন। এখানে তিনি কয়েক মাস চরম আর্থিক অভাব-অনটনের মধ্যে কাটান। পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তায়। তাদের রুটি-রুযীর খোরাক জোগানোর মত ন্যূনতম কোন কিছু বাড়ীতে মজুদ ছিল না। তাই তিনি জীবিকার সন্ধানে জনৈক আতর বিক্রেতার সাথে ভূপাল যাত্রা করেন। দীর্ঘ ২৫ দিন পর ১২৭১ হিজরীর ১৩ রজব মোতাবেক ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে ভূপালে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন খানের কাছে চাকরীর জন্য দরখাস্ত পেশ করেন। দরবারে উচ্চপদে সমাসীন মাওলানা আলী আব্বাস চিড়িয়াকোটীর প্রচেষ্টায় ১২৭১ হিজরীর রামাযান মাসে ৩০ টাকা মাসিক বেতনে মুনশীগীরীর চাকরী লাভ করেন। কিছুদিন পরেই 'মীর দাবীর' (প্রধান লেখক/সেক্রেটারী) পদে পদোন্নতি লাভ করেন। প্রথমে ৪০ টাকা পরে ৫০ টাকা বেতন নির্ধারণ করা হয়। এ সময় মাওলানা আলী আব্বাসের সাথে হুক্কা পান সম্পর্কিত এক মাসআলায় মতবিরোধ হ'লে এক বছর পর ১২৭৩ হিজরীর ১৮ মুহাররম মোতাবেক ১৮৫৬ সালে তিনি চাকরিচ্যুত হন।[১৮]

কন্নৌজে প্রত্যাবর্তনঃ

চাকরিচ্যুত হয়ে তিনি কানপুর হয়ে কন্নৌজে ফিরে আসেন এবং এক বছর পর্যন্ত কন্নৌজে অবস্থান করেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু হ'লে তাঁর ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ঘরের আসবাবপত্র পাঞ্জাবী ও শিখরা লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাঁর বাবার শিষ্যরা কন্নৌজের গঙ্গানদীর ওপারে পাঁচ ক্রোশ দূরে বেলগ্রামে তাদেরকে নিয়ে যান। এ সময় তাঁর উপর দিয়ে দারিদ্র্যের ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হয়। কয়েক মাস স্রেফ এক বেলা শুকনো রুটি খেয়ে ও একটি জীর্ণ-শীর্ণ কাল মোটা জামা পরিধান করে দিনাতিপাত করতে হয়েছে। যখন কাপড়টি ফেটে যেত তখন নিজেই তা সেলাই করে নিতেন। যখন ময়লা হ'ত তখন তিনি নিজেই নদীতে গিয়ে ধুয়ে আনতেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের অবস্থাও এর চেয়ে ভাল ছিল না। তথাপি এই দরিদ্রতার মধ্যেও তিনি কারো কাছে হাত পাতেননি এবং কিছু ধারও চাননি।[১৯] উল্লেখ্য, বেলগ্রামে অবস্থানকালে তিনি সম্পূর্ণ কুরআন মজীদ মুখস্থ করেন।[২০]

---

১৪. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৪৪; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৯।*
১৫. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৪৪-৪৫।*
১৬. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৪৬, ৫৬-৫৭; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৮।*
১৭. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ৫৭; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৮-৩৯; আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ, জুহূদ মুখলিছাহ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহহারাহ (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিয়া, ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬ খৃঃ), পৃঃ ৯৯।*
১৮. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১১২, ১১৪, ২২০; আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৫৮-৫৯; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৩৯-৪০।*
১৯. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১০২, ২২০; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪০-৪১।*
২০. *আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬১।*

দ্বিতীয় দফা ভূপালেঃ

ইত্যবসরে ভূপালের রাণী সিকান্দার বেগম তাঁকে ভূপালে ডেকে পাঠান। পরিস্থিতি শান্ত হ'লে তিনি ১২৭৪ হিজরীর যিলক্বাদ মাসে বেলগ্রাম থেকে মির্যাপুর চলে যান। সেখানে আকবর আলী খান ছাহেব সওদাগর শাহজাহানপুরীর বাড়ীতে ২/৩ সপ্তাহ মেহমান থাকেন। অতঃপর ১২৭৪ হিজরীর ৩ মুহাররম বর্ষা মৌসুমে প্রচণ্ড বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ভূপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

১১ দিনে জাবালপুর পৌঁছেন। সেখানে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় ২০ দিন বাবার শিষ্য মৌলভী নাছরুল্লাহ মকনপুরীর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু বৃষ্টি থামার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হন। এভাবে নানা প্রতিকূলতার পাহাড়সম বাধা অতিক্রম করে অবশেষে ১২৭৪ হিজরীর ২৪ সফর ভূপালে পৌঁছেন। ভূপালে পৌঁছে মুখ্যমন্ত্রী জামালুদ্দীন খানের কাছে সফরের বৃত্তান্ত খুলে বলেন। মুখ্যমন্ত্রী রাণীকে তার আগমনের কথা জানান। কিন্তু বৃষ্টির কারণে পৌঁছতে দেরী হওয়ায় হিংসুকদের কথামত অযৌক্তিকভাবে রাণী তাঁকে চাকরি দিতে অস্বীকার করেন। অগত্যা ১২৭৫ হিজরীর ১৯ রবীউল আউয়াল তিনি সেখান থেকে টোংকের দিকে যাত্রা করেন। ১১ রবীউছ ছানী সেখানে পৌঁছেন। টোংকের নওয়াব মুহাম্মাদ ওযাযীর খান তাঁকে ৫০ টাকা মাসিক বেতনে চাকরিতে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি তাঁর মনকে বিষিয়ে তুলে। এখানে ৮ মাস অবস্থানের পর ৪ মাসের ছুটির জন্য দরখাস্ত দেন। ২/৪ দিন পর ছুটি মঞ্জুর হয়। ইতিমধ্যে ভূপালের রাণী সিকান্দার বেগম আবার তাঁকে ভূপালে ডেকে পাঠান।[২১]

তৃতীয় দফা ভূপালেঃ

১২৭৫ হিজরীর ২০ যিলহজ্জ টোংক থেকে পুনরায় তিনি ভূপালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। অতঃপর ১২৭৬ হিজরীর ১০ মুহাররম/১৮৫৯ সালে ভূপালে পৌঁছেন। ১লা ছফরে ৭৫ টাকা মাসিক বেতনে ভূপালের ইতিহাস লেখার দায়িত্বে নিযুক্ত হন।[২২]

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধঃ

দেড় বছর পর ১২৭৭ হিজরীর ২৫ শে শা'বান মুখ্যমন্ত্রী জামালুদ্দীন খানের ছোট মেয়ে যাকিয়া বেগমের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি অত্যন্ত ধার্মিকা ছিলেন। তার গর্ভে দুই ছেলে নূরুল হাসান ও আলী হাসান এবং দুই মেয়ে সুফিয়া ও হাফছার জন্ম হয়।[২৩] বিবাহের পর দিন দিন তাঁর পদোন্নতি হ'তে থাকে এবং আর্থিক স্বচ্ছলতা ফিরে আসে। ফলে তিনি মা-বোনদেরকে কন্নৌজ থেকে নিয়ে এসে ভূপালে বসবাস করতে থাকেন।[২৪]

হজ্জব্রত পালনঃ

১২৮৫ হিজরীর ২৭শে রজব ভূপালের রাণী সিকান্দার বেগম মৃত্যুবরণ করলে একই বছর শা'বান মাসে নওয়াব শাহজাহান বেগম সিংহাসনে আসীন হন। তিনি তাঁর অনুমতি নিয়ে হজ্জ আদায়ের জন্য মক্কা মুকাররমা যাত্রা করেন। পুরো ১ মাস পর মক্কায় পৌঁছে হজ্জ পালন করেন। হজ্জের কার্যাদি সমাপ্ত করে অত্যন্ত কষ্টে ১ মাস পর মদীনায় পৌঁছেন। মদীনা যিয়ারত শেষে ৮ মাস পর তিনি ভূপালে ফিরে আসেন।[২৫]

২য় বিবাহঃ

হজ্জ থেকে ফিরে এসে নওয়াব শাহজাহান বেগম তাঁকে ভূপালের মাদরাসাগুলির মুহতামিম নিযুক্ত করেন এবং এক বছর পর 'মীর মুনশী' (প্রধান লেখক) নিযুক্ত হন। অতঃপর ১২৮৮ হিজরীর ২১ রবীউছ ছানী মোতাবেক ১৮৭১ সালের ১০ জুলাই উপ-প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করে ২৪ হাযার টাকার বার্ষিক জায়গীর দান করেন। নওয়াব শাহজাহান বেগম ছিদ্দীক হাসানের যোগ্যতা ও দ্বীনদারী দেখে মুগ্ধ হয়ে ১২৮৮ হিজরীর ৮ শাওয়াল মোতাবেক ১৮৭১ সালে রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের পরামর্শক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনার বিশ্বস্ত সহযোগী হিসাবে তাঁকে বিবাহ করেন।[২৬] এটি ছিল উভয়ের জন্য দ্বিতীয় বিবাহ।

উল্লেখ্য, নওয়াব শাহজাহান বেগমের ১ম বিবাহ নওয়াব নাযীরুদ্দৌলা বাখশী বাকী মুহাম্মাদ খানবাহাদুরের সাথে হয়েছিল। বিবাহের পর তিনি ১২ বছর জীবিত ছিলেন। নওয়াব নাযীরুদ্দৌলার মৃত্যুর ৫ মাস পর নওয়াব শাহজাহান বেগম ভূপালের রাণী হন।[২৭]

১২৮৯ হিজরীর ১০ শা'বান মোতাবেক ১৮৭২ সালের ১১ অক্টোবর তিনি রাজ্যের সর্বোচ্চ সরকারী খেতাব 'নওয়াব ওয়ালাজাহ (সম্ভ্রান্ত) আমীরুল মুলক' উপাধি লাভ করেন।[২৮] এর ফলে তাঁর বাৎসরিক বেতন দাঁড়ায় ৭৫ হাযার টাকা। তাছাড়া বেগম ছাহেবা নওয়াবের ১ম স্ত্রীর দুই সন্তানকে বার হাযার করে ২৪ হাযার, কন্যাকে ৬ হাযার এবং মেয়ে জামাইকে ৩ হাযার টাকার জায়গীর প্রদান করেন।[২৯]

[চলবে]

---

২১. *ইবক্বাউল মিনান, ১১২-১৩; ১৬৪, ২২০-২১; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪২; আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬১-৬৩।*

২২. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১১৩, ২২১; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪২-৪৩; আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬৩-৬৪।*

২৩. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১২২-২৪, ৩৪১; আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬৪।*

২৪. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৩।*

২৫. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১২৫-২৬, ২২২।*

২৬. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১২৭, ২২২-২৩; তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, পৃঃ ২৪৩, ২৪৭।*

২৭. *আহলেহাদীছ আওর সিয়াসাত, পৃঃ ১৬৪।*

২৮. *তারাজিমে ওলামায়ে হাদীছ হিন্দ, ২৪৭।*

২৯. *ইবক্বাউল মিনান, পৃঃ ১২৮।*

আল্লাহ্‌র রাস্তায় দানের গুরুত্ব ও ফযীলত

মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ*

ইহকালীন জীবনে যে সকল আমল করলে পরকালীন জীবনে মুক্তি পাওয়া যাবে তন্মধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান অন্যতম। আর সে দান হ'তে হবে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ নির্দেশিত পথে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَأَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ

'তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় কর' *(বাক্বারাহ ১৯৫)*।

মানুষ সাধারণত দু'ভাবে ব্যয় করে থাকে। একঃ দুনিয়াবী স্বার্থে আনন্দ-বিনোদনে, দুইঃ পরকালীন স্বার্থে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে। আর এটাই হ'ল মুমিনের জন্য সর্বোত্তম ব্যয়। আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে জীবন পরিচালনার জন্য অর্থ সঞ্চয়ের সাথে সাথে মানুষের মধ্যে খরচের প্রবণতাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এই সঞ্চয় ও ব্যয় যখন সঠিক ও সৎ পথে তথা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী হয় তখন তা ইহকালে শান্তি ও পরকালে মুক্তির অসীলা হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা বলে দিব, যা তোমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ' *(ছফ ১০)*। এ আয়াত দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, পরকালীন জীবনে মুক্তি পেতে হ'লে আল্লাহ্‌র রাস্তায় জান ও মাল কুরবানী করতে হবে।

মুমিনের সম্পদ আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার জন্য কুরআন ও হাদীছে অগণিত নির্দেশ এসেছে।

আল্লাহ বলেন,

وَجَاهِدُوْا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ-

'আর তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় জিহাদ কর তোমাদের মাল ও জান দ্বারা। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর যদি তোমরা বুঝ' *(তওবা ৪১)*। আল্লাহ আরো বলেন,

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خِلَالٌ-

'আমার ঈমানদার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন ছালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে দান করে গোপনে ও প্রকাশ্যে। সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন কোন কেনা-বেচা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই' *(ইবরাহীম ৩১)*।

দুনিয়াবী জীবন শেষে পরকালে তথা ক্বিয়ামতের দিন মানুষকে বিশ্বস্রষ্টার সম্মুখে পার্থিব জীবনের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ের কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব দিতে হবে। আর সে হিসাব অনুযায়ীই নির্ধারিত হবে কে জান্নাতে যাবে, আর কে জাহান্নামে যাবে। সেদিন মানুষ স্বীয় কৃতকর্ম দেখতে পাবে। আল্লাহ বলেন,

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهُ- وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهُ-

'কেউ অনুপরিমাণ সৎকর্ম করলে সে তা দেখবে, কেউ অনুপরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে' *(যিলযাল ৭-৮)*।

মানুষের এই সৎ আমলের অন্যতম হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান করা। এ দান কম হোক বা বেশী হোক, তা আল্লাহ্‌র নিকট লিপিবদ্ধ থাকবে এবং তিনি এর উত্তম প্রতিদান দিবেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا يُنْفِقُوْنَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً وَّلَا يَقْطَعُوْنَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-

'আর তারা অল্প বা বেশী যা কিছু দান করুক না কেন এবং কোন উপত্যকা অতিক্রম করুক না কেন এসব তাদের নামে লিপিবদ্ধ করা হয়। যাতে তারা যা করেছে তার সর্বোত্তম প্রতিদান আল্লাহ তাদের দিতে পারেন' *(তওবা ১২১)*।

ইসলামী শরী'আতে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) ফরয (২) নফল। ফরয ব্যয় হচ্ছে যাকাত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে বছর শেষে মালের যাকাত আদায় করতে হবে। যাকাত না দিলে গোনাহগার হবে এবং অস্বীকার করলে কাফের হবে। পক্ষান্তরে নফল ব্যয় হচ্ছে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান। এটা আবশ্যক নয়। তবে দান করলে নেকী আছে, না করলে পাপ হবে না। প্রত্যেক মুমিনকে বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ যে সমস্ত সম্পদ দিয়েছেন তার মূল মালিক তিনিই। আমি সে সম্পদের আমানতদার মাত্র। তাই এই মাল তিনি যেভাবে যে পথে ব্যয় করতে বলেছেন সে পথেই তাঁর

* চোরকোল, বাজার গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

দেখানো পদ্ধতিতে ব্যয় করতে হবে, অন্য কোন পথ অবলম্বন করলে ছওয়াব তো পাওয়া যাবে না বরং জাহান্নামেও যেতে হ'তে পারে।

মূলতঃ ধন-সম্পদ হ'ল আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে বান্দার জন্য পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় কে উত্তীর্ণ হ'তে পারে সেটাই বিবেচ্য বিষয়। তাই ধনীদের একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, ধন-সম্পদ কেবল নিজের বিদ্যা-বুদ্ধিতে অর্জিত নয়; বরং সেটা আল্লাহ্র দান। আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে সম্পদের হক আদায় করে আল্লাহ্র শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে হবে। এতে বহু ছওয়াব রয়েছে।

দানশীল মুমিনের পরিচয় দিতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ- أُولٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا-

'যারা ছালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছি তা থেকে দান করে। তারাই প্রকৃত মুমিন' *(আনফাল ৩-৪)*।

অত্র আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মুমিন হ'তে হ'লে যে সকল গুণে গুণান্বিত হওয়া প্রয়োজন তন্মধ্যে দানশীলতা অন্যতম। মুমিন জীবনে দানের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَّأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيْهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ-

'হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা থেকে তোমরা দান কর সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন বেচা-কেনা, বন্ধুত্ব এবং কোন সুপারিশ চলবে না' *(বাক্বারাহ ২৫৪)*।

একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে রাযী-খুশী করার জন্য এবং তাঁর যমীনে তাঁরই বিধান প্রতিষ্ঠার জন্য যারা আর্থিক কুরবানী করে তাদের জন্য আল্লাহ্র নিকট উত্তম প্রতিদান রয়েছে। তবে দান করে তা বলে বেড়ানো বা খোটা দেওয়া যাবে না। বরং দান করে প্রতিদান কেবল আল্লাহ্র নিকট চাইতে হবে। তাহ'লে এর উত্তম প্রতিদান পাওয়া যাবে।

আল্লাহ বলেন,

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

'যারা আল্লাহ্র পথে তাদের মাল খরচ করে অতঃপর বলে বেড়ায় না এবং খোটা দেয় না তাদের রবের নিকট তাদের জন্য যথার্থ প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের কোন আশংকা নেই, তারা চিন্তিতও হবে না' *(বাক্বারাহ ২৬২)*।

আল্লাহ্র পথে ব্যয় প্রকৃতপক্ষে সঞ্চয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, আল্লাহ বলেন, 'হে আদম সন্তান তুমি দান কর, আমি তোমাকে দান করব'।[১] দান পার্থিব জীবনে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বয়ে আনে তেমনি পরকালে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে নেকীর পাহাড়ে পরিণত হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা আসমান থেকে অবতীর্ণ হন এবং আল্লাহ্র পথে ব্যয়কারী দানশীল মুমিনের জন্য প্রাণ খুলে দো'আ করেন। তাঁরা বলেন 'হে আল্লাহ! আপনি দানশীলকে তার পূর্ণ প্রতিদান দিন। অন্যজন কৃপণের জন্য বদ দো'আ করে বলেন, 'হে আল্লাহ আপনি কৃপণকে ধ্বংস করুন'।[২]

আসমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আল্লাহ্র পথে খরচ কর, গণনা কর না, তাহ'লে আল্লাহ (তাঁর রহমত) গণনা করবেন'। সঞ্চয় কর না, তাহ'লে আল্লাহ (স্বীয় রহমত) সঞ্চিত রাখবেন। তোমরা সাধ্যমত দান কর তা যত কমই হোক না কেন'।[৩]

আল্লাহ পাক বলেন, 'যারা আল্লাহ্র রাস্তায় তাদের মাল সমূহ ব্যয় করে তাদের ঐ মালের তুলনা একটি শস্যদানার মত যেখান থেকে সাতটি শীষ নির্গত হয়। প্রতিটি শীষে একশ'টি দানা হয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণ বর্ধিত করে থাকেন। আল্লাহ উদারহস্ত ও মহাবিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ১৬১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর সমপরিমাণ দান করবে এবং আল্লাহ পবিত্র বস্তু ভিন্ন কবুল করেন না। আল্লাহ ঐ দান স্বীয় ডান হাত দ্বারা কবুল করেন। অতঃপর তা বৃদ্ধি করতে থাকেন, যেমন তোমাদের কেউ বাছুরের বংশ বৃদ্ধি করে থাকে। অবশেষে ঐ ব্যক্তির ঐ বিশুদ্ধ দান পাহাড়ের সমতুল্য হয়ে যায়'।[৪]

দুভাগ্য যে, আজ নির্ভেজাল তাওহীদী আন্দোলন অর্থসংকটে নিপতিত হয়ে স্বাভাবিকভাবে দাওয়াতী কাজ চালাতে পারছে না। অথচ ধর্মের নামে শিরক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানে আমরা আমাদের সম্পদ দেদারসে ব্যয় করছি। মীলাদুন্নবী, শবেবরাত, শবেমেরাজ, ওরস, কুলখানি, ইছালে ছওয়াব মাহফিলের মত বিদ'আতী অনুষ্ঠানে আমরা দান করছি এবং মাযারে নযর-নেয়ায পেশ করছি।

---

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৬২, 'যাকাত' অধ্যায়, 'দানের প্রশংসা ও কৃপণতার নিন্দা' অনুচ্ছেদ।*
২. *মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/১৮৬০ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৩. *মুত্তাফাক্ব আলাই, মিশকাত হা/১৮৬১ 'যাকাত' অধ্যায়।*
৪. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৮৮।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ 'তোমরা জিহাদ কর মুশরিকদের বিরুদ্ধে তোমাদের জান, মাল এবং যবান দ্বারা'।[৫] আমাদের জান ও মাল দ্বারা বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং আমাদের যাবতীয় দান হ'তে হবে কেবল আল্লাহ্র ওয়াস্তে ও তাঁর নির্দেশিত পথে। অন্যকোন পথে তথা ইসলাম বিরোধী কোন শিরক ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত হ'লে আমাদের ধ্বংস ত্বরান্বিত হবে। অতএব হে দানশীল ব্যক্তিগণ! আপনার একটি পয়সাও যেন ঐ সমস্ত ইসলাম ধ্বংসকারী কর্মকাণ্ডে ব্যয়িত না হয় সেদিকে আপনাকে সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। যদি এসবের পিছনে আপনার অর্থ ব্যয় হয় তাহ'লে ঐ সমস্ত পাপের বোঝা আপনাকে পূর্ণমাত্রায় বহন করতে হবে।

একদা একদল জীর্ণশীর্ণ বুভুক্ষু মানুষ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে আসলে তিনি মুসলমানদের ডেকে ঐ লোকগুলিকে সাহায্য করার জন্য উৎসাহিত করেন। জনৈক আনছার ব্যক্তি সর্বপ্রথম একটি থলে ভর্তি দান নিয়ে আসেন। অতঃপর তার দেখাদেখি খাদ্য, বস্ত্র, অর্থ জমা হ'তে হ'তে বেশ উঁচু দু'টি স্তূপ হয়ে গেল। এতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুশী হয়ে উক্ত আনছার ছাহাবীর প্রশংসা করেন।

অনেকে মাযারে ও বিদ'আতী অনুষ্ঠানে দান করে থাকেন। তাদেরকে ঐসব অনুষ্ঠানে দান করা থেকে বিরত থাকতে বলা হ'লে তারা বলেন, এদের এড়াতে পারি না, কি করব? তাদেরকে আল্লাহ্র নিম্নোক্ত বাণী স্মরণ রাখতে হবে,

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ-

'তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতিতে একে অপরকে সাহায্য কর। কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সাহায্য কর না' *(মায়েদাহ ২)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

مَنْ الْتَمَسَ رِضَاءَ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمَسَ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ-

'যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহকে খুশী করতে চায় আল্লাহ তার রিযিকের ব্যাপারে যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি মানুষকে খুশী করতে গিয়ে আল্লাহকে রাগান্বিত করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দেন'।[৬]

৫. *নাসাঈ, আবুদাঊদ, দারেমী, মিশকাত হা/৩৮২১ 'জিহাদ' অধ্যায়, সনদ ছহীহ।*
৬. তিরমিযী, হা/২৪১৪, 'যুহ্দ' অধ্যায়, সনদ হাসান।

তিনি (ছাঃ) আরো বলেন,

لاَطَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ-

'আল্লাহ্র নাফরমানীর ক্ষেত্রে কোন আনুগত্য নেই, বরং কেবল ভাল কাজেই আনুগত্য করতে হবে'।[৭]

আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আমাদেরকে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হ'তে হবে, পরকালীন মুক্তির জন্য আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়ের প্রতিযোগিতা করতে হবে এবং সোনালী যুগের সোনার মানুষদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। ছাহাবায়ে কেরাম ইসলামের স্বার্থেই নিজেদের সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে হিজরত করেছিলেন মক্কা থেকে মদীনায়। অন্যদিকে আনছার ছাহাবীগণ মুহাজিরগণকে তাদের জমি-জমা, ফলের বাগান, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নগদ অর্থ প্রদান করেছিলেন উদার চিত্তে। আনছার ছাহাবীগণ সেদিন এই মনোভাব দেখাতে ব্যর্থ হ'লে মদীনায় মুহাজির ছাহাবীগণের বসবাস দুর্বিষহ হয়ে পড়ত।

আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِى سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا أُولٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ-

'যেসব লোক ঈমান এনেছে, হিজরত করেছে, আল্লাহ্র পথে জান ও মাল উৎসর্গ করেছে এবং যারা হিজরতকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এবং সাহায্য করেছে, তারা একে অপরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক' *(আনফাল ৭২)*।

নওমুসলিম মদীনাবাসীদের এই অপূর্ব ত্যাগের ইতিহাস কি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না? আমরা কি ভুলে গেছি আবু বকর, ওমর, ওছমান ও খাদীজা (রাঃ) সহ ছাহাবায়ে কেরামের দানের কথা? যারা তাদের সম্পদ ইসলামের সেবায় মুক্ত হস্তে বিলিয়ে দিয়ে ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন।

আজ আমরা ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জনের মোহে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলেছি দিগ্বিদিক। আমরা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছি, আমাদের এই অঢেল সম্পদ কোনই কাজে আসবে না, যদি না তা থেকে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করি। আমরা আজ ব্যাংক-ব্যালেন্স করার

৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৬৬৫।

জন্য মহাব্যস্ত। অথচ ইসলামের পঞ্চম খলীফা বলে পরিচিত ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) ঈদের পূর্বের দিন গায়ের জামা কেটে সন্তানদের নতুন জামা তৈরী করে দিয়ে নিজে ঈদের ময়দানে গিয়েছেন অতি সাধারণ একটি চাদর গায়ে দিয়ে। এই ছিল একজন মুসলিম রাষ্ট্রনেতার আদর্শ। এই মর্মস্পর্শী ঘটনা কি আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে না? পৃথিবীতে যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন তারাও তাদের ধন-সম্পদ সর্বস্ব ইসলামের সেবায় বিলিয়ে দিয়েছেন তাওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তাগূতকে প্রতিরোধের জন্য। জান্নাতের সনদ প্রাপ্তির পরেও যদি তারা এত ত্যাগ-তিতিক্ষার অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন তাহ'লে আমাদের কি করা উচিৎ? ইহুদী-খৃষ্টানরা মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদা নষ্ট করার জন্য কোটি কোটি ডলার ব্যয় করছে। অথচ তারা এর বিনিময়ে পরকালে কিছুই প্রত্যাশা করে না। আর যাদের অর্থ দানের বিনিময়ে জান্নাতের ঘোষণা দেয়া হয়েছে তাদের অর্থ ব্যয় হচ্ছে তাগূতের পথে ফ্যাশন শো'র রঙ্গমঞ্চে। আপনার আয়-ব্যয় দু'টিরই রাতে মুক্তি পেতে হ'লে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে পরিচালিত আন্দোলনকে অর্থ দিয়ে শক্তিশালী করতে হবে। আপনার দানের মাধ্যমেই আল্লাহ্র রহমত নেমে আসবে ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঐ ভবিষ্যত বাণীকে স্মরণ করাতে চাই-

إِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوْا وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوْهَا-

'হে আমার অনুসারীগণ! আমি এ আশংকা করি না যে তোমরা আমার মৃত্যুর পর মুশরিক হয়ে যাবে, বরং আশংকা করি যে, তোমরা পৃথিবীর সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা করবে'।[৯]

প্রত্যেক দানশীল ভাইকে সজাগ দৃষ্টিতে সঠিক খাতে দান করতে হবে, অন্যথা সেই দান জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াকে প্রাধান্য না দিয়ে পরকালীন মুক্তির জন্য বেশী বেশী আর্থিক কুরবানী করার তাওফীক দান করুন। আমীন!!

---

৯. বুখারী হা/৪০৪২, 'মাগাযী' অধ্যায়।

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!! ভর্তি চলছে!!!

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-তে তিন বছর মেয়াদী-

দাওরায়ে হাদীছ কোর্সে ভর্তি চলছে।

প্রথম বর্ষঃ তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ।
দ্বিতীয় বর্ষঃ আবুদাঊদ ও নাসাঈ।
শেষ বর্ষঃ বুখারী ও মুসলিম।

উল্লেখ্য, 'কুতুবে সিত্তাহ'-এর সাথে তাফসীর, উছূলে তাফসীর, উছূলে হাদীছ, তাওহীদ ও আক্বীদাহ বিষয়ক নির্ভরযোগ্য নির্বাচিত গ্রন্থাবলী পড়ানো হয়।

বৈশিষ্ট্যঃ হাদীছের ছহীহ ও যঈফ যাচাই, সালাফে ছালেহীনের নীতি অনুযায়ী ব্যাখ্যা ও সামঞ্জস্য বিধান এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ মাসআলা নির্ধারণ।

সার্বিক যোগাযোগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৪-৪৬০৭১৯

বের হয়েছে! বের হয়েছে!! বের হয়েছে!!!

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'-এর প্রতিভাদীপ্ত এক ঝাঁক মেধাবী ছাত্র কর্তৃক রচিত ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা সম্পাদিত আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও সকলের আকাঙ্খিত **'দিশারী'** দাখিল প্রশ্নপত্র সাজেশান্স ২০০৭ প্রথম বারের মত বিজ্ঞান বিভাগ সহ বৃহত্তর কলেবরে বের হয়েছে।

যোগাযোগ
"দিশারী" দাখিল সাজেশান্স প্রণয়ন কমিটি
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইলঃ ০১৭১৮-৬৯০৯৩৬
০১৭১৭-৬৭২৪৫৮

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

ধারণা

*খাদীজা পারভীন**

কোন বিষয়ে সঠিক কিছু না জেনে শুধুমাত্র অতিরিক্ত অনুমান ও অহেতুক ধারণার ফলে সমাজে পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি হয় এবং এরূপ অলীক সন্দেহের ফলে অনেক জীবনে মুছীবত নেমে আসে। এ বিষয়ে একটি গল্প নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

এক ব্যক্তির অবস্থা এমন ছিল যে, সে পিতা-মাতা, স্ত্রী ও ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোনরকমে দিনাতিপাত করত। প্রত্যহ ফজরের ছালাতের পর রিযিকের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ত। সারাদিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর রাতে বাড়ি ফিরে এশার ছালাত আদায়ের পর স্ত্রীকে তিনটি কথা জিজ্ঞেস করত। আর তা হ'লঃ 'ঋণ পরিশোধ করেছ'? স্ত্রী বলত, হ্যাঁ করেছি। 'নতুনভাবে ঋণ দিয়েছ'? সে বলত, দিয়েছি। 'ঘিয়ে পানি ঢেলেছ'? জবাবে স্ত্রী বলত, ঢেলেছি। তারপর স্বামী বলত, এবার খাবার দাও, দুই আলো জ্বেলে খাবার খাই।

এভাবে স্বামী তার স্ত্রীকে প্রতি রাতেই উক্ত কথাগুলি জিজ্ঞেস করত। তাদের উভয়ের এই কথোপকথন জনৈক গোয়েন্দা প্রায়ই শুনত এবং বিস্ময়ের সাথে চিন্তা করত যে, প্রতিদিন ঋণ পরিশোধ করে আবার নতুনভাবে ঋণ প্রদান করে। মূল্যবান খাদ্য ঘি-য়ে পানি ঢালে আবার দু'টি আলো জ্বেলে খাবার খায়। এ কেমন কথা? নিশ্চয়ই এটা ছোট-খাট কোন বিষয় নয়। এর মধ্যে অবশ্যই কোন গোপন রহস্য নিহিত আছে। এক পর্যায়ে তিনি এ বিষয়টি প্রশাসনের নিকট জানালে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করল। যথারীতি তাকে রিমান্ডে নেওয়া হ'ল এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হ'ল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পরেও তার কাছ থেকে কোনই তথ্য উদ্ঘাটিত হ'ল না। অবশেষে তাকে বলা হ'ল, 'তুমি প্রতি রাতে তোমার স্ত্রীকে যে কথাগুলি জিজ্ঞেস কর এই কথাগুলির অর্থ কি'? সে বলল, এগুলি তেমন কোন বিষয় নয়, এটা আমাদের সাংসারিক জীবনের দৈনন্দিন হিসাব-নিকাশ মাত্র। এগুলির অর্থ হচ্ছে, ঋণ পরিশোধ করা মানে হ'ল বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা-যত্ন করা। নতুনভাবে ঋণ দেওয়ার অর্থ হ'ল- ছেলেদের ঠিকমত দেখাশুনা করা এবং ঘি-য়ে পানি ঢালার অর্থ হ'ল মেয়েদের সঠিকভাবে লালন-পালন করে অবশেষে যথাসময়ে বিবাহ দিয়ে অর্থ সম্পদ ব্যয় করে বিদায় দেওয়া। আর দুই আলো জ্বেলে খাদ্য খাওয়ার অর্থ হ'লঃ আমি অত্যন্ত দরিদ্র। সেকারণ তেল ক্রয় করে বাতি জ্বেলে খাদ্য খাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অন্ধকারে খাদ্য খাই আল্লাহ প্রদত্ত দু'টি চোখ দ্বারা। অবশেষে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

** এস.এস.সি ফলপ্রার্থী, চোরকোল মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।*

মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব

*মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ**

পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে প্রত্যেকটি বস্তুরই একজন স্রষ্টা আছেন। যেখানে কর্ম আছে, সেখানে কর্তা অবশ্যই থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। শিল্প থাকলে শিল্পী থাকবে, চিত্র থাকলে চিত্রকর থাকবে, কাব্য থাকলে কবি থাকবে এটাই চিরন্তন সত্য। অতএব এই মহাবিশ্বের একজন মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

জনৈক ব্যক্তি ইসলামের হুকুম-আহকাম যথাসম্ভব মেনে চলত। একদা তার পৌত্র তাকে জিজ্ঞেস করল, দাদা আপনি যার উদ্দেশ্যে ছালাত, ছিয়াম আদায় করেন তাকে কি দেখতে পান? 'দাদা বলল, হ্যাঁ ভাই, আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাই। পৌত্র নাছোড় বান্দা বলল তাহ'লে আমিও আল্লাহকে দেখব। দাদা বলল, আগামীকাল যখন আমাদের কারখানার মেশিনগুলি চালু করব তখন তোমাকে আল্লাহকে দেখাব।

নাতি কৌতুহলের সাথে দিন অতিবাহিত করতে লাগল। পরদিন যথাসময়ে সে তার দাদার নিকট উপস্থিত হ'ল। অতঃপর কারখানার মেশিনগুলি চালু করা হ'লে দাদা তাকে বলল, এই মেশিনগুলি কে নিয়ন্ত্রণ করছে? সে বলল কর্মচারীরা। দাদা বলল, এখন যদি এগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহ'লে কি আর আগের মত চলবে, যতক্ষণ আবার পুনরায় চালু না করা হবে? নাতি বলল, অবশ্যই না। তাহ'লে এবার বল, একটি মেশিন যদি নিজের ইচ্ছামত চলতে না পারে, তাকে চালাতে হ'লে যদি কর্মচারীর প্রয়োজন হয় তাহ'লে এই বিশাল পৃথিবী কিভাবে একা একা চলতে পারে? যেখানে লক্ষ লক্ষ গ্রহ-নক্ষত্র অবস্থান করছে, স্ব-স্ব গতিতে আপন কক্ষপথে পরিভ্রমণ করছে। যার একটির সাথে অপরটির সংঘর্ষ হ'লে পৃথিবী নির্ঘাত ধ্বংসের মুখে পতিত হবে। আর এভাবেই আল্লাহ তা'আলার চিন্তাশীল বান্দাগণ তার স্রষ্টাকে তাঁর ইবাদত পালনের মাধ্যমে দেখতে পায়। এবার বুদ্ধিমান নাতি সব বুঝতে পারল এবং আল্লাহ্‌র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করল।

** সরকারী কেসি কলেজ, ঝিনাইদহ।*

ক্ষেত-খামার

বর্ষাকালীন শসা চাষের সহজ পদ্ধতি

মুখরোচক সবজি শসার কদর ফল হিসাবেও কম নয়। সব ঋতুতে সমান চাহিদা সম্পন্ন এই সবজির চাষ অর্থনৈতিক দিক দিয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ। এক বিঘা জমিতে ধান চাষের তুলনায় শসা চাষে বেশী আয় করা সম্ভব। লাভজনক হওয়ায় আজকাল বাজারে বারো মাসই শসা পাওয়া যায়। শীতের দিনেও অনেকে প্লাস্টিক হাউসে শসা চাষ শুরু করছেন। যে সব চাষীর নিজস্ব জমির পরিমাণ কম তারাও শসা চাষ করে অধিক লাভবান হ'তে পারেন। বাজারের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আজকাল চাষীরা শীতের শেষ থেকেই শসা চাষ করতে শুরু করেন। এখানে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শসা চাষের উন্নত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।-

মাটি নির্বাচনঃ শসা চাষের জন্য পানি জমে না এরকম উঁচু মাটি নির্বাচন করতে হবে। দোঁআশ মাটিতে এর চাষ ভাল হয়। জৈব সার প্রয়োগ করে এঁটেল মাটিতেও শসা চাষ করা যায়। অবশ্য মাটিতে পানি নিষ্কাশনের উন্নত ব্যবস্থা থাকা চাই।

জাতঃ দেশের কৃষিবিদ ও কৃষি বিশেষজ্ঞরা উচ্চফলনশীল কঞ্চ জাতের শসা চাষ করা অনুমোদন করেছেন। সেগুলো হ'ল- চাইনীজ গ্রীন, পুচা সংযোগ, পইনসেটী, এএইউসি-১, এএইউসি-২, এএইউসি-৩ এবং এএইউসি-৪। আজকাল বাজারে অনেক উচ্চফলনশীল এবং হাইব্রিড শসার জাত পাওয়া যায়। এছাড়াও অনেক চাষী অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে স্থানীয়ভাবে পাওয়া জাতও অনেক সময় ব্যবহার করেন। অবশ্য অনুমোদিত জাত সংগ্রহ করতে না পারলে চাষীদের কৃষি বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলাপ করে জাত নির্বাচন করাই ভাল।

বীজ বপন পদ্ধতিঃ শীতের শেষ থেকেই বর্ষাকালীন শসার বীজ বপন করা যায়। অবশ্য চৈত্র-বৈশাখ পর্যন্ত বীজ বপন করা চলে। এটি চাষের জন্য বিঘা প্রতি ৩ শ' গ্রাম বীজের প্রয়োজন। বীজ সারিতে বুনতে হয়। এক সারি থেকে অপর সারির দূরত্ব হবে ৪ ফুট। প্রতি সারিতে ৩ ফুট অন্তর অন্তর এক সঙ্গে ২-৩ টি বীজ বপন করতে হয়। অবশ্য আগেই মাটি উচু করে সারি তৈরী করে নিবে।

সারের পরিমাণঃ শসা চাষের জন্য জমি ভালভাবে চাষ করে বিঘা প্রতি ৬ কেজি ইউরিয়া, ৩৬ কেজি সিঙ্গল সুপার ফসফেট এবং ১৬ কেজি মিউরিট অব পটাশ সার প্রয়োগ করতে হবে। এরপর আবার চাষ দিয়ে মাটিকে ভালভাবে ঝরঝরে করে নিবে। চারার বয়স একমাস হওয়ার পর পুনরায় বিঘা প্রতি ৬ কেজি ইউরিয়া গাছের গোড়ায় একটু দূরত্ব বজায় রেখে প্রয়োগ করতে হবে।

মাধ্যমিক পরিচর্যাঃ শসার চারা গজানোর একমাস পরে গাছের গোড়া থেকে আগাছা পরিষ্কার করে দিবে। বৃষ্টির সময় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। শসা গাছে সাধারণত স্ত্রী ফুলের সংখ্যা কম হয়। স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্লেনোফিক্স নামের হরমোন ব্যবহার করা যায়। দশ মিঃ লিঃ প্লেনোফিক্স ৪.৫ লিটার পানির সঙ্গে মিশিয়ে চারা ২-৪ পাতা হওয়া অবস্থায় স্প্রে করবে। এর ফলে স্ত্রী ফুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে ফলধারণ ক্ষমতা, ফলের আকার এবং উৎপাদন।

শসা রক্ষাঃ শসা চাষে অনেক ধরনের রোগ এবং পোকার আক্রমণ হয়। যেমন ফল ছিদ্রকারী **মাছি পোকা** শসার অত্যন্ত অনিষ্টকারী পোকা। মাছি পোকা পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় ফুলের গর্ভাশয়ে ডিম দিয়ে থাকে। কালক্রমে ডিম থেকে কীট বেরিয়ে ফলের ভিতরে ঢুকে পড়ে। পরে ধীরে ধীরে ফলটিকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে। মাছি পোকা দমনের জন্য এক চামচ মালাথিয়ন ৫০ ইসি ওষুধ ২-৫০ লিটার পানিতে সামান্য গুড়ের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করতে হবে। গুড়ের পরিমাণ হবে ২৫ গ্রাম।

ফল ছিদ্রকারী পোকা ছাড়াও অন্য কিছু পোকাও শসা গাছে আক্রমণ করে। এ পোকাগুলোর মধ্যে এপিলাকানা বিটল, প্রফিড, পামকিন বিটল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ পোকাগুলোর জন্যও মালাথিয়ন ৫০ ইসির মিশ্রণ স্প্রে করা যায়। শসার রোগগুলোর মধ্যে ডাউনি মিলডিউ এবং পাউডারি হ'লে আক্রান্ত গাছের পাতার উপরের অংশ হলদে ও নীচের অংশে বেগুনী রংয়ের দাগ দেখা যায়। পরে পাতা জ্বলে যায়। গাছও পুড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আক্রান্ত গাছের ফল উৎপাদনের সম্ভাবনা থাকে না। এ রোগ দমন করার জন্য ১ শতাংশ শক্তির বোর্দ মিশ্রণ খুবই কার্যকরী। ফাইটলান- ৪ মিলিগ্রাম ১ লিটার পানিতে বা ডাইথেন জেদ ৭৮ নামের ওষুধ ২ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করলেও এ রোগ দমন করা যায়।

পাউডারি মিলডিউ রোগ সাধারণত পাতায় ও কাণ্ডে দেখা যায়। রোগের প্রকোপ বেড়ে গেলে পাতা ও কাণ্ডে সাদা সাদা গুঁড়োর মত দেখা যায়। এর ফলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে এবং গাছের বৃদ্ধি কমে যায়। গাছে ফল ধরে না। ফল ধরলেও ফুল পুষ্ট হওয়ার আগে ঝরে পড়ে। এ রোগ দমন করার জন্য বেভিষ্টিন ১ গ্রাম এক লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা দরকার।

শসা গাছে **ভুষো রোগ** হ'লে গাছের পাতা ও ফলে লম্বা লম্বা বাদামী থেকে কালো দাগ হয়। পরে ফলেও তা বিস্তার লাভ

করে। এ রোগ দমনের জন্য ১ গ্রাম বেভিষ্টিন ১ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করা দরকার।

ভালভাবে চাষ করলে চাষীরা এক বিঘা শসা চাষ থেকে সাধারণত ৮-১০ কুইন্টাল ফলন আশা করতে পারেন। ব্যবসায়িকভাবে শসা চাষ করতে হ'লে কতগুলো বিশেষ দিকের প্রতি নযর রাখতে হবে। যেমন ঠিক সময়ে ফসল তোলা, সবজি হিসাবে গ্রহণযোগ্য কি-না তা খতিয়ে দেখা, এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তরিত করা ও শেষে বাজারজাত করা। প্রকৃতপক্ষে অধিক ফলন পাওয়ার জন্য দরকার উন্নত জাতের বীজ, উৎকৃষ্ট পরিচর্যা, নির্দিষ্ট সময়ে ফল সংগ্রহ এবং আকার অনুসারে ফল বাছাই করে বাজারজাত করা।

॥ সংকলিত ॥

ছাগল পুষে লাভবান হউন

ছাগল পালন লাভজনক হ'লেও অনেকেই তা প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও তথ্যের অভাবে করতে পারেন না। সেকারণ ছাগল পালনের আগে অবশ্যই কয়েকটি বিষয়ে নযর রাখতে হবে।

ঘর তৈরীঃ ছাগল পালনের জন্য ঘর এমনভাবে তৈরী করতে হবে যেন তা ছাগলের বসবাসের জন্য আরামদায়ক হয়। রোদ, বৃষ্টি, ঝড় এবং সব ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগেও যেন আরাম নষ্ট না হয়। ছাগলের ঘর শুষ্ক, পরিষ্কার ও উঁচু হওয়া আবশ্যক। মল-মূত্র জমে ঘর যেন স্যাঁতস্যাঁতে ও দুর্গন্ধযুক্ত না হ'তে পারে সেজন্য সুষ্ঠ নিষ্কাশন ব্যবস্থা থাকতে হবে। ঘরে যেন পর্যাপ্ত আলো-বাতাস চলাচল করতে পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অন্যথায় ছাগলের নানা রকম অসুখ হ'তে পারে।

জীবাণুমুক্ত হওয়াঃ খামারে ছাগল আনার আগে ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে এবং জীবাণুনাশক প্রয়োগ করে খামারকে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। এজন্য প্রথমে ঘরের মেঝে ও দেয়াল ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুয়ে জীবাণুনাশক প্রয়োগ করবে।

নিরাপত্তাঃ খামার এলাকার বেড়া বা নিরাপত্তা বেষ্টনী এমনভাবে করতে হবে যেন খামারে অনাকাঙ্ক্ষিত লোকজন, শেয়াল-কুকুর ও অন্যান্য বন্যপ্রাণী প্রবেশ করতে না পারে। খামারের প্রবেশপথে ফুটপাথ বা পা ধোয়ার জন্য ছোট চৌবাচ্চায় জীবাণুনাশক মেশানো পানি রাখতে হবে, যেন যে কেউ খামারে প্রবেশের আগে তার পা জীবাণুমুক্ত পানিতে ভিজিয়ে নিতে পারে। খাদ্য গুদামে ইঁদুর প্রবেশ করে খাদ্য খাওয়া ছাড়াও যেন রোগ ছড়াতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখাও দরকার।

নতুন ছাগল সরাসরি খামারে নেওয়া যাবে নাঃ খামারের জন্য সংগ্রহ করা নতুন ছাগল সরাসরি খামারে নেওয়া মোটেও উচিত নয়। এ ধরনের ছাগলের জন্য আলাদা ঘর তৈরী করতে হবে, যাকে 'পৃথকীকরণ ঘর' বা 'আইসোলেশন শেড' বলে। এই শেডে ছাগল নেওয়ার আগে ঘর জীবাণুনাশক দিয়ে জীবাণুমুক্ত করে নিতে হবে।

দরকারি ওষুধপত্রঃ খামারে ছাগল আনার আগেই এদের স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ খাওয়াতে হবে। তাই খাবার স্যালাইনসহ অন্যান্য ওষুধ সবসময় ঘরে সংগ্রহ রাখতে হবে। আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার ১৫ দিনের মধ্যে যদি কোন রোগ না দেখা দেয় তাহ'লে প্রথমে পিপিআর রোগের ভ্যাকসিন এবং সাত দিন পর গোটপক্সের ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে। টিকা প্রয়োগের জন্য জীবাণুমুক্ত নতুন সিরিঞ্জ ও সুঁচ ব্যবহার করতে হবে। শেষ টিকা প্রদানের সাত দিন পর ছাগল মূল খামারে নেওয়া যাবে।

বংশ ইতিহাস জানা দরকারঃ খামারের জন্য সংগ্রহ করা ছাগল অবশ্যই সংক্রামক রোগমুক্ত হ'তে হবে।

- ছাগলের কোন শারীরিক সমস্যা আছে কি-না? যেমন পানি, খাবার ঠিকমতো খাচ্ছে কি-না।
- ছাগলের পায়খানা-প্রস্রাব ঠিকমতো হচ্ছে কি-না?
- এর আগে ছাগলের কী ধরনের রোগ হয়েছিল এবং কী ধরনের চিকিৎসা করা হয়েছিল।
- আগে ঐ এলাকায় এ ধরনের রোগ হয়েছিল কি-না? আক্রান্ত ছাগলের মৃত্যু হয়েছিল কি-না? হলে মৃত্যুহার কত?
- ছাগলকে কোন টিকা দেওয়া হয়েছে কি-না? দিলে কত দিন আগে এবং কী কী টিকা দেওয়া হয়েছে? ইত্যাদি জানা আবশ্যক।

পরিবহনঃ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছাগল নেওয়ার আগে এদের স্যালাইন খাওয়াতে হবে। মানুষের ওরস্যালাইন খাওয়ালেই ভাল। অতিরিক্ত গরম বা ঠাণ্ডা কিংবা ঝড়-বৃষ্টিতে এদের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবহন করা মোটেও উচিত নয়।

স্যালাইন ও অ্যান্টিবায়োটিকঃ আইসোলেশন শেডে ছাগল রাখার পর পরই এদের স্যালাইন ও ভিটামিন-সি খাওয়াতে হবে। দিতে হবে অ্যান্টিবায়োটিক ইনজেকশন। এ কাজে পশু চিকিৎসকদের অবশ্যই সহায়তা নিতে হবে।

কৃমিনাশকঃ নতুন ছাগল খামারে আনার পরদিন কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়াতে হবে। এ ক্ষেত্রে বহিঃপরজীবী এবং আন্তঃপরজীবীর জন্য কার্যকর কৃমিনাশক প্রয়োগ করা উচিত। এর সঙ্গে চর্মরোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিটি ছাগলকে শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ ম্যালাথিয়ন দ্রবণে গোসল করাতে হবে। এসব ছাড়াও খামারে ছাগল আনার পর থেকে প্রতিদিনই খেয়াল করতে হবে। প্রথম পাঁচ দিন সকালে ও বিকেলে দু'বার থার্মোমিটার দিয়ে ছাগলের দেহের তাপমাত্রা পরীক্ষা করতে হবে। হঠাৎ কোন রোগ দেখামাত্রই পশু চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে।

পরিশেষে সঠিক পরিচর্যা ও নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলে ছাগল পালন করলে নিঃসন্দেহে তা লাভজনক হবে। এ থেকে আয় করা যাবে প্রচুর অর্থ।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

বলে গেল কমরেড

-মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান
সম্পাদক, কালান্তর
নেছারাবাদ, পিরোজপুর।

বলে গেল কমরেড নেই কোন ভাবনা
পেয়ে যাবে খৈল-ভুষি, খড়কুটো-জাবনা।
দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে কষে মারে লেকচার
হার মানে পেশাদার গলাবাজ মোক্তার।
এইরূপ চাপাবাজি-গলাবাজি নিত্য
শুনে শুনে ভরে যায় পাবলিক চিত্ত।
তারপর পেয়ে গেলে ক্ষমতার বটগাছ
মগডালে চড়ে বসে পরে নিয়ে শিরতাজ।
এরপর নীচে তার দৃষ্টিতো পড়ে না
যত পায় তত খায় পেট যেন ভরে না।
দীনজন থেকে যায় বরাবরই উপোসি
আইবুড়ো থাকে শুধু গরীবের রূপসী।
কমরেড ডালে বসে নাড়ে শুধু পুচ্ছ
এইবার চাই তার আরো কিছু উচ্চ।

***

মক্কা বিজয়

-মাস'উদা সুলতানা রুমী
বাঙ্গাবাড়িয়া, নওগাঁ।

বাজিছে খুশির দামামা আজিকে মক্কা বিজয়ের দিন
আরব থেকে শিরক ও কুফরী সব হয়ে গেল লীন।
এলেন রাসূল বিজয়ী বেশে জন্মভূমি মক্কা
যত বেঈমান বে-দ্বীন কাফের পেল সবে ক্ষমা।
মযলূম যত মুসলিম আজি এসেছে বিজয়ী বেশে
বিজয় নিশান উড়ায় তারা কা'বার শীর্ষ দেশে।
ক্ষমা পেল আজ জানা-অজানা যত ছিল দুশমন
নতুন জীবন পেল আজিকে হিন্দা ও আবু সুফিয়ান।
এই সেই কা'বা আল্লাহ্র ঘর এই সেই যমযম
ইসমাঈলের স্মৃতিবিজড়িত সুন্দর অনুপম।
এই সেই স্থান, যেখানে রাসূল মেলেছিলেন দু'নয়ন
মক্কা নিয়ে তার ছিল কত আশা, ছিল যে কত স্বপন।
এখানেই তার কৈশোর কেটেছে এখানেই যৌবন
কত স্মৃতিকথা ভেসে উঠে হৃদয়ে মন হয় উচাটন।
এখানে ঘুমিয়ে শিশু পুত্রদ্বয় খাদীজা প্রিয়তমা
তাই তো তোমায় ভালবাসি ওগো মক্কা মু'আয্যামা।
সব আশা আজ পূর্ণতা পেল নেই কোন দুঃখ-ক্ষোভ
জাহেলী সমাজের যত অজ্ঞতা মেনেছে পরাভব।
পুণ্য ভূমি মক্কা আজিকে হ'ল পুণ্যতর
বুত-প্রতিমা হ'তে পাক-সাফ হ'ল পুণ্য কা'বা ঘর।

মা

-মুহাম্মদ শাহজাহান আলী
বি,আই,টি, দৌলতপুর, খুলনা।

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে
মায়ের কথা ভাবতে
সুখে-দুঃখে দিবস যামী
মাকে স্মরণ করতে।
আমার প্রবল ইচ্ছে করে
মায়ের স্মৃতি মনে রাখি
রং-তুলি নয় হৃদয়পটে
মায়ের ছবি আঁকি।
আমার কেবল ইচ্ছে করে
জানতে মায়ের কথা
মাঝে মাঝে যেন লিখি
মায়ের স্মৃতিগাথা।
ছালাত মাঝে নিবিড় মনে
করি মোনাজাত
মাতা-পিতার তরে মাগি
আল্লাহ্র নিকট মাগফেরাত।

***

আহ্বান

-আবু রায়হান
পশ্চিম সোনাবাড়িয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

এসো হে নবীন! গাও আজ সবে
নব জীবনের গান
পুরাতন যত ধ্বংসস্তূপ
ভেঙ্গে কর খান খান।
উদিত সূর্য রক্তিম আভা
ছড়ায়ে চলেছে দেখ
সত্য পিয়াসী ঐ চোখে তুমি
মুক্তির ছবি আঁক।
আগামী দিনের কাণ্ডারী তুমি
নয়া যামানার দান
নিজেকে গড়ে জগৎ জুড়ে
রাখ এ জাতির মান।

***

আল্লাহ্র মদদ

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

মাথায় কত প্রশ্ন আসে
কে দিবে আজ জবাব তার
সবাই বলে ফযুল কথা
বকিসনে আর খবরদার!

অমন ধারা ক্ষিপ্ত হ'লে
কেমন করে বলবো সব
ভাবলে আমায় মূর্খ জাহেল
কেমনে করি অনুভব।
মুসলমান তো সেরা জাতি
খ্যাতি আছে ভুবনময়
যুগে যুগে কালে কালে
ইতিহাস তার সাক্ষী দেয়।
আল-কুরআন যার ধর্মগ্রন্থ
শ্রেষ্ঠ কিতাব আসমানী
এই কিতাবের শিক্ষা নিলে
অজ্ঞজনও হয় জ্ঞানী।
নবী যাদের মহানবী
আখেরী নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)
যাঁর আগমন নিখিল ধরায়
সকল যুলুম করলো রদ।
এই পৃথিবীর শিক্ষাগুরু
ধর্মগুরুও তিনিই যে
সকল আঁধার করেছেন দূর
আল-কুরআনের আলোকে।
ইসলাম সেতো পরশমানিক
যার পরশে হৃদয় ছুঁই
ছোঁয়াতে যার মাটির মানুষ
সোনার চাইতেও খাঁটি হয়।
আল-কুরআনের শিক্ষা যখন
ছিল মুসলিম পরিবারে
সোনালী যুগ এনেছিল
চমকে দিয়ে জগৎটারে।
লোভ-লালসা ভোগ-বিলাসের
তখ্ত তাউস চায়নি তারা
আখেরাতে জান্নাত পাবার
আশায় ছিল পাগলপারা।
জাহান্নামের আযাব ভীতি
ছিল মুমিন অন্তরে
হর-হামেশা সকাল-সাঁঝে
থাকত ভীতু সেই ডরে।
মিথ্যা যুলুম বাদ-অপবাদ
অপকর্ম সকল ছাড়ি
কেবল আল্লাহ্র ইবাদতে
কাটাতো কত বিভাবরী।
হারামটাকে জানত হারাম
হালালটাকে হালাল তাই
পরনিন্দা মহা অন্যায়
কোন গীবৎ চুগলী নাই।
মদ জুয়া আর ব্যভিচারের
ধারে কাছে যায়নি কভু
শিরক ও বিদ'আতের সুখসাগরে
খায়নি সে হাবুডুবু।
ন্যায়-নীতি আর হক-ইনছাফের
করেছিল শাসন জারি
তাইতো তখন পায়নি রেহাই
কোন জাতির অত্যাচারী।
ইসলাম যে এক শান্তির ধর্ম
মহান আল্লাহ্র মনোনীত
শান্তিতে তাই করেছে বাস
কোন জাতি হয়নি ভীত।
আজ কেন এই ভূমণ্ডলে
মুসলিম জাতির এমন হাল
অন্যায়কারীর বদনাম লয়ে
ধরাধামে কাটায় কাল।
বিধর্মীদের অত্যাচারে
ধ্বংস সমাজ-রাষ্ট্র আজ
জান-মাল সব হরণ করে
গড়ছে কেবল ত্রাসের রাজ।
আল্লাহ্র মদদ আসে না আর
মুসলিম উম্মার উপরে
ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দিলে
আসবে মদদ কি করে?
ধর্মের নামে প্রহসন আর
লোক দেখানো ইবাদত
এত কেঁদেও তাই এখনো
আসে না আর তাঁর মদদ।
শোন হে মুসলিম জাতি
হও এখনো হুঁশিয়ার
এই দুনিয়ার সকল ছেড়ে
হুকুম মানো এক আল্লাহ্র।
কুরআন-হাদীছ আঁকড়ে ধর
হাতে-দাঁতে শক্ত করে
আল-কুরআন শিক্ষা কর
সকল মুসলিম পরিবারে।
ইল্ম শিখে আমল কর
শুধু শিক্ষার মূল্য নাই
দ্বীনী শিক্ষার জ্ঞানভাণ্ডারে
বলেন মহান আল্লাহ তাই।
তবেই আবার আল্লাহ্র মদদ
আসবে বিশ্ব মুসলিম পর
বিধর্মীরা ধ্বংস হবে
আল-কুরআন দেয় খবর।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (উদ্ভিদ জগৎ)-এর সঠিক উত্তর

১। প্রায় আড়াই লক্ষ প্রকার।
২। পৃথিবীর প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ।
৩। হ্যাঁ, আছে।
৪। জগদিশ চন্দ্র বসু।
৫। পাথরকুচি।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ফুল)-এর সঠিক উত্তর

১। লাল রঙের।
২। সাদা রঙের।
৩। গোলাপ ফুলকে।
৪। বেলী, জুঁই, শিউলী, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা ইত্যাদি।
৫। শাপলা, পদ্ম, কলমি, কচুরি ইত্যাদি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)

১। সবচেয়ে বেশী পটাশিয়াম পাওয়া যায় কিসে?
২। কোন্ জাতীয় সবজি পাকস্থলীর ক্যান্সার প্রতিরোধ করে?
৩। কোন্ জাতীয় সবজি হার্ট এ্যাটাকের সম্ভাবনা কমিয়ে দেয়?
৪। কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় কিসে?
৫। বিষাক্ত নিকোটিন থাকে কিসে?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)

১। 'বাংলাদেশ সেনাবাহিনী'র সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?
২। 'বাংলাদেশ পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমী' কোথায়?
৩। 'বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী' কোথায়?
৪। 'বাংলাদেশ পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র' কোথায়?
৫। 'বাংলাদেশ লোকশিল্প যাদুঘর' কোথায়?

** সংগ্রহেঃ আবুল হাসীব বিন ইদরীস*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

বাঘা, রাজশাহী ২২ এপ্রিল শনিবারঃ অদ্য সকাল ৬-টায় বাঘা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক আব্দুল্লাহিল কাফী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে মুসাম্মাৎ বেবী খাতুন, জাগরণী পেশ করে মুসাম্মাৎ আশা খাতুন এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করে ভোলাবাড়ী জামে মসজিদ মক্তবের শিক্ষক রফীকুল ইসলাম।

জোট সরকারকে বলি

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ (লিটন)
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কেউবা খুশি কারায় গালিব
কেউবা দুঃখে কাঁদে,
কেউবা হেসে বলছে গালিব
পড়ল কঠিন ফাঁদে।

কেউব বলছে ভালই হ'ল
বন্দী হ'লেন গালিব স্যার,
ধরবে কে আর জাল হাদীছ
বলবে কে আর বিদ'আত ছাড়?

কেউবা বলে জঙ্গী গালিব
কেউবা বলে সন্ত্রাসী,
কেউবা বলে কসম আল্লাহর
গালিব স্যার নয়তো দোষী।

কেউবা বলে চাঁদ স্বরূপ
ঐ মহান পুরুষ গালিব স্যার,
যাঁর লেখনীর ক্ষুরধারে
দূর হ'ল সব কুসংস্কার।

ছহীহ হাদীছ পেলে যারা
ইজমা, ক্বিয়াস মানে না,
রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করে
পীর-মুরশিদ ধরে না।

এরাই হ'ল প্রকৃত মুমিন
খাঁটি মুসলমান,
মেনে চলে সকল ক্ষেত্রে
হাদীছ আর কুরআন।

মিথ্যাভাবে এদের উপর
জঙ্গীবাদের দোষ চাঁপায়,
ভুল বুঝে জোট সরকারে
এদের ঢুকায় জেলখানায়।

তাই সময় থাকতে জোট সরকারকে
শুদ্ধ হ'তে বলি,
গালিব স্যারকে বের করে দাও
কারার লৌহ কপাট খুলি।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

৬৪ যেলায় সরকারী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল নির্মিত হচ্ছে

দেশের ৬৪ যেলায় ৬৪টি ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুল নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে সরকার। এ লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য প্রকল্প প্রস্তাবও (পিপি) তৈরী করেছে মন্ত্রণালয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিটি স্কুল নির্মাণের ব্যয় ধরা হয়েছে ১ কোটি টাকা। শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, মানসম্মত শিক্ষাদানের জন্যই প্রত্যেক যেলায় একটি করে ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুল নির্মাণ করা হবে।

সূত্র মতে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলি আগের যেলা স্কুলগুলির আদলে গড়ে তোলা হবে। শিক্ষাদান ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার দিক থেকে এ মডেল স্কুলগুলি হবে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। এগুলিতে কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করা হবে। যোগ্য শিক্ষকদের আকর্ষণীয় বেতনে নিয়োগ করা হবে। নিয়োগের পর সরকারীভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকদের দক্ষ করে তোলা হবে। সবচেয়ে ব্যতিক্রমী দিক হ'ল এতে প্রচলিত ধারার গভর্নিং বডি থাকবে না। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অনেকটা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের মতো এসব স্কুল পরিচালিত হবে।

জানা গেছে, পাঠদানের মাধ্যম ইংরেজী হ'লেও এসব স্কুলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা হবে। প্রস্তাবিত ইংলিশ মিডিয়াম মডেল স্কুলগুলিতে প্লে গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করা হবে। একটি শ্রেণীতে ৮০ জনের বেশী শিক্ষার্থী হ'লে প্রয়োজনে নতুন শাখা খোলা যাবে। দশম শ্রেণী শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা দেশের বিভিন্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে। পর্যায়ক্রমে এ ধরনের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল দেশের ৪৬০টি উপযেলাতেই নির্মাণ করা হবে।

বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত

বাংলাদেশ 'জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে'র সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত ৪৭টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান বলেন, জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্থাৎ ১৯১টি দেশের মধ্যে ৯৬টি দেশের ভোট। এশিয়া থেকে নির্বাচিত ১৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ১৬০ ভোট পেয়ে ৩য় স্থান লাভ করেছে। এশিয়ার অন্যান্য নির্বাচিত দেশের মধ্যে ভারত ১৭৩ ভোট পেয়ে প্রথম এবং ইন্দোনেশিয়া ১৬৫ ভোট পেয়ে ২য় স্থান লাভ করেছে। এছাড়া আফ্রিকা থেকে ১৩টি, পূর্ব ইউরোপ থেকে ৬টি, ল্যাটিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চল থেকে ৮টি এবং পশ্চিম ইউরোপ থেকে ৭টি দেশ নির্বাচিত হয়েছে। ৪৭টি দেশের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ১ বছরের জন্য, এক তৃতীয়াংশ ২ বছর এবং বাকী এক তৃতীয়াংশ ৩ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। বাংলাদেশ ৩ বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছে।

কুয়েতে বাংলাদেশী জনশক্তি নিয়োগে সব বাধা প্রত্যাহার

বাংলাদেশ থেকে জনশক্তি নিয়োগের ক্ষেত্রে সব প্রতিবন্ধকতা তুলে নিয়েছে কুয়েত। ফলে সেখানে বাংলাদেশী পেশাজীবী ও শ্রমিকের ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কুয়েতের প্রধানমন্ত্রী শায়খ নাছের মুহাম্মাদ আহমাদ আল-জাবের আস-সাবাহ তার সরকারের এই সিদ্ধান্তের কথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে জানিয়েছেন। ওদিকে কুয়েতের আমীর শায়খ সাবাহ আহমাদ আল-জাবের আস-সাবাহ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দিয়ে সহজ শর্তে জ্বালানি তেল সরবরাহেরও আশ্বাস দিয়েছেন। গত ৮ মে কুয়েতের আমীরের সঙ্গে বৈঠকের সময় বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশ সরকারকে '৩৬৫ দিনে ক্রেডিট' সুবিধায় স্বল্পমূল্যে তেল কিনতে দেয়ার অনুরোধ জানান। বেগম জিয়াকে 'বোন' সম্বোধন করে আমীর দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখতে তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পুনর্ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, ৭ মে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দু'দিনের সরকারী সফরে কুয়েত গমন করেন।

বিদ্যুতের দুই প্রকল্পে ৬৬ কোটি টাকা লোপাট

সরকারী হিসাবেই বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক দুর্নীতি-অনিয়ম ধরা পড়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থবছরে বিদ্যুৎ খাতের বিদেশী সাহায্যপুষ্ট দু'টি প্রকল্পে ৬৬ কোটি টাকার বেশী দুর্নীতি-অনিয়ম করা হয়েছে। প্রকল্প দু'টির একটি ডেসার (ঢাকা বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ), অপরটি পিজিসিবির (পাওয়ার গ্রিড কোম্পানী অব বাংলাদেশ) প্রকল্প। ৭ মে জাতীয় সংসদে উপস্থাপিত কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেলের (সিএজি) রিপোর্টে এ অনিয়মের তথ্য তুলে ধরা হয়।

অডিট রিপোর্টে বলা হয়, বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন ঢাকা পাওয়ার সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২০০২-২০০৩ সালে ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক মিটার ক্রয়ে ৫০ কোটি ২০ লাখ ৫৭ হাযার টাকার অনিয়ম করা হয়েছে। অপরদিকে

'পিজিসিবি'র উদ্যোগে কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-রামপুরা-হরিপুর ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন প্রকল্পের ২০০২-২০০৩ অর্থবছরের হিসাবে ১৬ কোটি ২০ হাযার টাকার অনিয়ম ধরা পড়েছে। এছাড়া আরো কয়েকটি প্রকল্পে দুর্নীতি-অনিয়মের হিসাব তুলে ধরা হয়েছে অডিট রিপোর্টে।

সোনাগাজিতে দেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পে উৎপাদন শুরু

ফেনীর সোনাগাজী উপযেলার মুহুরী প্রকল্প এলাকায় নির্মিত দেশের প্রথম বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পের উৎপাদন গত ৩ মে থেকে শুরু হয়েছে। জানা যায়, এ প্রকল্প থেকে প্রতিদিন ৫শ' থেকে এক হাযার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে। এতে খরচ পড়বে প্রতি ইউনিট মাত্র ২ টাকা। তবে উৎপাদন বাড়লে এ খরচ আরো কম হ'তে পারে। উল্লেখ্য মুহুরী প্রকল্প থেকে মাত্র ৫শ' গজ দূরে আফখোরাজ লামছি মৌজায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পটিতে একটিমাত্র উৎপাদন ইউনিট নির্মাণ করা হয়। ২০০১ সালে প্রকল্পটির কাজ শুরু হয়। এই বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে পল্লীবিদ্যুতের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। ফলে বিদ্যুতের এই সংকট মুহূর্তে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লোডশেডিং পূর্বের চেয়ে অনেক কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

দেশের প্রথম রোড সুইপিং চালু

গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল সড়কগুলি দ্রুত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত একটি রোড সুইপিং মেশিন চালু করেছে। সুইপিং মেশিনটি যেকোন পরিস্থিতিতে নিখুঁতভাবে সড়ক হ'তে আবর্জনা, বর্জ্য ও ধূলাবালি সুইপিং করে খুব দ্রুত রাস্তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। গত ৩ মে সিটি কর্পোরেশন চত্বরে মেয়র এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী আমদানীকৃত এই নব প্রযুক্তির রোড সুইপিং মেশিনের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। ভারত এবং অষ্ট্রিয়ার যৌথ কারিগরী সহায়তায় নির্মিত ৬ টন ক্ষমতাসম্পন্ন এই সুইপিং মেশিনটি ক্রয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন প্রায় ১ কোটি ১৩ লাখ টাকা ব্যয় করেছে। এটির মাধ্যমে ভিআইপি ও জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক দ্রুত পরিষ্কার করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, সড়ক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে সুইপিং মেশিনের ব্যবহার দেশে এই প্রথম।

মোবাইল ফোনে মানি অর্ডার!

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি পেলে গ্রামীণ ফোন অদূর ভবিষ্যতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দেশের যেকোন স্থানে নগদ টাকা পাঠানোর (মানি অর্ডার) ব্যবস্থা করবে। তাছাড়া গ্রামীণ ফোন মোবাইল সেট ছিনতাই বা চুরি রোধেরও বিশেষ ব্যবস্থা করতে যাচ্ছে। কোন সেট ছিনতাই বা চুরি হয়ে গেলে ঐ ফোনসেটের আইএমইআই নম্বরের ভিত্তিতে সেটটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেয়া হবে। উপযুক্ত কাজগপত্র ও প্রমাণাদি নিয়ে গ্রামীণ ফোনের কাষ্টমার কেয়ার সেন্টারে অভিযোগ করা হ'লে গ্রামীণ ফোন সেটটিতে বিশেষ সংকেত পাঠিয়ে অচল করে দিতে পারবে। সিম বদল করা হ'লেও আইএমইআই নম্বরের (প্রতিটি সেটের নির্দিষ্ট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) ভিত্তিতে সেটটি যেকোন মুহূর্তে অচল বা বন্ধ করা যাবে। ফলে সেট চুরি বা ছিনতাই নিরুৎসাহিত হবে।

গ্রামীণফোনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এরিক অস জানান, বর্তমানে তারা গ্রাহকদের ব্যালেন্স ট্রান্সফারের সুযোগ দিচ্ছেন। অর্থাৎ বর্তমানে যে কোন গ্রামীণ ফোনের গ্রাহক তার মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা রিচার্জ করে অপর যেকোন গ্রামীণ ফোনের গ্রাহকের নম্বরে বা একাউন্টে তা পাঠাতে পারেন। কিন্তু এই টাকা আবার ভাঙ্গানো বা নগদ হিসাবে তোলা যায় না। তবে নতুন পদ্ধতি চালু হ'লে গ্রাহক তার একাউন্ট বা ব্যালেন্স থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ভাঙ্গিয়ে নিতে পারবেন অর্থাৎ নগদ হিসাবে তুলতে পারবেন। তবে এজন্য ঐ গ্রাহককে ফোন সেটটি নিয়ে গ্রামীণ ফোনের অনুমোদিত নিকটস্থ ফোন কেন্দ্র বা গ্রামীণ ফোনের সাথে চুক্তিবদ্ধ কোন ব্যাংক শাখায় যেতে হবে। এর ফলে মাত্র ১ মিনিটের মধ্যে দেশের যেকোন স্থানে যেকোন ব্যক্তির কাছে (গ্রামীণের মোবাইল ফোনধারী) নির্দিষ্ট অংকের টাকা পাঠানো এবং ভাঙ্গানো যাবে। ইচ্ছে করলে যে কেউ নগদ টাকা বহনের পরিবর্তে মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও টাকা বহন করতে পারবেন এবং মোবাইল ফোনটি ক্রেডিট কার্ড বা এটিএম কার্ড হিসাবেও ব্যবহার করতে পারবে। এ ব্যাপারে গ্রাহকের একটি পিনকোডও থাকবে, যা হবে গোপনীয়। সারাদেশে গ্রামীণ ফোনের অনুমোদিত যে কোন কেন্দ্র, ব্যাংক বা শপিং সেন্টারগুলিতে এটি ভাঙ্গানো অর্থাৎ নগদায়নের ব্যবস্থা থাকবে। তবে এজন্য সবার আগে প্রয়োজন সরকারের অনুমোদন।

৮ জন সিন্ডিকেটের হাতে যিম্মী বাংলাদেশ!

সাত থেকে আট ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটের হাতে বাংলাদেশ যিম্মী। এরাই একচেটিয়াভাবে ঢাকাসহ সারা দেশের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে। এদের কারণেই দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। বাড়ছে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি। গত ৮মে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার পরিস্থিতি নিয়ে বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক আলোচনা সভা শেষে মৌলভীবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মাওলা সাংবাদিকদের একথা জানান। বাণিজ্যমন্ত্রী

মেজর (অবঃ) হাফিয উদ্দীন বীরবিক্রম বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ব্যবসায়ী চক্রের অস্তিত্ব স্বীকার করে বলেন, কিছু ব্যবসায়ী পণ্য মজুদ করে বিরাট অংকের মুনাফা করছে। এরা কারসাজি করে বেশী দরে পণ্য বিক্রি করছে পাইকারি ব্যবসায়ীদের কাছে। মন্ত্রীর কাছে এদের নাম জানতে চাইলে তিনি এখনই তাদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন। পাইকারি পর্যায়ের ব্যবসায়ী নেতারা এদের নিয়ন্ত্রণ করতে প্রয়োজনীয় আইন তৈরী করার জন্য বাণিজ্যমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানালে মন্ত্রী তাদের জনান, তার মন্ত্রণালয় মজুদদারদের বিরুদ্ধে আইন পুনঃপ্রবর্তনের কাজ করছে।

দেশে সুপার হাইব্রিড ধান

হেক্টরে ৭০ মণ বেশী ফলন

বাংলাদেশে উচ্চ ফলনশীল ধানের দু'টি নতুন জাতের পরীক্ষামূলক উৎপাদনে সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া গেছে। এ ফলন পূর্ববর্তী সর্বাপেক্ষা উচ্চ ফলনশীল বোরো-২৯ জাতের চেয়ে হেক্টর প্রতি আড়াই টন (প্রায় ৭০ মণ) বেশী। জানা গেছে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ মুখলেছুর রহমান সম্প্রতি ফিলিপাইনে সরকারী সফরে যান। সেখানে একটি বেসরকারী ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসএল এগ্রিটেক কর্পোরেশন থেকে দু'টি সুপার হাইব্রিড ধানের জাত এসএল-৭ এইচ ও এসএল-৮ এইচ সুপার হাইব্রিড এফ-১ ধান বীজ সংগ্রহ করে দেশে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে বিএডিসির মাধ্যমে দেশের ৬টি বিভাগের ৬টি বীজ উৎপাদন খামারে ট্রায়াল প্লটে এ দু'টি সুপার হাইব্রিড জাতের পরীক্ষামূলক উৎপাদন করা হয়। এতে দেখা যায়, এসএল-৭ জাতের হেক্টর প্রতি ফলন পাওয়া যায় ৮,৬৪৪ মে. টন (একর প্রতি ৩৪৯৮ কেজি)। অন্যদিকে এসএল-৮ এইচ জাতের হেক্টর প্রতি ফলন হয়েছে ৯,৫৩৪ মে. টন (একর প্রতি ৩৮৬১ কেজি)।

জাত দু'টির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ধান গাছের পাতা ও কাণ্ড গাঢ় সবুজ এবং ধান পাকার পরও গাছ সবুজ থাকে, পাতা খাড়া-চওড়া ও ইংরেজী ভি-এর মত, যার ফলে সালোক-সংশ্লেষণ বেশী হয়। কাণ্ড খুব শক্ত তাই হেলে পড়ে না। অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও প্রতিরোধ ক্ষমতা আছে। রোপণের পরও চারা সবুজ ও সতেজ থাকে এবং শীতে কোন চারা মারা যায় না। ধান মাঝারি, সরু ও লম্বা এবং চাল সাদা। উল্লেখ্য, জাত দু'টি ১২০-১৩০ দিনে উৎপাদিত ও অধিক ফলনশীল সুপার হাইব্রিড ধান।

আহলেহাদীছ আন্দোলন কি?

ইহা দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে সমবেত করার জন্য ছাহাবায়ে কেরামের যুগ হ'তে চলে আসা নির্ভেজাল ইসলামী আন্দোলনের নাম।

বিদেশ

আহমাদিনেজাদ, মোশাররফ ও বিল গেটস বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব

ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমূদ আহমাদিনেজাদ ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফকে 'টাইম ম্যাগাজিন' বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। গত ৩ মে বহুল প্রচারিত উক্ত সাপ্তাহিক ঐ দু'জনকে ২০০৫ সালে বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ব্যক্তি হিসাবে উল্লেখ করে। টাইম প্রতিবছর বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত একশ' ব্যক্তির নামের তালিকা তৈরী করে তাদের উপর প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। যে সকল ব্যক্তি বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও গঠনমূলক ভূমিকা রাখেন এবং বিশ্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যারা সর্বাধিক অবদান রাখেন তাদের নাম যেমন তালিকাভুক্ত করা হয়, তেমনি যারা ভাল অথবা খারাপ কাজের জন্য সর্বাধিক আলোচিত হন তাদের নামও তালিকাভুক্ত করা হয়। গত বছর বিশ্বের সর্বাধিক আলোচিত ১শ' জনের মধ্যে 'আল-ক্বায়েদা' নেতা আইমান আল-জাওয়াহিরী, মাইক্রোসফট কোম্পানীর মালিক বিল গেটস ও তার স্ত্রী মেলিন্ডা গেটসের নামও আছে। ইরানের প্রেসিডেন্ট আহমাদিনেজাদকে বিশ্বের একক পরাশক্তি এবং সর্বাধিক প্রভাবশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলার হুমকি উপেক্ষা করে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প অব্যাহত রাখা এবং যুক্তরাষ্ট্রের হুমকির জবাবে পাল্টা হুমকি দেয়ার কারণে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে উল্লেখ করা হয়।

সার্কপোল গঠিত হচ্ছে

সার্কভুক্ত সাতটি দেশের মধ্যে 'সার্কপোল' গঠিত হচ্ছে। ইন্টারপোলের মতো এর কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে সার্কভুক্ত সাতটি দেশের পুলিশ প্রধানগণ একমত প্রকাশ করেছেন। পুলিশ প্রধানদের ৬ষ্ঠ বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। গত ৯মে ঢাকায় এক হোটেলে সার্কভুক্ত সাতটি দেশের পুলিশ প্রধানদের বৈঠক শেষে বাংলাদেশ পুলিশের আইজি আব্দুল কাউয়ুম সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

৮ কোটি আমেরিকান মারা যাবে!

আমেরিকানদের মধ্যে ৮ কোটি লোক অকালে মৃত্যুবরণ করবে এবং ভোগান্তির মধ্যে জীবন কাটাবে বলে গত ১২ মে 'ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে' বলা হয়েছে। পত্রিকাটি মৃত্যুর কারণ হিসাবে জানিয়েছে, এই অকাল মৃত্যু আসবে দেহের মেদবাহুল্য ও ধূমপানজনিত রোগে। গবেষকরা জানিয়েছেন, তারা ২০০২ সাল থেকে এই বিষয়ে গবেষণা করে আসছেন। তাদের গবেষণার আওতায় এসেছে ২৯,৩০৫ জন নর-নারী, যাদের বয়স কমপক্ষে ১৮ বছর।

যারা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থবিত্তের মধ্যে অবস্থান করছে। গবেষকরা জানিয়েছেন, যাদের নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে তাদের ২৩.৫% মেদবহুল দেহের অধিকারী, ২২.৭% ধূমপানে আসক্ত এবং ৪.৭% যেমন মোটা, তেমনি ধূমপান করে।

যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসী, বুশ ষড়যন্ত্রকারী

-হুগো শ্যাভেজ

অষ্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় ও ল্যাটিন আমেরিকার ৬০টি দেশের নেতৃবৃন্দের শীর্ষ বৈঠকের সমাপনী ভাষণে ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ যুক্তরাষ্ট্রকে একটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে আখ্যায়িত করে ওয়াশিংটনের ইরাক দখলের এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তীব্র সমালোচনা করেন। গত ১৩ মে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র একটি অশুভ শক্তি। মার্কিন প্রশাসন নিজেই সন্ত্রাস লালন করে এবং বিশ্বে সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়। তিনি প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশকে যুদ্ধবাজ উল্লেখ করে তার ইরাক এবং আফগানিস্তান দখলের কড়া নিন্দা জানান। তিনি অভিযোগ করে বলেন, ভেনিজুয়েলাসহ বিশ্বের সব স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির অনুসারী রাষ্ট্রগুলির সরকার উৎখাতের জন্য যুক্তরাষ্ট্র ষড়যন্ত্র করছে। যুক্তরাষ্ট্রকে ভীষণ ক্ষতিকর এবং বুশকে প্রধান ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে উল্লেখ করে তিনি এই অশুভ শক্তিকে ভেঙ্গে অকার্যকর করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র দ্বৈতনীতি অনুসরণ করে। পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্র সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের দোসর ও আজ্ঞাবহ সেখানে গণতন্ত্র না থাকলেও তাদের গণতান্ত্রিক বলে প্রশংসা করে। কিন্তু যেসব রাষ্ট্র স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতির সমর্থন ও তার নির্দেশ পালন করে না সেখানে সত্যিকার গণতন্ত্র থাকলেও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাঝে ওয়াশিংটন তাদের অগণতান্ত্রিক বলে অপপ্রচার চালায়।

তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ইরাকে গণহত্যা করছে। কিন্তু এটাকে গণহত্যা বলা যাবে না। যুক্তরাষ্ট্র গণহত্যাকারী একথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওয়াশিংটন এবং তার দোসর ও পশ্চিমা মিত্ররা শুধু পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী হ'তে পারবে বলে তারা দাবী করে। স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির অনুসারী অথবা অন্য কোন দেশকে সে অধিকার তারা দিতে চায় না।

দক্ষিণ আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যিক জোট গঠনঃ পাল্টা চুক্তি স্বাক্ষর

মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল প্রতিষ্ঠার নামে দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলিকে শোষণ করার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত অর্থনৈতিক জোটকে মোকাবিলা করার জন্য কিউবা, ভেনিজুয়েলা ও বলিভিয়া একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২৯ এপ্রিল কিউবার রাজধানী হাভানায় ঐ তিনটি দেশের শীর্ষ নেতারা চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন। কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ ও বলিভীয় প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস চুক্তি স্বাক্ষরের পর তিনটি রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং জোরদার করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ল্যাটিন আমেরিকার তিনটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী একটি অর্থনৈতিক জোট গঠিত হ'ল। নবগঠিত জোটে অদূর ভবিষ্যতে ঐ অঞ্চলের অন্যান্য রাষ্ট্রসহ বিশ্বের অন্যান্য মহাদেশ ও এলাকার রাষ্ট্রসমূহ এর সদস্য হ'তে পারবে বলে নেতৃবৃন্দ জানান।

চুক্তির ফলে তেলসমৃদ্ধ ভেনিজুয়েলা বলিভিয়াকে সুলভ মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ করবে। দু'মাস আগে স্বাক্ষরিত অপর এক চুক্তির ফলে কিউবা ইতিমধ্যে সহজ শর্তে বলিভিয়া থেকে তেল আমদানী শুরু করেছে। এ বছর জানুয়ারী মাসে কিউবাসহ মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকার অন্যান্য জ্বালানি ঘাটতির দেশগুলিকে সুলভে তেল সরবরাহের লক্ষ্যে ভেনিজুয়েলা তাদের সাথে ঐ চুক্তিটি করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাংক একাউন্ট নেই!

পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচন কমিশনে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য তার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদের যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা পড়ে এবং জেনে নির্বাচন কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকমহলের চক্ষু অবিশ্বাসে ছানাবড়া হয়ে গেছে। ঘোষণাপত্রে বুদ্ধদেব বাবু সম্পদের বিবরণ দিয়েছেন নিম্নরূপঃ

১. ব্যাংক একাউন্ট ..... শূন্য
২. নগদ অর্থ ..... ,,
৩. ব্যাংক বা অর্থায়ন প্রতিষ্ঠানে আমানত ..... শূন্য
৪. সঞ্চয়পত্র ..... শূন্য
৫. মোটর গাড়ী ..... ,,
৬. অলংকার ..... ,,
৭. কৃষিজমি ..... ,,
৮. এলআইসি ..... ,,
৯. ভবন বা বিল্ডিং ..... ,,

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে বুদ্ধদেব বাবুর মাসিক বেতন ৮ হাযার টাকার কিছু বেশী। তিনি নিজেও জানেন না, তার বেতনের সঠিক অংক কত। প্রতিমাসে একটি প্যাকেটে এই অর্থ দেয়া হয়। মুখবন্ধ এই প্যাকেটটি তিনি খোলেন না। এই প্যাকেটটি নিয়ে সোজা তিনি কলিকাতায় আলীমুদ্দীন স্ট্রিটে যান এবং প্যাকেটটি অফিসে হস্তান্তর করেন। উল্লেখ্য, আলীমুদ্দীন স্ট্রিটে পশ্চিমবঙ্গ সিপিএম-এর হেড অফিস অবস্থিত। পার্টি অফিস থেকে দলের সার্বক্ষণিক কর্মী হিসাবে তাকে ৩ হাযার ২০০ টাকা মাসে দেয়া হয়। তাছাড়া তিনি কোন সময়ই সেল ফোন বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না।

মুসলিম জাহান

মালয়েশিয়ায় সাইবার সন্ত্রাস রোধে আন্তর্জাতিক কেন্দ্র হচ্ছে

অর্থনীতি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যকে লক্ষ্য করে বিশ্বব্যাপী ইন্টারনেট সন্ত্রাস রোধে মালয়েশিয়া একটি আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করবে। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ আহমাদ বাদাবী গত ৭ মে নিউইয়র্কে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরের কাছে সিলিকন পল্লী বলে খ্যাত সাইবার জায়াকে ঐ কেন্দ্রের স্থান বাছাই করা হয়েছে এবং এর মূল ভবন স্থাপনের জন্য প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার টু ফাইট সাইবার টেরোরিজম' নামক প্রকল্পটি দু'বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে বলে বাদাবী আশা করেন। উল্লেখ্য যে, মালয়েশিয়ার দ্রুত প্রসারমান অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানাগুলির নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে গোটা দেশে কম্পিউটার নিয়ন্ত্রিত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা আজ থেকে দেড় দশক আগেই বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মুহাম্মাদের নির্দেশে ঐ প্রকল্প নব্বই-এর দশকের শুরুতেই বাস্তবায়িত হয়।

যুদ্ধের কারণে লক্ষ লক্ষ ইরাকী পরিবার গৃহহীন

মার্কিন নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা বাহিনীর আগ্রাসনের পর থেকে এ পর্যন্ত ইরাকে দুই লাখেরও বেশী পরিবার গৃহহীন হয়েছে। মুজাহিদদের বিরুদ্ধে অভিযানের নামে মার্কিন সেনাদের অত্যাচারে অথবা বিমান থেকে বোমাবর্ষণের কারণে ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হওয়ায় তারা গৃহহীন হয়। গৃহহীন হওয়ার পরও তারা অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। মুজাহিদদের সাথে সহযোগিতা করেছে সন্দেহে মার্কিন বাহিনী এবং তাঁবেদার ইরাকী পুলিশ তাদের উপর বারবার হামলা চালায়। হামলা ও গৃহ তল্লাশীর সময় পুরুষদের গ্রেফতার করে নিয়ে যায় এবং মহিলাদের উপর চালানো হয় পাশবিক নির্যাতন। এমনকি শিশুরাও রেহাই পায়নি হিংস্র এ হায়েনাদের হাত থেকে।

মোসাদ ইরাকে ৫৩০ জন বিজ্ঞানীকে হত্যা করেছে

ইরাকে দখলদার মার্কিন বাহিনীর সহযোগিতায় ইসরাঈলের গোয়েন্দা বাহিনী 'মোসাদ' কমপক্ষে ৫৩০ জন বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদ প্রফেসরকে হত্যা করেছে। ২০০৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ইরাকী বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে ইসরাঈলের হিট স্কোয়াড অব্যাহতভাবে সক্রিয় ছিল। তবে গত বছর জুন মাসের ১৪ তারিখে ফিলিস্তীনী তথ্য কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত যে তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায়, মোসাদের পাঠানো ইসরাঈলী ও বিদেশী এজেন্টরা যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতায় কমপক্ষে সাড়ে ৩শ' ইরাকী বিজ্ঞানী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২ শতাধিক প্রফেসর ও শিক্ষাবিদকে হত্যা করেছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের কাছে পাঠানো সেই রিপোর্ট অনুযায়ী জানা যায়, মোসাদ এজেন্টরা ইরাকের অন্যান্য পরমাণু ও জীববিজ্ঞানী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশিষ্ট শিক্ষকদের নির্মূল করার লক্ষ্যে তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এসব বিজ্ঞানীকে ওয়াশিংটনের পক্ষে কাজ করাতে ব্যর্থ হওয়ায় এই ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে জানা গেছে। উল্লেখ্য, ইসরাঈলী কমাণ্ডোরা ইরাকে প্রায় বছর দুয়েক তাদের তৎপরতা চালিয়ে আসছে। তাদের এ তৎপরতার মুখ্য লক্ষ্য হচ্ছে ইরাকী বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করা।

রিপোর্টে বলা হয়, মার্কিন সিকিউরিটি সার্ভিস ইরাকী বিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদদের খুন করার জন্য ইসরাঈলকে তাদের পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত প্রদান করে। এতে আরো বলা হয়, ইরাকী বিজ্ঞানীদের বিরুদ্ধে মোসাদের অভিযান এখনো অব্যাত রয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ায় ডি-৮ শীর্ষ বৈঠক সমাপ্ত

ইন্দোনেশিয়ার বালী দ্বীপে অনুষ্ঠিত উন্নয়নশীল ৮টি মুসলিম দেশের অর্থনৈতিক জোট 'ডি-৮'-এর বৈঠকের সমাপনী দিবসের ঘোষণায় ইরানের বিতর্কিত ও উত্তপ্ত পারমাণবিক ইস্যুটি এড়িয়ে যাওয়া হ'লেও পারমাণবিক উৎসসহ অন্যান্য উৎস থেকে জ্বালানি উৎপাদনে নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। ঘোষণায় জোটের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং ঐক্য আরো জোরালো করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রধানতঃ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ডি-৮ এর এবারের শীর্ষ বৈঠকের ঘোষণায় 'বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা'য় (ডব্লিউটিও) ইরানের দ্রুত অন্তর্ভুক্তির উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়। সংস্থায় ইরানসহ উন্নয়নশীল দেশগুলির অন্তর্ভুক্তির আবেদন প্রক্রিয়া বৈষম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য ডব্লিউটিও'র প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া ডি-৮ এর ঘোষণাপত্রে মহানবী (ছাঃ)-এর ব্যঙ্গচিত্র প্রকাশের ঘটনায়ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে বিজ্ঞান, শিল্প ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রত্যয় নিয়ে এশিয়া, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের ৮টি উন্নয়নশীল দেশের সমন্বয়ে ডি-৮ গঠিত হয়। দেশগুলি হচ্ছে- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিসর ও নাইজেরিয়া।

সোমালিয়ায় যুদ্ধবাজ ও ইসলামপন্থীদের মধ্যে লড়াইয়ে নিহত ১২০

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিসুতে যুদ্ধবাজ নেতা ও ইসলামপন্থী মিলিশিয়াদের মধ্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লড়াই বৃদ্ধি পাওয়ার প্রেক্ষাপটে সেখানকার অধিবাসীরা তাদের বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। যুদ্ধবাজদের জোট অভিযোগ করেছে যে, অসামরিক লোকজনের মধ্যে ভীতি ও আতংক ছড়ানোর লক্ষ্যে ইসলামপন্থী মিলিশিয়ারা বেপরোয়া শেল বর্ষণ করে চলেছে।

উল্লেখ্য, ইসলামপন্থী ও যুদ্ধবাজদের গ্রুপের মধ্যে এক দশকের বেশী সময়ের মধ্যে প্রচণ্ডতম এ সংঘর্ষে ১২০ জনের বেশী নিহত এবং প্রচণ্ড শেলের আঘাতে রাজধানী মোগাদিসুর ঘন বসতিপূর্ণ বস্তি এলাকা সিসিতে বাড়িঘর বিধ্বস্ত হয়ে শত শত লোক আহত হয়েছে। অনেক সোমালীয় যুদ্ধবাজদের জোটকে মদদ দেয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে অভিযুক্ত করেছে।

জানা গেছে, গত ৭ মে লড়াই শুরু হওয়ার পর থেকে ইসলামপন্থী জোটের অবস্থান কিছুটা সুদৃঢ় হয়েছে। সংবাদ দাতারা জানান, রাজধানী মোগাদিসুর বেশ কয়েকটি নতুন এলাকায় হামলা হয়েছে, তবে লড়াইয়ের মূল রণাঙ্গন উত্তরাঞ্চলীয় শহরতলীর দিকে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে যেখান থেকে লড়াই শুরু হয়েছিল।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সারের নতুন ঔষধ 'সর্বপিষ্টি'

ভারতের বারানসীর একটি আয়ুর্বেদিক সংস্থা ডি.এস. রিসার্চ সেন্টারের বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক শিবশঙ্কর ত্রিবেদী 'সর্বপিষ্টি' নামে ক্যান্সারের একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কারের ঘোষণা দিয়েছেন। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র অধ্যক্ষকে লেখা এক চিঠিতে তিনি বলেছেন, 'সর্বপিষ্টি' নামের আশ্চর্য ওষুধটির পরীক্ষামূলক ব্যবহারের সময় কয়েক হাযার ক্যান্সার রোগীকে ক্যান্সারের কবল থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা বৈজ্ঞানিকেরা ১৯৮৩ সালে 'সর্বপিষ্টি' আবিষ্কার করে যথেষ্ট সতর্কতা ও সাবধানতার সঙ্গে তার পরীক্ষণের কাজ শুরু করে। পরীক্ষা চালানো হয় প্রায় সব ধরনের ক্যান্সারের রোগীদের উপর, যারা মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এদের প্রায় সবাইকেই দেশের কোন না কোন ক্যান্সার হাসপাতাল থেকে প্রচলিত চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ছুটি দিয়ে দেয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগে ভারতের এই বৈজ্ঞানিকদের পক্ষ থেকে প্রফেসর ত্রিবেদী একটি দীর্ঘ চিঠি লিখে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের ৪১৫ জন রোগীর একটি তালিকা 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র অধ্যক্ষের বরাবরে পাঠিয়েছেন। তালিকার রোগীরা সকলেই অজেয় ক্যান্সারকে জয় করেছেন।

ঐ তালিকায় লিভার ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এমন ৩৫টি, রক্ত ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এমন ২৫টি, প্যাংক্রিয়াস ক্যান্সার থেকে ৭টি, ব্রেন ক্যান্সার থেকে ৩২টি এবং বোন ক্যান্সার থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন এমন ২৪টি কেসের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া ঐ তালিকায় পেটের ক্যান্সার, ফুসফুসের ক্যান্সার, অন্ননালীর এমন বেশকিছু রোগীর তথ্যপুঞ্জী দেয়া হয়েছে, যারা আজ সুস্থ হয়ে ঐ ভয়ংকর রোগের কথা প্রায় ভুলেই গেছেন। প্রফেসর ত্রিবেদী আশা প্রকাশ করেছেন, যদি শুরুতেই ক্যান্সার রোগীদের প্রচলিত চিকিৎসার মধ্যে 'সর্বপিষ্টিকে'ও সংশ্লিষ্ট করে নেয়া যায় তাহ'লে মাত্র ৫-৬ বছরে মানুষের ক্যান্সারজনিত মৃত্যুকে পুরোপুরি প্রতিরোধ করা সম্ভব হ'তে পারে।

উল্লেখ্য, 'সর্বপিষ্টি' তৈরী করা হয়েছে সম্পূর্ণ মানবীয় ভোজ্য পদার্থের পোষকশক্তি দিয়ে।

ঔষধটি পাবার ঠিকানা নিম্নরূপঃ

কালিপদ দাস, ডিএস রিসার্চ সেন্টার, ১৬০ মহাত্মাগান্ধী রোড, (ফাষ্ট ফ্লোর) কলকাতা ৭, টেলিঃ ২২৬৮০৪৪০, ২২৭০৫৩৭৮/৭৩২৪ ফ্যাক্সঃ ০৩৩২২৭০৭২৯২। মোবাঃ ৯৮৩০১০৯৫০৯। বাসাঃ ২৫৬৫৫০৬১ ই-মেইলঃ Kp98das@yahoo.com. in

ডায়াবেটিক ধান!

ব্রি-১৬ ধানে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্য উপকারী বেশ কিছু উপকরণ রয়েছে। তাই এ ধানকে 'ডায়াবেটিক ধান' বলে ব্যাপকভাবে বাজারজাত করার পরামর্শ দিয়েছেন টাঙ্গাইলের উদ্ভিদ সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ মুহাম্মাদ মানছুর আহমাদ। সরু চাল উৎপাদন ও বিপণন বিষয়ক এক কর্মশালায় তিনি এ পরামর্শ দেন। তার মতে, ব্রি-১৬ ধানকে 'ডায়াবেটিক ধান' নামে চালালে ব্যাপক ভোক্তা পাওয়া যাবে।

সমুদ্র তলদেশে জাদুঘর

রোমান সাম্রাজ্যের বিখ্যাত সিজারিয়ান নৌবন্দরের বিভিন্ন আকর্ষণীয় সরঞ্জামাদি নিয়ে ইসরাঈল সমুদ্রের তলদেশে বিশ্বের প্রথম জাদুঘর নির্মাণ করেছে। ইসরাঈলের সীমানা উপকূলে বর্তমান ভূমধ্যসাগরের গভীরে তলিয়ে যাওয়া রোমান রক্ষক আগাষ্টস সিজারের সম্মানে রাজা হেরদের তৈরী করা বিখ্যাত নৌবন্দরটি এখন থেকে দর্শনার্থীরা ঘুরে দেখতে পারবেন। দর্শনার্থীরা ৩৬টি নির্দেশক বোর্ডের সাহায্যে ৮৭ হাযার বর্গগজ জুড়ে থাকা জাদুঘরটি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারবেন। হিব্রু ও ইংরেজী ভাষায় অংকিত ম্যাপে জাদুঘরটির বিভিন্ন স্থানের তথ্য বিস্তারিতভাবে দেয়া রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, এই প্রাচীন বন্দরটি নির্মাণের ১শ' বছর পরে ভূমধ্যসাগরের অতল গভীরে তলিয়ে যায়।

চোখের ট্রাকোমা নির্ণয়ে সহজ ও স্বল্প ব্যয় পদ্ধতি উদ্ভাবন

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, তারা ট্রাকোমা রোগ নির্ণয়ের জন্য এই প্রথম একটি স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ সাধারণ এবং যথাযথ পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন। ট্রাকোমা চোখের একটি রোগ, যা ক্ল্যামাইডিয়া ট্রাকোমাটিস ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে। এ রোগে সংক্রমণের ফলে নেত্রপল্লব ভেতরের দিকে ভাঁজ হয়ে যায় এবং কর্ণিয়ার সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে কর্ণিয়া কর্মক্ষমতা হারায়।

কেমব্রিজের ল্যানসেট ইউনিভার্সিটির গবেষকরা জানিয়েছেন, তাদের উদ্ভাবিত এবং সফলভাবে পরীক্ষিত ডিপষ্টিক টেষ্টের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এক ঘণ্টারও কম সময়ে জানতে পারবেন তিনি ট্রাকোমায় জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত কি-না। মাত্র এক ঘণ্টার প্রশিক্ষণ নিয়ে যেকোন স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী এ পরীক্ষা করতে পারবেন এবং পরীক্ষাগার ছাড়াই এমনকি কুঁড়ে ঘরেও এ পরীক্ষা করা সম্ভব বলে তারা জানান।

এ পরীক্ষায় অসুস্থ নেত্র পল্লবের নমুনা সংগ্রহ করে একটি টিউবে রেখে এতে কয়েক ফোঁটা বিজারক যোগ করা হয় যা ব্যাকটেরিয়া পৃষ্টে লিপোপলিস্যাকারাইডের অণু উন্মুক্ত করে। তখন তাতে মানোক্লোনাল অ্যান্টিবডির অণুর সাথে বন্ধন তৈরীর মাধ্যমে বেগুনী বর্ণের লাইন তৈরী করে। প্রায় ২৫ মিনিট পর এ লাইন সহজেই দৃশ্যমান হয়। এভাবে কেউ তার ট্রাকোমা জীবাণু দ্বারা সংক্রমণ নিশ্চিত হয়ে অ্যান্টিবায়োটিক এজিথ্রোমাইসন বা অন্য উপায়ে তার চিকিৎসা শুরু করতে পারে। উল্লেখ্য, এ পর্যন্ত প্রায় ৬০ লাখ লোক ট্রাকোমার কারণে অন্ধত্বের শিকার হয়েছেন।

নিয়মিত ব্যায়াম ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

নিয়মিত ব্যায়াম ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দিতে পারে। একটি ঘুরন্ত চাকার উপর একটি গিনিপিগকে রেখে তাকে এক ধরনের অতিবেগুনী রশ্মি দিয়ে গবেষকরা দেখেছেন, অন্যান্য গিনিপিগের তুলনায় এসব গিনিপিগের ত্বকের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশ কমে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাটগারস বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে ত্বকে ক্যান্সারের কোষগুলি দ্রুত মরে যায়। তবে গবেষকরা এই বলে সতর্কও করে দিয়েছেন যে, খালি গায়ে সূর্যের আলোতে ত্বককে বেশী সময় উন্মুক্ত করে না রেখে বরং ত্বককে ঢেকে রাখলেই ত্বকের ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী মহাসমাবেশ ও সম্মেলন অব্যাহত

কলারোয়া, সাতক্ষীরা ৬ মে শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কলারোয়া উপযেলার যৌথ উদ্যোগে কলারোয়া হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত বিশাল ইসলামী সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছের মধ্যমণি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** সরকার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে কারারুদ্ধ করে রেখে নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছে। তিনি বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' এদেশের দু'টি অনন্য সংগঠন। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন গঠনের আন্দোলনই মূলতঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'। এ আন্দোলন দুনিয়াবী জৌলুসের দিকে কাউকে আহ্বান জানায় না, বরং পরকালীন নাজাতের লক্ষ্যে অহিভিত্তিক সমাজ গঠনে আহ্বান জানায়। এ আন্দোলন তাই সুশৃংখল এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের নাম। এ আন্দোলন কখনো জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সব সময়ই চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে আপোসহীন। তিনি বলেন, জঙ্গীরা এখন গ্রেপ্তার হয়েছে এবং সকল বোমা হামলা ও খুন-খারাবীর দায় স্বীকার করেছে। এখনো কেন নেতৃবৃন্দকে আটক রাখা হচ্ছে তিনি সরকারের নিকট তা জানতে চান।

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস,এম, আব্দুল লতীফ। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

রসূলপুর, সাতক্ষীরা ৭ মে রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রসূলপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে রসূলপুর ফুটবল ময়দানে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, ওলামা পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল। সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, জালালাবাদ মহিলা দাখিল মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল হালীম প্রমুখ।

আলীপুর, সাতক্ষীরা ৮ মে সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মাহমূদপুর এলাকার যৌথ উদ্যোগে আলীপুর হাটখোলা প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ্জ মাষ্টার আব্দুর রহমান। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাইল, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

বাবুলিয়া, সাতক্ষীরা ৯ মে, মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাবুলিয়া, ভবানিপুর

ও বালিয়াডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে বাবুলিয়া বাজার প্রাঙ্গণে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান ও যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আলতাফ হোসাইন প্রমুখ।

কেশবপুর, যশোর ১০ মে বুধবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কেশবপুর উপযেলার যৌথ উদ্যোগে মজিদপুর প্রাইমারী স্কুল ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তি ও হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ ইসমাঈল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবর হোসাইন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, যশোর যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মালেক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল বারী এবং মুহাম্মাদ আশরাফ হোসাইন, আব্দুল মুত্তালিব বিন ঈমান প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে যে, পরকালে যালিমের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। যুলুমের সমপরিমাণ নেকী যালেমের আমলনামা থেকে কেটে মযলূমকে দেয়া হবে। আর যদি নেকী না থাকে তাহ'লে মযলূমের পাপ যালেমের উপর চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। পক্ষান্তরে মযলূমকে পুরস্কৃত করা হবে। যারা নির্দোষ মানুষকে ফাঁসানোর জন্য প্রতারণা করে ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তিও হবে কঠিন। বক্তাগণ অবিলম্বে মুহাতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ সকল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দেকে মুক্তি দিয়ে জাতির নিকটে ক্ষমা চাওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

চারঘাট, রাজশাহী ১১ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর রাজশাহীর চারঘাট উপযেলাধীন বাদুরিয়া উচ্চবিদ্যালয় ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চারঘাট উপযেলার উদ্যোগে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, রাজশাহী সাইন্স ল্যাবরেটরীর সাবেক ডাইরেক্টর ডঃ মুহাম্মাদ ওমর ফারূক ও বাদুরিয়া এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ডাঃ মুয্যাম্মিল হক। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ মুহাম্মাদ ইদরীস আলী প্রমুখ।

রাজপাড়া, রাজশাহী ১৯ মে শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজপাড়া থানার উদ্যোগে স্থানীয় মোল্লাপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, শাহমখদূম থানা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী, রাজপাড়া থানার সভাপতি মুহাম্মাদ নাযিমুদ্দীন। রাজপাড়া থানা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ মতীউর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, শাহমখদুম থানার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক এস্তাজুল ইসলাম ও দফতর সম্পাদক ডাঃ সিরাজুল হক প্রমুখ।

কাঁটাখালী, রাজশাহী ২১ মে রবিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব যেলার কাঁটাখালী পৌরসভার শ্যামপুর আহলেহাদীছ জামে

মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। পৌর চেয়ারম্যান অধ্যাপক মাজিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ, মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমান, সেক্রেটারী জনাব শামসুল আলম, শাহমখদুম থানা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা রুস্তম আলী, স্থানীয় মসজিদের ইমাম মাওলানা রফীকুল ইসলাম, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মুমিন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আতাউর রহমান ও শাহমখদুম থানা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব হুমায়ূন রেযা প্রমুখ।

বক্তাগণ আমীরে জামা'আত সহ নিরপরাধ সকল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানিয়ে আগামী ২রা জুন পল্টনের মহাসম্মেলন সফল করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সেক্রেটারীর নিঃশর্ত মুক্তি লাভ

গত ১৪ মে রবিবার আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী প্রধান জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও জয়পুরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম রাজশাহীর দ্রুত বিচার আদালত থেকে নিঃশর্ত মুক্তি লাভ করেছেন। গত ১৪ সেপ্টেম্বর'০৫ মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলামকে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে জয়পুরহাট যেলার স্থানীয় প্রশাসন জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ততার মিথ্যা অভিযোগে গ্রেফতার করে। দীর্ঘ আট মাস কারাভোগের পর তাঁদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তারা বেকছূর খালাস পান- ফালিল্লাহিল হাম্দ।

এ উপলক্ষে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী যেলার যৌথ উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, দফতর সম্পাদক শেখ আব্দুছ ছামাদ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়ার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা সাঈদুর রহমান, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব সাঈদুর রহমান, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস, ইমামুদ্দীন ও আব্দুর রশীদ, রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবু তাহের, দফতর সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সভাতি মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর বিরুদ্ধে যে গভীর ষড়যন্ত্র চলছে তার নির্মম শিকার হয়েছিলেন জনাব মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম ও আমীনুল ইসলাম। জঘন্য অপতৎপরতা চালিয়ে একটি কুচক্রী মহল তাদেরকে যেভাবে ফাঁসাতে চেয়েছিল মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে তা ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে সর্বত্রই বাতিলের পরাজয় ঘটবে ইনশাআল্লাহ। তাঁরা আরো বলেন, মুহতারাম আমীরে জামা'আতসহ কেন্দ্রীয় চার নেতা এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে জঘন্য মিথ্যাচার চালিয়ে যেভাবে চরম নির্যাতন করা হচ্ছে তার বিচার একদিন হবেই হবে ইনশাআল্লাহ। বক্তাগণ অবিলম্বে তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবী করেন।

জনাব শফীকুল ইসলাম তার বক্তব্যে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বলেন, আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা বাতিলের অক্টোপাশ থেকে মুক্তি পেয়েছি। এ বিজয় বাতিলের বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার হ'তে আমাদের নতুন উদ্দীপনা দান করবে। হক্বের বিরুদ্ধে বাতিলের ষড়যন্ত্র কখনো সফল হ'তে পারে না। এটা তারই উজ্জ্বল প্রমাণ। তিনি দেশ-বিদেশের সকল শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি তাদের সালাম ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করেন। মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম বলেন, বিনা অপরাধে যারা আমার জীবনে মূল্যবান ৮টি মাস নষ্ট করেছে তাদের এ যুলুমের বিচার আমি আল্লাহ্‌র কাছে সোপর্দ করলাম। ক্বিয়ামতের দিন আমি এর বদলা অবশ্যই চাইব। সমাবেশ শেষে কেন্দ্রীয়, যেলা ও মহানগরী নেতৃবৃন্দসহ বিপুল সংখ্যক জনতার উপস্থিতিতে জয়পুরহাট যেলা নেতৃবৃন্দ তাঁদেরকে নিয়ে মাইক্রোবাস যোগে জয়পুরহাটের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

যুবসংঘ

প্রশিক্ষণ

রাজশাহী, ৩ মে বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর নওদাপাড়া মাদারাসা মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর সেক্রেটারী হাফেয মুকাররমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন প্রমুখ।

প্রশিক্ষণে বক্তাগণ বলেন, ইসলাম ও দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে যেকোন ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় যুবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের মধ্যে ইসলামের সঠিক উপলব্ধি আনতে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।

বক্তাগণ আরো বলেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের** গ্রেফতার ছিল এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার। বিভিন্ন মিথ্যা ও ভিত্তিহীন মামলায় আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে জড়িয়ে দীর্ঘকাল হয়রানি করা জাতির সাথে প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। উল্লেখ্য, কর্মী ও প্রাথমিক সদস্য মানের বাছাইকৃত ৬৬ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র মিছিল-সমাবেশ

'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ বলেন, যুগে যুগে কল্যাণধর্মী সমাজ বিনির্মাণে যুবসমাজই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। সমাজ সংস্কার ও জাতীয় স্বার্থে যুবসমাজকেই নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে অহিভিত্তিক সমাজ গঠনই আমাদের লক্ষ্য। এজন্য ছাত্রসমাজকে অহিভিত্তিক জ্ঞানচর্চায় ব্রতী হ'তে হবে। চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, যান্ত্রিক সভ্যতার যুগে বিজাতীয় সংস্কৃতির ভয়াবহ আগ্রাসনে যুবচরিত্র আজ চরমভাবে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার। তিনি ছাত্র ও যুবসমাজকে অপসংস্কৃতি পরিহার করে প্রকৃত মুসলিম ও নৈতিক চেতনাসম্পন্ন সুনাগরিক হিসাবে গড়ে ওঠার আহ্বান জানান। গত ১৬ মে মঙ্গলবার সকাল ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা আয়োজিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মিছিলোত্তর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি উপরোক্ত কথা বলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হালীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পক্ষে ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এক আপোসহীন সংগ্রামের নাম। তথাপি ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় নির্যাতন করা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও বাংলা বিভাগের পি-এইচ.ডি গবেষক এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে। এ সবের অবসান কবে হবে প্রশ্ন করে তারা বলেন, নিরপরাধ মানুষকে হয়রানির নাম সুশাসন নয়। তারা 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র বিরুদ্ধে সকল ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় এগিয়ে আসতে ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তাগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত দু'জন শিক্ষক ড. ইউনুস, ড. তাহেরের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের যথাযথ বিচার দাবী করে বলেন, এক শ্রেণীর কুচক্রীদের কারণে দেশের ২য় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ আজ অশান্ত হয়ে উঠেছে। তারা অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে এ ব্যাপারে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। তারা আরো বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসর ডঃ গালিবের মত একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদকে প্রায় দেড় বছর ধরে কারা অন্তরীণ রেখে নির্মম নির্যাতন ও হয়রানি করা হচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের রহস্যজনক নিরবতা আমাদেরকে যারপর নেই হতবাক করেছে।

উল্লেখ্য যে, এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার বেলা ১১-টায় ক্যাম্পাসে 'আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ব্যানারে মিছিল অনুষ্ঠিত হবে। প্রক্টরের নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সময় নির্ধারিত হয়।

মহিলা সমাবেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১১ মে বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা'র উদ্যোগে এক বিশাল মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত

হয়। রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মহানগর 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস, নওদাপাড়া মাদরাসার ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা সাঈদুর রহমান প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, মা-বোনেরা সুখী সমৃদ্ধশীল সমাজ গড়ার জন্য সুসন্তান তৈরীর প্রধান কারিগর। সুতরাং তাদেরকে আদর্শ হিসাবে গড়ে উঠতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ইসলাম মহিলাদের সুউচ্চ মর্যাদা দিয়েছে কিন্তু আমাদের সমাজ মা-বোনদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পণ্য হিসাবে ব্যবহার করছে। তাই নারীদেরকে সচেতন হয়ে তাদের অবস্থান বুঝতে হবে এবং নিজেদের অবস্থানে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। সাথে সাথে স্বীয় পরিবারকে ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে। নেতৃবৃন্দ শিরক ও বিদ'আত মুক্ত সত্যিকার ইসলামী পরিবার ও সমাজ বিনির্মাণে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মহিলাদের মধ্যে ব্যাপক দাওয়াতী কাজ পরিচালনার উদাত্ত আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, সমাবেশে জনাবা রাযিয়াকে সভানেত্রী ও শরীফাকে সাধারণ সম্পাদিকা করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' রাজশাহী মহানগরী কমিটি গঠন করা হয়।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধাবোধ

মুসলিম মাত্রই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। 'কুরআন' আল্লাহ পাকের বাণী সম্বলিত সর্বশেষ ঐশী গ্রন্থ, যা মহানবী (ছাঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তাই কুরআনকে শ্রদ্ধা করা অর্থ আল্লাহকে ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-কে শ্রদ্ধা করা ও ভালবাসা। কেননা আল্লাহ পাক বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে কার্যত আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*। কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধের অর্থ, কুরআনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে চলা। মূলতঃ সকল মানুষের মুক্তিলাভ কুরআনের আদেশ-নিষেধ মানার উপরই নির্ভরশীল। 'যে যেমন কর্ম করে, সে তেমন ফল লাভ করে' প্রবচনটি কুরআনকে কে কতখানি মেনেছে, এক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যারা কুরআনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে চলবেন, তাঁরাই জান্নাত লাভে ধন্য হবেন।

দুর্ভাগ্য যে, অধিকাংশ মানুষই আজ কুরআন মানে না। অনেকে মৌখিক দাবী করেন বটে, কিন্তু কার্যত কুরআনের বিধান মেনে চলেন না। অথচ আল্লাহ পাক সকল মানুষের জন্য এ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যারা আসমানী কিতাব হিসাবে তাওরাত, যবূর ও ইঞ্জীল বা বাইবেলের অনুসারী, তাদের কি চিন্তা-ভাবনায় একথা আসে না যে, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব? পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলো যে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে এসেছে, আল-কুরআনও সে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তেই এসেছে। আল্লাহ পাক দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত ধর্ম' *(আলে ইমরান ১৯)*। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াবাসীকে সতর্ক করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য দ্বীন তালাশ করে কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং পরকালে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত' *(আলে ইমরান ৮৫)*।

ইসলাম বহির্ভূত মানুষদেরকে ভীতি প্রদর্শন পূর্বক আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাদের নিকট হ'তে পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণ বিনিময় হিসাবে প্রদান করলেও তাদের তওবা কবুল করা হবে না, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। 'আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই' *(আলে ইমরান ৯১)*। খ্রীষ্ট জগতের তিনজন মহা মনীষী কাউন্ট লিও টলস্টয়, মরিস বুকাইলি এবং বার্নার্ড শ' মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন বটে, কিন্তু তারা ইসলামকে সঠিক দ্বীন হিসাবে জানার

পরও অমুসলিমই ছিলেন। ফলে তারা দুনিয়াবাসীর নিরর্থক প্রশংসা কুড়িয়েছেন, যা তাদের কোনই কাজে আসবে না। কুরআন অমান্যকারীদের ফায়ছালা কুরআনেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে কোন ব্যক্তির মন্তব্য কিংবা যুক্তি অচল। আল্লাহ পাকই তাদের ব্যাপারে ফায়ছালা দিয়েছেন। এরা অস্বীকারকারী দল হিসাবে আল্লাহ পাকের নিকট চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন।

এক্ষণে আমরা মুসলমানগণ কতখানি কুরআন মেনে চলি, এ বিষয়ে আলোচনা করতে চাই। কুরআন মান্য করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেছেন, 'আল্লাহ সামর্থ্যের বাইরে কারো উপর দায়িত্ব চাপান না' *(বাক্বারাহ ২৮৬; মুমিনুন ৬২)*। সেকারণ সকল মুসলিমের উপর হজ্জ ও যাকাত ফরয করা হয়নি। তবে হজ্জ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'মানুষের উপর আল্লাহ্র এ অধিকার রয়েছে যে, যার এ ঘর পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে, সে যেন উহার হজ্জ সম্পন্ন করে। আর যে এ নির্দেশ পালন করতে অস্বীকার করবে, তার জেনে রাখা আবশ্যক যে, আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না' *(আলে ইমরান ৯৭)*।

মুসলিম জাতির ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার লক্ষে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহ্র রজ্জুকে সুদৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। মুসলিম জাতির মধ্যে মাযহাব ও ফের্কাবন্দী মহাগ্রন্থ আল কুরআনের উক্ত আয়াতের চরম অবমাননা। আর এ কারণেই আমাদের আজ এ পরিণতি। আল্লাহ পাক মুসলিম বিশ্বের দেশগুলোতে অফুরন্ত তেল সম্পদ দান করেছেন। এ সম্পদকে কাজে লাগাতে পারলে মুসলমানদের অবস্থান শীর্ষেই থাকত।

মুসলিম জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের প্রথম আদেশ ছিল 'পড়' *(আলাক্ব ১)*। অর্থাৎ জ্ঞান আহরণ কর। জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানই আলো। মুসলিম জাতি জ্ঞানের অভাবে আল্লাহ প্রদত্ত অফুরন্ত সম্পদ কাজে লাগাতে পারেনি। আমাদের সম্পদ বিজাতিরা কাজে লাগিয়ে আমাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বড়ই আফসোস! মুসলমানরা স্পেন বিজয় করে সেখানে জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছিল। সমগ্র ইউরোপ সে জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে আজ জ্ঞানের শীর্ষে অবস্থান করছে। আর মুসলমানরা জ্ঞান চর্চা হ'তে সরে পড়ায় পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ যথার্থই বলেছেন, 'আমি কোন জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করি না যতক্ষণ না সে জাতি নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করে' *(রা'দ ১১)*।

সূরা বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াতে এবং অন্যান্য আয়াতে ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করা হয়েছে। সূদ, ঘুষ, শূকর, মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম সম্বন্ধে মুসলিম জনগণের মধ্যে ব্যাপক জানাশুনা আছে। অথচ শূকরের গোশত ছাড়া অন্যান্যগুলো মুসলিম জনগণের মধ্যে বর্তমানে ব্যাপকভাবে চালু আছে। বর্তমানে সূদমুক্ত জীবন যাপন করা মুসলিম জনগণের নিকট অতি কঠিন কাজ। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র এ পাপে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত হয়েছে। সূদ হ'তে কে কাকে পরিত্রাণ করবে? কে কাকে বিরত করবে সূদী কারবার হ'তে? যাবতীয় অন্যায় দমনে রাষ্ট্রের উপরই দায়িত্ব রয়েছে। অথচ রাষ্ট্রই এ পাপ কাজের প্রধান হোতা।

আল্লাহ তা'আলা অপব্যয়/অপচয় না করার জন্য বলেছেন, 'যারা অপব্যয় করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রতিপালকের প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ' *(বনী ইসরাঈল ২৭)*। মুসলিম জনগণ বিড়ি, সিগারেট, জর্দ্দা ইত্যাদি সেবনে সরাসরি অপচয়ের শিকার হচ্ছে। এছাড়াও নানাভাবে অপব্যয় করতে এরা মোটেও কুণ্ঠিত হয় না। এদেশের শতকরা নব্বই জন পুরুষ মানুষ ধূমপান জনিত অপব্যয়ের আওতাভুক্ত। এদের মধ্যে বহু শিক্ষিত, জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিও রয়েছেন। অপব্যয়কারীকে আমি জ্ঞানী বলতে নারাজ। ধূমপানে বিষপান। ধূমপান অতি বদ-অভ্যাস। ধূমপায়ী ভাইদের প্রতি আন্তরিক নিবেদন, সত্বর তওবা করে ধূমপান মুক্ত জীবনে ফিরে আসুন।

'নিশ্চয়ই ছালাত অশ্লীল ও গর্হিত কাজ থেকে (মানুষকে) দূরে রাখে' *(আনকাবূত ৪৫)*। মুসলিম জনসংখ্যার অতি নগণ্য সংখ্যক ছালাতী ভাইদের মধ্যে বহু ছালাতী ভাই অশ্লীলতা মুক্ত নয়। যাবতীয় অন্যায় কার্যই অশ্লীলতা। সূদ, ঘুষ, ব্যভিচার, মদ, জুয়া, মিথ্যা, পরের হক নষ্ট করা, মাপে কম দেওয়া, ভেজাল দেওয়া ইত্যাদি সবই অশ্লীলতা। ছালাতী এমন নির্দোষ ব্যক্তি পাওয়া দুষ্কর, যে কোন রকম অশ্লীল কাজে জড়িত নয়।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধের যে চিত্র ফুটে উঠবে, তা একেবারে নৈরাশ্যজনক। এখানে উদাহরণ হিসাবে দু'একটি উল্লেখ করা হ'ল মাত্র। তথাপি আমরা আল্লাহ্র অসীম দয়ার ভাণ্ডার হতে কিঞ্চিৎ দয়া লাভে ধন্য হ'তে নিরাশ নই। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতা আমাদের চরিত্রের উপর বিশেষ ক্রিয়াশীল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিবর্তনে মহান আল্লাহ্র দরবারে আরয জানাই, আমাদের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে নেতৃবৃন্দের মনে অনুপ্রেরণা দিন এবং সকল মানুষের মন-মানসিকতার পরিবর্তন করুন! যাতে আমরা মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের যাবতীয় আদেশ-নিষেধ অবনত মস্তকে মেনে চলে বিনা বিচারে জান্নাতীদের দলভুক্ত হ'তে পারি-আমীন!!

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৮১)ঃ 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত 'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম' নামক বইয়ে বলা হয়েছে, মৃত স্বামীকে স্ত্রী গোসল করাতে পারবে। কিন্তু মৃত স্ত্রীকে স্বামী গোসল করাতে পারবে না। কারণ স্ত্রীর মৃত্যু হ'লে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবু মুসা
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী। কারণ স্ত্রীর মৃত্যুর পর স্বামী তার সম্পদের অংশীদার হয়। আর পরকালে স্ত্রীরূপেই তার হাশর-নাশর হবে। অর্থাৎ স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পরও তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বজায় থাকে। তাই স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকে নির্দ্বিধায় গোসল করাতে পারবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা (রাঃ)-কে বলেছিলেন, 'যদি আমার পূর্বে তুমি মারা যাও, তাহ'লে আমি তোমাকে গোসল দেব, কাফন পরাব, জানাযা পড়াব ও দাফন করব' *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১৪৬৫)*। আবুবকর (রাঃ)-কে তাঁর স্ত্রী আসমা বিনতে উমায়স (রাঃ) এবং ফাতেমা (রাঃ)-কে তাঁর স্বামী আলী (রাঃ) গোসল দিয়েছিলেন *(বায়হাক্বী ৩/৩৯৭; দারাকুৎনী হা/১৮৩৩; সনদ হাসান, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২০-১২১)*।

প্রশ্নঃ (২/২৮২)ঃ জনৈক আলেম বলেন যে, মৃত ব্যক্তির অভিভাবক প্রথম জানাযায় অংশগ্রহণ করলে পরবর্তীতে আর ঐ মৃতের জানাযা পড়া যাবে না এবং মৃতকে দেখাও উচিত হবে না। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুল মান্নান
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ উক্ত আলেমের বক্তব্য সঠিক নয়। মৃত ব্যক্তির অলী বা অভিভাবক প্রথম জানাযায় উপস্থিত থাকলেও পরবর্তীতে তার আরো জানাযা পড়া যাবে, যা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। জনৈক ব্যক্তির জানাযা ও দাফন হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানানো হ'লে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কবরটি কোথায়? অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উক্ত ব্যক্তির কবরের নিকট গিয়ে কবরকে সামনে রেখে জানাযা পড়লেন *(বুখারী ১/১২৪ পৃঃ; মুসলিম ২/৬৫৯ পৃঃ 'জানাযা' অধ্যায়)*। 'মৃত ব্যক্তিকে দেখাও উচিত হবে না' একথা ভিত্তিহীন। বরং দেখা যায় মর্মে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩/২৮৩)ঃ সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করানো যাবে কি?

-আল-আমীন
পশ্চিম দুবলাই, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে সময়মত গর্ভবতীর বাচ্চা প্রসব করানো সম্ভব না হ'লে এবং বাচ্চা বা বাচ্চার মায়ের ক্ষতির আশংকা থাকলে সিজারের মাধ্যমে বাচ্চা প্রসব করানো যাবে। কেননা একান্ত নিরুপায় অবস্থায় সাময়িকভাবে এমনটি করার অনুমতি রয়েছে *(মায়েদাহ ৩)*।

প্রশ্নঃ (৪/২৮৪)ঃ আমার এক ভাই পীরের মুরীদ। সে বলে, পীর সবকিছু করে দিবে। মুরীদ না হ'লে মৃত্যুর সময় শয়তান এসে ঈমান লুটে নিবে। এ নিয়ে তার সাথে আমার প্রায় সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পথে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কি?

-হেদায়েত উল্লাহ সরদার
বড় ধুশিয়া, বি.পাড়া, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এ ধরনের আক্বীদা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। এসমস্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন, বরং ঈমান ধ্বংসের অন্যতম কারণ। ইসলামের স্বর্ণযুগে পীর-মুরীদী কোন প্রথার অস্তিত্ব ছিল না। বর্তমানে কিছু স্বার্থপর লোক পীর সেজে ধর্মের নাম ভাঙ্গিয়ে পেটপূজায় ব্যস্ত রয়েছে। ঐসব লোকের শিখিয়ে দেয়া এসব ভ্রান্ত আক্বীদা পরিত্যাগ করে আল্লাহ এবং রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসরণ করতে হবে *(আলে ইমরান ৩২)*।

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের আক্বীদা পোষণকারী ভাইকে বিদ'আতী ও ভ্রান্ত পথ থেকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। এর পরও যদি সে ঐ কাজে লিপ্ত থাকে তাহ'লে তার সাথে চলাফেরা বন্ধ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতী বা বিদ'আতপন্থীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করল, সে ইসলামকে ধ্বংস করতে সাহায্য করল' *(বায়হাক্বী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১৮৯)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৮৫)ঃ শালীনতা বজায় রেখে কোন মুসলিম মেয়ে চাকুরী করলে তাকে বিবাহ করা যাবে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
উত্তর কামাল নগর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহিলাদের চাকুরী করা বা না করা বিবাহের জন্য প্রতিবন্ধক নয়। কারণ কেবল ব্যভিচারিণী ও মুশরিক

মহিলাকে বিবাহ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু নারী-পুরুষ একত্রে চাকুরী করা জায়েয নয় *(শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, মাজমূ'আ ফাতাওয়া, ৪/২৫৪ পৃঃ, সূরা নূরের ৩১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। তবে কোন মহিলা প্রতিষ্ঠান অথবা যে প্রতিষ্ঠানে শুধুমাত্র নাবালেগ ছেলেরা থাকবে সেখানে চাকুরী করতে পারে।

প্রশ্নঃ (৬/২৮৬)ঃ পৃথিবীতে একই সময়ে অনেক লোক মারা যায়। তাহ'লে 'মালাকুল মওত' (আঃ) একা একই সময়ে কিভাবে সব মানুষ ও পশু-পাখির জান কবয করেন?

-পাইরা পারভীন
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মালাকুল মওতকে এমন ক্ষমতার অধিকারী করেছেন যে, একই সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জান কবযের নির্দেশ দেওয়া হ'লেও তাঁর পক্ষে একেবারেই সহজ। কেননা সমগ্র পৃথিবী মালাকুল মওত (আঃ)-এর নিকট একটি পাত্রের ন্যায়। তিনি যেকোন সময় যেকোন স্থান হ'তে প্রাণীর জান কবয করতে পারেন। বিধায় একই সাথে একাধিক মানুষ ও পশু-পাখীর জান কবয করা তাঁর নিকট কোন কঠিন বিষয় নয় *(আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৮৭)ঃ অন্যের হাঁস-মুরগী, পশু-পাখী, ফসলের ক্ষতি বা চুরি করার পর বা সম্মানের হানি করলে অনুতপ্ত হয়ে পরকালে মুক্তির উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নামে বাজারমূল্য ধরে অর্থ দান করা যাবে কি? এরূপ করলে অপরাধী ব্যক্তি মুক্তি পাবে কি? কারণ ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রকৃত মালিক শনাক্ত করা যেমন খুবই কঠিন তেমনি চরম অপমানজনক।

-নাম-ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ এক্ষেত্রে চুরি বা ক্ষতি করা বস্তুর বর্তমান বাজারমূল্য ধরে মালিককে শনাক্ত করে উক্ত অর্থ তাকে প্রদান করতে হবে অথবা তার কাছে মাফ চাইতে হবে। অনুরূপ যেকোন পন্থায় কারো সম্মানের হানি করলে তার নিকট গিয়ে যথাযথভাবে ক্ষমা চাইতে হবে *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*। আর যথাসাধ্য চেষ্টার পরেও যদি মালিক শনাক্ত করা না যায়, তখন উক্ত টাকা তার নামে দান করতে হবে। তাহ'লে আশা করা যায় আল্লাহ ক্ষমা করবেন। উল্লেখ্য যে, মালিক শনাক্ত হওয়ার পরেও লজ্জা বা অপমান মনে করে তার নিকট মাফ না চাইলে মনে রাখতে হবে যে, ইহকালের শাস্তি ও অপমান হ'তে পরকালের শাস্তি ও অপমান অনেক কঠিন এবং ভয়াবহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৭)*।

প্রশ্নঃ (৮/২৮৮)ঃ ঘুম হ'তে জাগ্রত হয়েই কেবল দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ। কিন্তু আমরা তো প্রতি ওযূর পূর্বেই দু'হাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করি। এটা কি সুন্নাত, না বিদ'আত?

-আযীযুল হক
সিতাইকুণ্ড, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ ঘুম থেকে উঠার পর এবং অন্য সময়েও ওযূর ক্ষেত্রে দু'হাত কব্জি সহ ধৌত করে ওযূ আরম্ভ করার কথা হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯১-৯৪, 'ওযূর সুন্নাত' অনুচ্ছেদ)*। তবে ঘুম থেকে উঠে ওযূ শুরুর পূর্বে দু'হাত কব্জি সহ ধৌত করার বিষয়টি পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯১)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯)ঃ কোন কোন মসজিদে মাঝে-মধ্যে তাহাজ্জুদের আযান দেওয়া হয়। ফলে মানুষ তাহাজ্জুদ এবং ফজরের আযান নিয়ে সংশয়ের মধ্যে পতিত হয়। তাই আযানের আগে বা পরে এই বলে ঘোষণা দেওয়া যাবে কি যে, 'এটা তাহাজ্জুদের আযান'?

-মাহফূযুর রহমান
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ তাহাজ্জুদের আযান যেহেতু নিয়মিত দেওয়া হয় না, সেহেতু মানুষের সন্দেহ দূর করার জন্য তাহাজ্জুদের আযানের আগে বা পরে উক্ত মর্মে ঘোষণা দেওয়া যায়। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, বেলাল (রাঃ) 'ছুবহে ছাদিক্ব'-এর পূর্বে ভুলবশতঃ ফজরের আযান দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি গিয়ে বল 'সাবধান! বান্দা ঘুমিয়ে ছিল (তাই ভুল হয়েছে)' *(ছহীহ আবূদাঊদ, হা/৫৩২)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০)ঃ ড্রাইওয়াশ কিংবা পেট্রোল ওয়াশ করা পোশাক পরিধান করে ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-ইকরাম, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ পোশাকে অপবিত্রতা লেগে থাকলে ড্রাইওয়াশ কিংবা পেট্রোল ওয়াশ করে ছালাত আদায় করলে ছালাত সিদ্ধ হবে না। কারণ এ পদ্ধতিতে কাপড় পরিষ্কার হয় কিন্তু পবিত্র হয় না। উল্লেখ্য, পোশাকে অপবিত্রতা লেগে থাকলে পানি দ্বারা ধৌত করে পবিত্র করতে হবে। কেননাএক্ষেত্রে পানিই পবিত্রতার মাধ্যম *(মায়েদাহ ৬)*।

প্রশ্নঃ (১১/২৯১)ঃ আমার মা আমেরিকান প্রবাসী ভাইয়ের নিকট বেড়াতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হন। ভাইয়ের 'জীবন বীমা' থাকার ফলে মা হিসাবে কোম্পানী তাকে কিছু টাকা প্রদান করে। উক্ত বীমার টাকা ব্যবহার করা জায়েয হবে কি?

-ওছমান
ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত টাকা ব্যবহার করা হালাল হবে না। কারণ অমুসলিম রাষ্ট্রের বীমা কোম্পানীগুলো সূদভিত্তিক পরিচালিত হয়। সূদভিত্তিক লেন-দেন ইসলামে হারাম। দ্বিধায় সূদ ভিত্তিক জীবন বীমার অর্থ বর্জন করার সাথে

সাথে উক্ত বীমা বর্জন করাও অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল সূদকে হারাম করেছেন *(বাক্বারাহ ২৭৫; আহমাদ, মুসলিম, মিশকাত হা/২৮০৭ ও ২৮২৫)*। তবে যদি কোন মুসলিম রাষ্ট্রে সূদমুক্ত বীমা পরিচালিত হয়, তাহ'লে উক্ত বীমা হ'তে অর্থ লেন-দেন করাতে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

প্রশ্নঃ (১২/২৯২)ঃ জেনে বা না জেনে চুরিকৃত জিনিস ক্রয় করা যায় কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ জানার পরে চোরাই মাল ক্রয় করা নিষিদ্ধ। তবে অজ্ঞাত অবস্থার কথা ভিন্ন। মহান আল্লাহ বলেন, 'পাপ এবং অন্যায়ের কাজে তোমরা একে অপরের সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করল, সে তার গুনাহ ও অন্যায় কাজে শরীক হয়ে গেল' *(বায়হাক্বী, ফিক্বহুস সুন্নাহ, ৩/১৪৬ পৃঃ, 'চুরিকৃত ও ছিনিয়ে নেয়া মাল হারাম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৯৩)ঃ রাগান্বিত হয়ে অন্যকে গালি দেওয়া সম্পর্কে জনৈক শিক্ষকের নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন, গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ। আর যে একবার গালি দিবে তার চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মুসাম্মাৎ নূরুন্নাহার।
সাতক্ষীরা সিটি কলেজ, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তি কর্তৃক অপর মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী- এ কথা ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৮১৪, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়)*। তবে 'একবার গালি দিলে চল্লিশ দিনের ইবাদত কবুল হবে না' একথার কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্নঃ (১৪/২৯৪)ঃ জনৈক আলেম জানাযার ছালাতে দরূদ পাঠ না করেই জানাযার দো'আ পড়ার অতঃপর দরূদ পাঠ করেন। উক্ত জানাযার ছালাত সঠিক হয়েছে কি?

-নাছরুল্লাহ, কামাল, শহীদ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত ছালাত শুদ্ধ হয়েছে। কারণ ঈদের ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতে ভুল হ'লে ক্বাযা করার প্রয়োজন নেই। ইবনু ওমর (রাঃ) সহ অন্যান্যরা এমনটি বলেছেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৪৪ পৃঃ 'জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৫/২৯৫)ঃ জুম'আর দিনের ন্যায় সপ্তাহের অন্যান্য দিনেও কি আযানের পর কেনা-বেচা সহ অন্যান্য কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ? এই নির্দেশ মহিলাদের ক্ষেত্রেও কি প্রযোজ্য?

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহ বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ সূরা জুম'আর ১০ নং আয়াতে জুম'আর আযানের পর যে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা কেবল ঐ দিনের জুম'আর ছালাতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সপ্তাহের অন্যান্য দিনের ছালাতের আযানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। তবে জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা থাকলে তা নিষিদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেননা শারঈ ওযর না থাকলে জামা'আতে আসা যরূরী *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪; আল-ইনছাফ ১১/১৬৪ পৃঃ, 'জুম'আর আযানের পরে বেচা-কেনা নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখ্য, মহিলাদের বিষয়টি স্বতন্ত্র। তাদের উপর জুম'আর ছালাত ওয়াজিব নয়। তবে তাদের জুম'আর ছালাতে উপস্থিত হওয়ার জন্য শরী'আতে অনুমতি রয়েছে *(বুখারী, ১ম খণ্ড, হা/৯০০, 'জুম'আ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৯৬)ঃ সন্তান-সন্ততির মধ্যে একজন হিজড়া সন্তান থাকলে তার সম্পদ বন্টন পদ্ধতি কিরূপ হবে?

-মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
খানজাহান আলী রোড, খুলনা।

উত্তরঃ 'হিজড়া' দুই প্রকার- (১) خُنْثَى غَيْرُ مُشْكِلٍ বা নির্দিষ্ট আকৃতি বিহীন (২) خُنْثَى مُشْكِلٌ বা নির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট। নির্দিষ্ট আকৃতি বিশিষ্ট বলতে নারী বা পুরুষের আলামত। যার মধ্যে যে আলামত থাকবে তাকে তাই গণ্য করা হবে এবং এদের মাঝে অন্যান্য সন্তান-সন্ততির ন্যায় সম্পদ বণ্টন করতে হবে। কিন্তু হিজড়া যদি নির্দিষ্ট আকৃতি বিহীন হয় অর্থাৎ নারী-পুরুষ কোনটিই বুঝা না যায় তাহ'লে সে এমতাবস্থায় পুত্র সন্তানের অর্ধেক এবং কন্যার অর্ধেক হিসাবে সম্পদের ওয়ারিছ হবে। মাসয়ালা-৯ যেমন মৃত আব্দুল্লাহ

পুত্র	কন্যা	হিজড়া
৪	২	৩

উপরোক্ত মাসআলা অনুপাতে পুত্র পাবে এক-চতুর্থাংশ তথা ৪/৮ এবং কন্যা পাবে পুত্রের অর্ধেক ২/৮ এবং আকৃতি বিহীন হিজড়া পুত্র ও কন্যার প্রত্যেকের অর্ধেক করে পাবে তথা ৩/৮ পাবে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৫৩১ পৃঃ 'হিজড়া' অনুচ্ছেদ)*। এটিই অধিক প্রাধান্য যোগ্য অভিমত। *(সিরাজী, ১৫৪ পৃঃ 'হিজড়া সংক্রান্ত আলোচনা' পরিচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৯৭)ঃ ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'দৈনন্দিন জীবনে কুরআন' অনুষ্ঠানে তারাবীহর রাক'আত সংখ্যা সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, ওমর (রাঃ) বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দলীলও রয়েছে। সেকারণ মক্কা ও মদীনাতেও তারাবীহ ২০ রাক'আত পড়া হয়ে থাকে। এ বক্তব্যের সত্যতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জীবনে কখনো বিশ রাক'আত তারাবীহ পড়েননি এবং ওমর (রাঃ)ও বিশ রাক'আত তারাবীহ চালু করেননি; বরং বিতর সহ ১১ রাক'আত তারাবীই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যামানায় চালু ছিল, এটিই চূড়ান্ত সত্য *(বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ)*। ওমর (রাঃ)ও ঐ একই আদেশ দিয়েছিলেন *(মুওয়াত্ত্বা মালেক; মিশকাত হা/১৩০২)*। ওমর (রাঃ)-এর যামানায় ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়া হ'ত বলে যে বর্ণনা এসেছে, তা নিতান্তই 'যঈফ' এবং ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে 'মরফূ' সূত্রে যে বর্ণনা এসেছে তা মওযূ বা জাল *(আলবানী, হাশিয়া মিশকাত হা/১৩০২, ১/৪০৮ পৃঃ; ইরওয়া ২/১৯৩ পৃঃ, হা/৪৪৬ ও ৪৪৫ এর ব্যাখ্যা দ্রঃ)*। এতদ্ব্যতীত ২০ রাক'আত তারাবীহ সম্পর্কে আরো যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে, তার সবগুলিই জাল কিংবা যঈফ *(মির'আত ২/২২৯, ২৩৩ পৃঃ, হা/১৩০৮ ও ১২; বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর-নভেম্বর '০৩ সংখ্যা)*।

উল্লেখ্য যে, সঊদী আরবের সব মসজিদেই ১১ রাক'আত তারাবীহ পড়া হয়। মক্কা ও মদীনায় ২ ইমামের মাধ্যমে দু'টি জামা'আতে ২০ রাক'আত পড়ানো হয় ১০ রাক'আত করে। এটা প্রচলিত বিশ রাক'আতের মত নয়। মানুষের কর্ম ব্যস্ততার কারণে দু'টি জামা'আতের সুযোগ দেওয়া হয়েছে মাত্র।

প্রশ্নঃ (১৮/২৯৮)ঃ বিদ্যুৎ চলে যাওয়ায় জনৈক মুওয়াযযিন মুখে আযান দিতে শুরু করেন। হঠাৎ বিদ্যুৎ আসাতে তিনি মৌখিক আযান বাদ দিয়ে মাইকে আযান দেন। এভাবে আযান দেয়া কি শরী'আত সম্মত?

-এফ.এম নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ আযান একটি ইবাদত। সেকারণ মৌখিক আযান চলা অবস্থায় বিদ্যুৎ আসার কারণে আযান ছেড়ে দিয়ে নতুনভাবে মাইকে আযান দেওয়া যাবে না। তবে পূর্বে থেকে মাইক ঠিক করা থাকলে বিদ্যুৎ আসার কারণে অবশিষ্ট আযান মাইকে প্রচারিত হ'লে তাতে কোন অসুবিধা নেই *(আহকামুল আযান, পৃঃ ৪৪)*।

প্রশ্নঃ (১৯/২৯৯)ঃ জনৈক ব্যক্তিকে মাথা কেটে হত্যা করা হয় এবং মাথাটি কিছু দূরে পুতে রাখা হয়। ফলে মাথা ব্যতীতই তার জানাযা পড়ে দাফন করা হয়। পরদিন মাথাটি পাওয়া গেলে পুনরায় জানাযা পড়ে অন্য কবরে দাফন করা হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত হয়েছে?

-ফিরোজ কবীর
আলাদীপুর, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মাথা ব্যতীত লাশের জানাযা ও দাফন-কাফন করার পর পুনরায় মাথার জানাযা পড়ার প্রয়োজন নেই। এমন বিচ্ছিন্ন অংশকে একই কবরে দাফন করতে হবে *(মুক্বনে', ৬/১৯৪ পৃঃ)*। সুতরাং পরদিন প্রাপ্ত মাথা ঐ কবরে রেখে দিলেই হ'ত। জানা আবশ্যক যে, প্রয়োজনে কবর খনন করা ও লাশ উত্তোলন করাতে শরী'আতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। একই কবরে একাধিক লাশ দাফন করাও জায়েয *(দ্রঃ ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩৭৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০)ঃ যারা আরবী ভাষায় কথা বলে তারা কি প্রত্যেক হরফে কুরআন তেলাওয়াতের মত নেকী পাবে কি?

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অন্যান্য ভাষার ন্যায় আরবী ও একটি ভাষা। তাই এর পৃথক কোন মর্যাদা নেই। সকল ভাষার যেমন আল্লাহ স্রষ্টা তেমনি মানও একই। এক ভাষার উপর অন্য ভাষার শারঈ কোন প্রাধান্য নেই। তাই কেবল কুরআন তেলাওয়াত করলেই প্রত্যেক হরফে নেকী পাওয়া যায়। এটি কুরআনের বিশেষ মর্যাদা, আরবী ভাষার নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পড়বে তার বিনিময়ে ১০টি নেকী পাবে। আমি বলছি না যে, الم একটি হরফ বরং 'আলিফ' একটি হরফ 'লাম' একটি হরফ, 'মীম' একটি হরফ *(তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত হা/২১৩৭ 'কুরআনের ফযীলত' অধ্যায়)*। উল্লেখ্য, আরবী ভাষার পৃথক মর্যাদা সম্পর্কে বায়হাক্বীতে যে বর্ণনাটি এসেছে সেটি জাল *(মিশকাত হা/৬০০৬ টীকা-২)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩০১)ঃ নিলামে বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা কি শরী'আত সম্মত?

-মুহাম্মাদ আমানুল্লাহ
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

উত্তরঃ নিলামে বেচা-কেনা ইসলামী শরী'আতে জায়েয। তাবেঈ বিদ্বান আত্বা (রহঃ) বলেন, আমি ছাহাবায়ে কেরামকে দেখেছি যে, তাঁরা গণীমতের মাল অধিক মূল্য প্রদানকারীর নিকটে বিক্রি করতে দোষ মনে করতেন না। জাবির (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তারপর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। তখন নবী করীম (ছাঃ) গোলামটিকে নিয়ে নিলামে ডাক দিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট হ'তে ক্রয় করবে? নু'আঈম ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর কাছ হ'তে সেটি এত এত মূল্যে ক্রয় করলেন। তিনি গোলামটিকে তার হাওয়ালা করে দিলেন *(বুখারী (বৈরুত ছাপা) ২/৩৪ পৃঃ, হা/২১৪১ 'নিলাম' অনুচ্ছেদ, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়; মিশকাত হা/৩৩৯২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩০২)ঃ আমরা জানি সালাম দিয়ে মুছাফাহা করার দো'আ হচ্ছে (১) نحمد الله ونستغفره (২) অথবা يغفر الله لنا ولكم উক্ত দো'আ দু'টি কি ছহীহ?

-আব্দুল্লাহ
সদর সাতক্ষীরা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত দো'আর কোনটিই ছহীহ নয়। প্রথমে বর্ণিত দো'আটি আবুদাঊদে রয়েছে যার বর্ণনা সূত্র যঈফ *(আলবানী তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬৭৯)*। আর দ্বিতীয় মর্মে বর্ণিত দো'আটি ইবনুস সুন্নী কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যার সূত্র ভিত্তিহীন *(তুহফাতুল আহওয়াযী, 'আদব' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ দ্রঃ)*। মূলতঃ সালামই দো'আ। কারণ এর মাধ্যমে পরস্পরের জন্য শান্তি কামনা করা হয় এবং মুছাফাহা করলে উভয়কে ক্ষমা করা হয় *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৭৯)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩০৩)ঃ ভিক্ষুক আসলে কিছু না দিয়ে বিদায় দেওয়া অথবা থেকেও নেই বলে ফিরিয়ে দেয়া কি উচিত?

-সেকান্দার আলী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ প্রকৃত ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে কিছু দেওয়াই উচিত। মিথ্যা বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকতে হবে। কিছু না থাকলে ভাল কথা বলে বিদায় দিতে হবে। কোনক্রমেই ধমকানো যাবে না। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'ইয়াতীম ও ভিক্ষুককে ধমক দিও না' *(যোহা ৯, ১০)*। উম্মু বুজাইদ (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! ভিক্ষুক এসে আমার দরজায় দাঁড়ায় কিন্তু আমার বাড়ীতে কিছু না থাকায় আমি তার হাতে কিছু দিতে পারি না, এতে আমি লজ্জাবোধ করি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'কিছু হ'লেও দাও' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৮৭৯ 'যাকাত' অধ্যায়, 'কৃপনতা অপসন্দনীয়' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য, সুস্থ, সবল মানুষের জন্য ভিক্ষা করা জায়েয নয়। পেশাদার ভিক্ষুক থেকেও সাবধান থাকা উচিত।

প্রশ্নঃ (২৪/৩০৪)ঃ আহলেহাদীছগণ নাকি 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতে'র অন্তর্ভুক্ত নয়। এ বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ইদরীস আলী
রাণী বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ জানা আবশ্যক যে, 'আহলেহাদীছ' অর্থ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসারী। আর 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত' অর্থ রাসূলের সুন্নাত ও ছাহাবায়ে কেরামের জামা'আতের অনুসারী। তাই আহলেহাদীছগণই প্রকৃতপক্ষে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। কারণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেবল আহলেহাদীছগণই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের উপর অটল রয়েছেন। নাথে সাথে ছাহাবায়ে কেরামের নীতিরও লালনকারী একমাত্র তাঁরাই। যেমন শায়খ আব্দুল ক্বাদের জীলানী (রহঃ) বলেন,

فَأَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا اِسْمَ لَهُمْ إِلَّا اِسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيْثِ.

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অন্য কোন নাম নেই, একটি নাম ব্যতীত। সেটি হ'ল 'আহলেহাদীছ' *(গুনিয়াতুত ত্বালেবীন [মিসরঃ ১৩৪৬ হিঃ], ১/৯০ পৃঃ)*। অতএব হাদীছ বিদ্বেষী বিদ'আতী কোন ব্যক্তি যেমন আহলে সুন্নাত হ'তে পারে না, তেমনি ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা, আমল ও ত্বরীকা বিরোধী কোন ব্যক্তি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না। যে ব্যক্তি কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী পরিচালিত হবে তিনিই কেবল 'আহলেহাদীছ' বা 'আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের' অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'হক্ব-এর অনুসারী ব্যক্তি একাকী হ'লেও তিনি একটি জামা'আত' *(মিশকাত হা/১৭৩, হাশিয়া, বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? ৬, ১২, ১৬ পৃঃ)*। কাজেই প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্যটি সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন।

প্রশ্নঃ (২৫/৩০৫)ঃ 'আহলেহাদীছ না থাকলে দুনিয়া হ'তে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত' এই উক্তিটি কাঁর? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-হারূনুর রশীদ
তল্লাতলা, বাগবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ 'কুতুবে সিত্তার' অন্যতম সংকলক ইমাম আবুদাঊদ (রহঃ) (২০২-২৭৫হিঃ) উল্লিখিত উক্তি করেন *(শরফু আছহাবিল হাদীছ, পৃঃ ২৯; আলবানী, সিলসিলা ছহীহাহ ১/৪৮২ পৃঃ দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৩০৬)ঃ এক যুবতী মেয়ে তার পিতাকে না জানিয়ে তার চাচাতো ভাইকে অলী বানিয়ে বিবাহ করেছে। এ বিবাহ কি সঠিক হয়েছে?

-ইমরান
হোসেনাবাদ, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ মেয়ের বিবাহের ক্ষেত্রে অলী বা অভিভাবকের অনুমতি আবশ্যক। এ ব্যাপারে নাবালিকা, সাবালিকা বা বিধবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। তাই 'অলী' ব্যতীত বিবাহ করলে কিংবা অভিভাবক অন্যকে দায়িত্ব না দিলে সে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে। আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'অলী ব্যতীত বিবাহ হয় না' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩০, হাদীছ ছহীহ, 'বিবাহের অভিভাবক ও নারীর অনুমতি গ্রহণ' অনুচ্ছেদ)*। আয়েশা (রাঃ)

হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে নারী তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে বিবাহ করে, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল, তার বিবাহ বাতিল...' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩১৩১; হাদীছ হাসান, ইরওয়া হা/১৮৪১ ও ১৮৪৪, ৬/২৪৮ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/২০১ পৃঃ)*। উক্ত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মহিলার বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ (২৭/৩০৭)ঃ জনৈক মহিলার বাচ্চার কান্না শুনে ইমাম ছাহেব ফজরের ছালাতের কিরাআত সংক্ষিপ্ত করে রুকূতে চলে যান। ছালাত শেষে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, মহিলার বাচ্চার কান্নার কারণে আমি এটা করেছি। এরূপ করা কি ঠিক হয়েছে?

-হাবীবুল বাশার
নয়া পল্টান, ঢাকা।

উত্তরঃ কিরাআত সংক্ষেপ করে তিনি হাদীছ মোতাবেক কাজ করেছেন। রাসূল (ছাঃ) লম্বা সূরা পড়ার ইচ্ছা করতেন কিন্তু বাচ্চাদের ক্রন্দন শুনলে তিনিও ছালাত সংক্ষেপ করতেন। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আমি অনেক সময় ছালাত আরম্ভ করি, আর আমার ইচ্ছা থাকে তাকে দীর্ঘ করার। কিন্তু যখন আমি কোন শিশুর ক্রন্দন শুনি, তখন আমার ছালাতকে সংক্ষেপ করি। কেননা তার ক্রন্দনে তার মাতার মনের উদ্বেগ যে বেড়ে যাচ্ছে তা আমি জানি' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩০ 'ইমামের কর্তব্য কি' অনুচ্ছেদ; বাংলা মিশকাত ৩য় খণ্ড, হা/১০৬২)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩০৮)ঃ জনৈক ব্যক্তি এক মাদরাসায় কিছু জমি দান করেন। মাদরাসার কমিটি উক্ত জমি লীজ/ঠিকা/বিক্রয় বা বিনিময় করতে চাইলে দানকারী নিতে পারবে কি? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আককাস
বায়া বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ দানকারী অন্য জমি দিয়ে বিনিময় করতে পারে। এ ব্যাপারে শরী'আতে নিষেধাজ্ঞা নেই *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৩১২ পৃঃ; দ্রষ্টব্য জুন ২০০৫ ১৮/৩৩৮)*। তবে লীজ, ঠিকা ও ক্রয় করতে পারবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০০৮; বুখারী ১/২০১-২)*।

প্রশ্নঃ (২৯/৩০৯)ঃ বন্দীদের কেমন সাথে আচরণ করতে হবে? পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আশরাফ আলী
সেতাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও।

উত্তরঃ ইসলাম বন্দীদের সাথে সুন্দর ও উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে এরশাদ করেন, 'তারা আল্লাহ্র ভালবাসা পাওয়ার আশায় অভাবগ্রস্ত ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য আমরা তোমাদেরকে খাদ্য দান করি এবং তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান ও কৃতজ্ঞতা কামনা করি না' *(দাহর ৮-১০)*। ছুমামা বিন আছাল যখন মুসলমানদের হাতে বন্দী হ'লেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাগণকে বললেন, 'তোমরা বন্দীদের সাথে সুন্দর আচরণ কর এবং তোমরা খাদ্য জমা করে তাদের নিকট খাদ্য পৌঁছে দিও' ...। বন্দীদের সাথে ভাল আচরণ করার কারণে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত হা/৩৯৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/১৯৫/৯৬ 'বন্দীদের সাথে আচরণ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩১০)ঃ এক সাথে দুই বছরের জন্য জমি ঠিকা/লিজ/ভাড়া দেওয়া কি শরী'আত সম্মত?

-হেমায়েত উদ্দীন
বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ এক বা একাধিক ব্যবসার জন্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে জমি ঠিকা/লিজ/ভাড়া দেওয়া শরী'আত সম্মত। হানযালা ইবনু ক্বায়েস (রাঃ) বলেন, আমি রাফে' ইবনু খাদীজ (রাঃ)-কে দীনার ও দিরহামের বিনিময়ে জমি ভাড়া দেওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এতে কোন দোষ নেই *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৭৪)*।

উক্ত হাদীছে কোন সময় নির্ধারণ করা হয়নি। সুতরাং টাকার পরিবর্তে যতদিন ইচ্ছা জমি ঠিকা, ভাড়া বা লিজ দেওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ (৩১/৩১১)ঃ কবর যিয়ারত করার সময় সূরা ফাতিহা ও দরূদ পড়ার পর দো'আ পড়তে হবে কি?

-আব্দুর রহমান
জয়ন্তীবাড়ী, বগুড়া।

উত্তরঃ কবর যিয়ারত করতে গিয়ে পূর্বে সূরা ফাতিহা ও দরূদ পড়ার কোন বিধান নেই। বরং কবর যিয়ারতের দো'আ সহ মৃত ব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য অন্যান্য দো'আ পড়তে পারে। যিয়ারতের দো'আ-

السَّلاَمُ عَلَي أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ-

(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৪)।

প্রশ্নঃ (৩২/৩১২)ঃ কোন সম্পদহীন ব্যক্তি ঋণ রেখে মারা গেলে যাকাত ফাণ্ড থেকে তার ঐ ঋণ পরিশোধ করা যাবে কি?

-আহমাদ আলী
হাটগাংগোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যাকাত দ্বারা মৃত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ করা যায় *(তওবা ৬০)*। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কর্য পরিশোধের আশায় কর্য গ্রহণ করে আল্লাহ তাকে কর্য পরিশোধ করার সুযোগ দান করেন। আর যে ব্যক্তি এই আশায় কর্য গ্রহণ করে না আল্লাহ তার কর্য পরিশোধের সুযোগ দেন না' *(বুখারী, মিশকাত হা/২৯১০)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩১৩)ঃ নারী-পুরুষের খাৎনা করার হুকুম কি?

-আব্দুল মুমিন
মহিষখোচা, আদীতমার
লালমণিরহাট।

উত্তরঃ খাৎনা করা পুরুষের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। এজন্য পুরুষের খাৎনা করা অত্যন্ত যরূরী। আর নারীদের খাৎনা করার পক্ষে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। পক্ষান্তরে পুরুষের খাৎনা যরূরী হওয়ার ব্যাপারে একাধিক ছহীহ হাদীছ রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২০)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩১৪)ঃ যেসব মসজিদে কবর রয়েছে সেগুলিতে কি ছালাত জায়েয?

-আব্দুল কুদ্দূস
গোবারচাকা, খুলনা।

উত্তরঃ কবর থাকা অবস্থায় মসজিদে ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কবরের উপরে অথবা কবরকে সামনে রেখে ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন *(সিলসিলা ছহীহা হা/১০১৬/৭৬৮)*। তবে এ ধরনের মসজিদের ক্ষেত্রে দু'টি পদ্ধতি লক্ষণীয়। (১) যদি কবর দেওয়ার পরে মসজিদ নির্মাণ করা হয় তাহ'লে মসজিদ ভেঙ্গে ফেলতে হবে। কারণ এমন মসজিদে ছালাত হবে না (২) আর মসজিদ যদি আগে থেকেই থাকে পরে সেখানে কবর দেয়া হয়, তাহ'লে কবর স্থানান্তর করতে হবে। কবর খনন করে যা কিছু পাওয়া যাবে তা অন্যত্র করতে হবে। অতঃপর মসজিদে ছালাত জায়েয হবে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩১৫)ঃ এক ব্যক্তি তার জীবনের ১৫-২০ বছরের ক্বাযা ছালাত আদায় করছে এবং বলছে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের যদি ক্বাযা চলে তাহ'লে সমস্ত ছালাতেরই ক্বাযা চলবে। এবক্তব্য কতটুকু সঠিক?

-আমীনুল ইসলাম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ এ বক্তব্য সঠিক নয়। কারণ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করা ছালাতের কোন ক্বাযা নেই। ঘুমের কারণে অথবা অজানতে কোন ছালাত ছুটে গেলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ক্বাযা আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের কোন ব্যক্তি কোন ছালাত ভুলে গেলে অথবা ঘুমিয়ে গেলে যখন স্মরণ হবে তখনই যেন ছালাত আদায় করে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬০৪)*। তবে স্বেচ্ছায় কোন ছালাত ছেড়ে দিলে তার ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এটা কুফরী অথবা শিরকী কাজ *(মুসলিম, ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/২৩২, হাইয়াতু কিবারিল ওলামা ১/২৬৫)*। এমতাবস্থায় তাকে তওবা করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে এবং বেশী বেশী নফল ছালাত পড়তে হবে *(ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, ২৮০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৩১৬)ঃ শিরক কিভাবে হয়? শিরকের অন্তর্ভুক্ত কাজগুলি কি কি? মাযারে গরু, ছাগল, হাঁস মুরগী ও টাকা-পয়সা দান করলে শিরক হবে কি?

-মীযানুর রহমান
আস-মানজার, আল-ক্বাছীম, সঊদী আরব।

উত্তরঃ শিরক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সাদৃশ্য, সমকক্ষ বা শরীক নির্ধারণ করা। শরী'আতের পরিভাষায় শিরক হচ্ছে- মানুষ কোন ব্যক্তি বা অন্য কিছুকে আল্লাহ্র সমকক্ষ মনে করা, তার নিকট প্রার্থনা করা, কোন কিছুর আশা করা, তাকে ভয় করা, তার উপর ভরসা করা, তার নিকট সুপারিশ চাওয়া, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা, সাহায্য চাওয়া বা তার নিকট মীমাংসা চাওয়া। এছাড়া আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে অন্যের আনুগত্য করা, তার নিকট হ'তে শরী'আতের বিধান গ্রহণ করা, তার নামে পশু যবেহ করা 'শিরক'। গাছ, পাথর, কোন স্থান, দিবস, পুরাতন নিদর্শন কিংবা মৃত মানুষের মাধ্যমে বরকত হাছিল করা এবং বছর, কালকে শুভ মনে করাও শিরক *(আ'রাফ ১৩৮ নং আয়াতের আলোচনা দ্রঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৩১৭)ঃ আমি গরীব হালতে থাকি বলে আমার মা আমাকে ঘৃণা করে, মেহমানদের সামনে গেলে অপমানবোধ করে এবং আত্মীয়দের বাসায় যেতে নিষেধ করেন। আহলেহাদীছ হওয়ায় আমাকে বাড়ী থেকে বের করে দিয়েছেন। আমি এখন মায়ের কাছে যাই না। এতে আমার কোন গুনাহ হচ্ছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।

উত্তরঃ গরীব হওয়ার কারণে তার মায়ের ঘৃণা করা, আত্মীয়দের বাসায় যেতে নিষেধ করা এবং আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া মোটেই ঠিক হয়নি। এটি ইসলামী আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তবে তাকে তার মায়ের খোঁজ-খবর রাখতে হবে। মাঝে মধ্যে তাঁর কাছে যেতে হবে, তাঁর অবস্থা জানতে হবে। তাঁর সাথে নম্র আচরণ করতে হবে নইলে সে গুনাহগার হবে। আবুবকর (রাঃ)-এর মেয়ে আসমা (রাঃ) বলেন, কুরায়শদের যুগে আমার মা আমার নিকটে আসতেন তখন তিনি অমুসলিম ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমার মা আমার নিকট আসেন তিনি ইসলাম গ্রহণে অনাগ্রহী। আমি কি তার সাথে নম্র আচরণ করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন হ্যাঁ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৩)*। অতএব পিতা-মাতার কোন অন্যায় দেখলে

তাঁদেরকে পরামর্শ দিতে হবে, তাদের অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়া যাবে না।

প্রশ্নঃ (৩৮/৩১৮)ঃ মানবজাতি সৃষ্টির আগে যে জিন জাতির রাজত্ব ছিল তার প্রমাণ সহ জানতে চাই।

-মুসলিমুদ্দীন
দুপচাচিয়া, বগুড়া।

উত্তরঃ মানব জাতি সৃষ্টির আগে পৃথিবীতে জিন জাতির রাজত্ব ছিল এটা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন আমি ফেরেশতাদের বললাম, তোমরা আদমকে সিজদা কর, তখন সকল ফেরেশতা সিজদা করল, কিন্তু ইবলীস সিজদা করল না। সেছিল জিন জাতির একজন' *(কাহ্ফ ৫০)*। তাছাড়া আল্লাহ যেখানে মানুষ ও জিন জাতির সৃষ্টির উদ্দেশ্য পেশ করেছেন তখনই জিনের কথা প্রথমে উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফেরেশতাদেরকে নূর হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে, জিন বা ইবলীসকে জ্বলন্ত আগুন হ'তে সৃষ্টি করা হয়েছে আর মানুষকে যা দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে তার বিবরণ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে' *(মুসলিম, ইবনু কাছীর ৩/১২০ পৃঃ, ৫০ নং আয়াতের আলোচনা)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৩১৯)ঃ গুলের ব্যবসা করা কি বৈধ?

-মুকবুল
দিগদানা, ঝিকরগাছা, যশোর।

উত্তরঃ গুলের ব্যবসা করা বৈধ নয়। গুল বা তামাক কিংবা নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসায়ী গুনাহগার হবে। কারণ গুল নেশাদার, অপবিত্র ও হারাম বস্তু। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক নেশাদার দ্রব্যই হারাম' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। আর যে দ্রব্য হারাম তার বিক্রয় মূল্যও হারাম *(ছহীহ আবুদাঊদ)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ– 'আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করেন এবং তাদের উপর অপবিত্র বস্তু হারাম করেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ হচ্ছেন পবিত্র আর পবিত্র ছাড়া তিনি গ্রহণ করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০)*। উক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, গুলের মত অপবিত্র বস্তু মানুষের জন্য কখনোই হালাল হ'তে পারে না।

প্রশ্নঃ (৪০/৩২০)ঃ পিতা-মাতার নিকট মিথ্যা কথা বলে টাকা নিয়ে দান করা জায়েয কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
নাটাতলা, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ ভারত।

উত্তরঃ মিথ্যা কথা বলে পিতা-মাতার নিকট থেকে টাকা নিয়ে দান করা জায়েয নয়। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি মিথ্যুক বলেই গন্য হবে, যার পরিণাম ভয়াবহ *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৪)*। তবে পিতা মাতাকে না বলে তাদের সম্পদ হ'তে সামান্য কিছু দান করা যেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন মহিলা যদি (স্বামীর অনুমতি ছাড়াই) তার বাড়ীর কিছু সম্পদ দান করে এবং এতে সম্পদ ধ্বংস করা উদ্দেশ্য না থাকে, তাহ'লে দান করার কারণে মহিলার নেকী হবে আর উপার্জন করার কারণে স্বামীরও নেকী হবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৪৭)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কোন ছেলে পিতাকে না বলে হক্ব পথে কিছু দান করলে উভয়ের নেকী হবে।

সংশোধনী

মার্চ ২০০৬ সংখ্যার ৫৫ পৃঃ ৩৪/১৯৪ নং প্রশ্নোত্তরের বিবরণটি সঠিক হ'লেও মাসআলা ১৬ তে কন্যার অংশ ১$^{১}/_{২}$ এর স্থলে ১ লেখা হয়েছে। মূলত কন্যার ভাগ ১$^{১}/_{২}$ হবে। এই মুদ্রণত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

লেখা আহ্বান

আসন্ন **'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০৬'** উপলক্ষ্যে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** একটি সৃজনশীল **'স্মরণিকা'** প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত স্মরণিকার জন্য সম্মানিত লেখকগণের নিকট থেকে ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. লেখার সাথে লেখকের বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

৫. লেখা আগামী ১৫ জুলাই ২০০৬ তারিখের মধ্যেই নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা

সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
নওদাপাড়া মাদরাসা (২য় তলা)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
মোবাইলঃ ০১৭১৭৮৬৫২১৯।